আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ২৪ || সোমবার || ফাল্গুন ২৯ || ১৪২৮ || শাবান ১০ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 24 || 14 March || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

স্বাধীনতার মাস মার্চ

প্রশাসনিকভাবে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একাত্তরের মার্চের দিন যত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন আরও তীব্র হচ্ছে। ৭ মার্চ **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

বিশ্বে হঠাৎ খারাপ লোকের সংখ্যা বাড়ছে কেন?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে খুন হওয়া বেসামরিক নাগরিকদের ছবি, প্রসূতি ওয়ার্ডে বোমা হামলা এবং শহুরে যুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র। মাঝে মাঝে একটি প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে , সেটি হল ১৪৫ মিলিয়ন রাশিয়ান পুতিনের মত একজনকে কিভাবে তাদের দেশ শাসন করার অনুমতি দিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরটি অবশ্যই রাশিয়ান ইতিহাস এবং রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত, **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

আমদানি আটকে গেছে র‍্যাবের

ঢাকা ডেস্ক: মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার ফলে কোনো কিছু আমদানি করতে পারছে না র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। আগেই খোলা আমদানি ঋণপত্রের (এলসি) বিপরীতে কেনা যন্ত্রপাতি তৈরি অবস্থায় **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বাংলাদেশে মিসাইল রক্ষণাবেক্ষণাগার বানাচ্ছে চীন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের উত্তাপ যখন বিশ্বময়, এই কঠিন সময়ে জাপানি সংবাদ মাধ্যমের চাঞ্চল্যকর একটি খবর নিয়ে কূটনৈতিক অঙ্গনে অন্তহীন কানাঘুষা। দু'দিন ধরে গণমাধ্যমে খবরটি ঘুরপাক খেলেও সেগুনবাগিচা এ নিয়ে এখনই আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দিতে নারাজ। টোকিওর প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম 'নিক্কেই এশিয়া'র ওই খবরে বলা হয়, বাংলাদেশে বিমান বিধ্বংসী মিসাইল (সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল) রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রস্তুত করছে চীন। কিন্তু দেশের কোথায়, কবে থেকে চীনের মিসাইল মেনটেনেন্স ফ্যাসিলিটি সেট আপের উদ্যোগ? সে সম্পর্কে প্রতিবেদনে কোনো কিছু বলা হয়নি।ঢাকা বা বেইজিং কোনো পক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে মিসাইল রক্ষণাবেক্ষণাগার প্রতিষ্ঠার কথা স্বীকার না করলেও 'নিক্কেই এশিয়া'র কন্ট্রিবিউটিং রাইটার নীতা লালের লেখা ওই প্রতিবেদনে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ফ্লাইটে অজ্ঞান হয়ে পড়েন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক: পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রোববার বিকেল তিনটার পর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তুরস্ক **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

কবর থেকে তোলা হবে হারিছ চৌধুরীর লাশ



ঢাকা ডেস্ক: বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাবেক রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামি হারিছ চৌধুরীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হতে শেষ পর্যন্ত ডিএনএ টেস্টে যাচ্ছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ-সিআইডি। আদালতের অনুমতি নিয়ে কবর থেকে তোলা হবে সেই লাশ। তবে এরপর মরদেহ থেকে আলামত নিয়ে হারিছের আপন ভাই ও সন্তানের চুল বা কোনো আলামত নিয়ে তার ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে। সংস্থাটি বলছে, এতে হয়তো সব সন্দেহ আর রহস্যের **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

ল্যানসেটে প্রকাশিত গবেষণার তথ্য

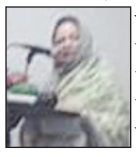
কোভিডে বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ মানুষের মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোভিড-১৯ মহামারিতে বাংলাদেশে প্রায় ৪ লাখ ৪২ হাজার মানুষের মৃত্যু **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

বিশ্বজুড়ে কোভিডে মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা ১ কোটি ৮২ লাখ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোভিড-১৯ মহামারিতে বিশ্বে যত মানুষের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে, প্রকৃত সংখ্যা তার তিন গুন বেশি। বৈশ্বিক হিসেবে ৫৯ লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে কোভিডে। কিন্তু গবেষকরা এখন বলছেন, এই ভাইরাসে মৃতের **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

মওদুদ আহমদকে হত্যা করা হয়েছে, অভিযোগ স্ত্রীর



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিএনপির স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মওদুদ আহমদকে হত্যা করা **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়**

সৌদি আরবে এক দিনে ৮১ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সৌদি আরবে এক দিনে ৮১ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। দেশটির সংবাদ সংস্থা সৌদি প্রেস এজেন্সির বরাতে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152

Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO


CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
❑ Software Testing with Selenium
❑ & Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public
· Bookkeeping · Business Formation
· Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com


স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

KABIR CHOWDHURRY

We care for you
BANGLA CDPAP SERVICES INC.
Bangla Group

হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....



72-28 BROADWAY, JACKSON HTS, NY 11372
TEL: 718-708-9751 | FAX: 718-424-2603

We care for you

BANGLA CDPAP SERVICES INC.

Bangla Group

হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....

• Highest Rate • Home Care Services
• CDPAP Services • MLTC Related Supports
• Medicaid Apply, Renewal & Code Removal

HHA CERTIFICATE COURSE AVAILABLE



Abu Zafar Mahmood
CEO & President
Cell: 646-769-0966

Special Benefits
OTC CARD
$170 Monthly
(FREE OF COST)

544 MCDONALD AVE. BROOKLYN, NY 11218
TEL: 718-675-0209 | FAX: 347-365-4218

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // March 7 // 2022

সৈয়দ কাউছার আটলান্টিক সিটি মিউনিসিপ্যাল ইউটিলিটি অথরিটির বোর্ড মেম্বার নির্বাচিত



আটলান্টিক সিটি: আটলান্টিক সিটির কাউন্সিলম্যানদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে গত ২৩ ফেব্রুয়ারী সৈয়দ মোহাম্মদ কাউছার আটলান্টিক সিটি মিউনিসিপ্যাল ইউটিলিটি অথরিটির বোর্ড মেম্বার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। আটলান্টিক সিটির ৮ জন কাউন্সিলম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ কাউছারকে ভোট দিয়ে আগামী ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত করার পর গত ৩ মার্চ আটলান্টিক সিটির সিটি হলে তিনি শপথ গ্রহন করেন। শপথ গ্রহনের সময় (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)



বাকা'র উদ্যোগে ব্রঙ্কসে ফ্রেস ফুডস বিতরণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বাকা)-এর উদ্যোগে গত ১১ মার্চ শুক্রবার ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার মসজিদ প্রাঙ্গনে বাদ জুমা দুই শতাধিক মুসল্লিদের মধ্যে ফ্রেস ফুডস (ওরেঞ্জ ও অ্যাপেল) বিতরণ করা হয়। এই সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু, সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, সহ সভাপতি কবি রেহানুজ্জামান রেহান, সাংগঠনিক সম্পাদক এম ডি আলাউদ্দিন, প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল চৌধুরী, বাংলা বাজার বিজনেস এসোসিয়েশন-এর সহ সভাপতি ও নিবর রেষ্টেরেন্ট এর স্বত্ত্বাধিকারী বখতিয়ার হোসেন খোকন, বাংলা বাজার জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবুল কাসেম ইহাহিয়া, বাংলা বাজার মসজিদের সেক্রেটারী লালন আহমদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট নাসির উদ্দিন খান, জাফর তালুকদার, ইকবাল আহমদ ও আবু সাইদ প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে কমিউনিটির প্রায় দুই শতাধিক লোক উপস্থিত থেকে ফ্রেস ফুডস গ্রহণ করেন। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তৃতায় বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন এর এই মহতি উদ্যোগের ভূয়াসী প্রশংসা করেন। সংগঠনের উদ্যোগে আগামী রমজান পর্যন্ত এই ধরনের কর্মসূচী অব্যবহত থাকবে বলে সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন। তিনি এই উদ্যোগে বিশেষ সহযোগিতা করায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু, এষ্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন ও নিবর রেষ্টেরেন্ট-এর স্বত্ত্বাধিকারী বখতিয়ার হোসেন খোকনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

জ্যামাইকার সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া জামিনে মুক্ত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা সাইফুল্লাহ ভূঁইয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ৬ মার্চ, রোববার তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছেন। গত ২১ ফেব্রুয়ারী জ্যামাইকায় 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন একজন অবাঙালীর হাতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা তুলে দেয়ার প্রতিবাদে পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তিকে 'হুমকী' দেয়ার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। পরবর্তীতে তিনি ঐদিনই জামিনে মুক্ত হন। খবর ইউএনএ'র। জানা যায়, 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউর' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক ও সঞ্চালক স্থানীয় কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারো অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সময় কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট অফিসের এক কর্মকর্তা অবাঙালী মোহাম্মদ রশীদের হাতে বাংলাদেশের পতাকা আর নিজের হাতে আমেরিকান পতাকা তুলে নিলে



অনুষ্ঠান স্থলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে (সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া) মি. রশীদ-কে হুমকি দিয়েছেন। অভিযোগটি অস্বীকার করে সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া বলেছেন আমি তাকে (মোহাম্মদ রশীদ) হত্যার হুমকী দেইনি। মামলার পরবর্তী তারিখ ০৫/০৩/২০২২। উল্লেখ্য, 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিনের বিশৃঙ্খলা পরিবেশ সহ নানা ঘটনায় বাংলাদেশী কমিউনিটি ক্ষুব্ধ। এব্যাপারে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলন করে ঐ দিনের অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে কমিউনিটিকে অপমানিত করা হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন।

ব্রুকলীনে আরেক বাংলাদেশী সন্ত্রাসী হামলার শিকার

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সিটিতে সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধে প্রশাসনের নানা উদ্যোগের মধ্যে মো. নুরুল হক (৫৮) নামে এক বাংলাদেশী আরো সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছেন। তিনি গত ১ মার্চ সন্ধ্যায় কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার পথে ব্রুকলীনের কেরল স্ট্রিট সাবওয়ের ভেতর দুর্বৃত্তের হামলায় মারাত্মকভাবে জখম হন। খবর ইউএনএ'র।



জানা গেছে, জ্যামাইকার ১৬৮ প্লেসে বসবাসকারী নুরুল হক ব্রুকলীনের কবির বেকারী-তে কাজ করেন। ঘটনার দিন কর্মস্থল থেকে সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার পথে কেরল স্টিট সাবওয়ের ভেতর দুষ্কৃতকারীর অতর্কিত হামলার শিকার হন। সন্ত্রাসীদের উপর্যপুরি হামলায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। তারা নুরুল হকের চোখ, মুখ আর মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়।

উল্লেখিত ঘটনায় কমিউনিটিতে আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিশেষ করে যারা সাবওয়েতে চলাচল করেন তারা শংকার মধ্যে রয়েছেন। অভিজ্ঞরা সাবধানে সাবওয়েতে চলাচলের পরামর্শ দিয়েছেন। এদিকে, হামলার সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনেকেই এই ঘটনাকে 'হেট ক্রাইম' বলে ধারণা করছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হামলাকারীদের কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা, তা জানা যায়নি। কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ এই সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।

Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — **তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.**
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — **ডা. সাদী আলম, ডিপিএম**
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — **সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.**
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ বেইনব্রিজ এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

১৩৮১ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

আইএমএফের প্রতিবেদন

সুশাসনে চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা

সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশের সুশাসন পরিস্থিতির যে চিত্র তুলে ধরেছে, তা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। আইএমএফের ওই প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বুধবার সমকালের শীর্ষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারের কার্যকরতা, আইনের শাসন, দুর্নীতি দমন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, শৃঙ্খলার মান এবং সম্পত্তির অধিকার- এ ৬ সূচকে বাংলাদেশের জন্য স্কোর নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নির্দেশক এবং তাদের নিজেদের প্রাক্কলন অনুযায়ী শূন্যকে ভিত্তি ধরে ২ দশমিক ৫ পর্যন্ত স্কোরকে সুশাসনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থার নির্দেশক হিসেবে ধরা হয়েছে। একইভাবে মাইনাস ২ দশমিক ৫ পর্যন্ত স্কোরকে বলা হয়েছে দুর্বলতার নির্দেশক। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বাংলাদেশ উপর্যুক্ত সব সূচকেই শূন্য থেকে নিচের দিকে অর্থাৎ ঋণাত্মক নম্বর পেয়েছে, যা নিম্ন আয়ের দেশগুলোর সমমানের এবং বাংলাদেশের মতো একটা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের জন্য সম্মানজনক হতে পারে না। শুধু তাই নয়; সব সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার গড় স্কোরের চেয়েও পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। উল্লেখ্য, প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট দেশের সুশাসন পরিস্থিতি নিয়ে আইএমএফ সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে, যাকে 'আর্টিকেল ফোর আলোচনা বলা হয়। বাংলাদেশবিষয়ক প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছে সংস্থার আর্টিকেল-ফোর মিশন ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত এ রকম কয়েক দফা আলোচনার মাধ্যমে।

বাংলাদেশের সুশাসন ও দুর্নীতি নিয়ে আইএমএফের প্রতিবেদনে খুবই বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে- এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এখানে সরকারি প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই কমবেশি দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি কর বা খাজনা দিতে গেলেও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে 'বকশিশ' দিতে হয়। না দিলে শুরু হয় নানা ধরনের হয়রানি। দুর্ভাগ্যজনক হলো, এ পরিস্থিতি বিরাজ করছে উপমহাদেশে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে। এ সময়ের মধ্যে কত ব্যবস্থা ও সরকার এলো-গেল; কিন্তু এর কোনো পরিবর্তন হলো না। বরং দিনে দিনে দুর্নীতি রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে এবং নতুন নতুন রূপে তা আবির্ভূত। বিশেষত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পাঁচ দশকে সামরিক-বেসামরিক, নির্বাচিত-অনির্বাচিত যারাই এখানকার রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছেন; তাদের সবাই নিজ পূর্বসূরিকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিযোগ করে এ অসুখ থেকে দেশকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হলো, একবার ক্ষমতায় বসার পর সবাই ওই প্রতিশ্রুতি শুধু ভুলেই যাননি, বরং আরও বেশি মাত্রায় এ অপকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। যেমন বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ঘাঁটলে দেখা যাবে, প্রতিটিতেই দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ছিল অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ইস্যুগুলোর অন্যতম। কিন্তু টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার পরও দেশে সুশাসন যে এক ধরনের সোনার হরিণই রয়ে গেছে- ভুক্তভোগীমাত্রই তা জানেন। এ প্রসংগে গত জানুয়ারিতে প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) দুর্নীতির ধারণা সূচকের কথা বলাটা বাহুল্য হবে না। সেখানে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৩তম। শুধু তাই নয়, গত ১০ বছর ধরে টিআইর দুর্নীতি সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ১০০-এর মধ্যে মাত্র ২৬-এ অবস্থান করছে। এর অর্থ, দুর্নীতিতে আমাদের অবস্থান দীর্ঘদিন ধরে তলানিতেই আছে। সরকার সমর্থকরা হয়তো বলবেন, এ শতাব্দীর শুরুর দিকে বাংলাদেশ যেভাবে পরপর কয়েক বছর টিআইর দুর্নীতি সূচকে শীর্ষস্থান দখল করে ছিল; বর্তমান পরিস্থিতি তেমন নয়। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, টিআই সূচক অনুসারে দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় নিকৃষ্টতম এবং এশিয়া-প্যাসিফিকে তৃতীয় নিকৃষ্টতম। ২০৪১-এর মধ্যে উন্নত রাষ্ট্র হওয়ার স্বপ্নধারী একটা রাষ্ট্রের পক্ষে তা মোটেই শ্লাঘার বিষয় নয়।

এ কথা নতুন করে বলার দরকার নেই যে, সুশাসনের ঘাটতি বা দুর্নীতিগ্রস্ততা নাগরিকদের মধ্যে বহুমাত্রিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। একই সঙ্গে তা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিস্থিতিকে দুর্বল করে। ফলে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা একটা সরকারের পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর দুর্নীতি কমাতে হলে সবচেয়ে বেশি দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা। এ জন্য একদিকে যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদককে শক্তিশালী করার পাশাপাশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে; আরেকদিকে তেমনি শুধু সরকারি কর্মকর্তা নয়; তাদের রাজনৈতিক কর্তাদেরও অর্থাৎ মন্ত্রী-এমপিদেরও কঠোর জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। একই সঙ্গে সমাজের সচেতন মানুষদের এ সর্বগ্রাসী রোগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কার কী দায়

এ কে এম শহীদুল হক

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী থেকে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। রাশিয়া সামরিক মহড়া করার নামে ইউক্রেন সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য মোতায়েন করে। তখন পশ্চিমা দেশগুলোর আশঙ্কা ছিল, রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করবে। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভদ্মাদিমির পুতিন এ আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করবে না।' কিন্তু বাস্তবে পশ্চিমাদের আশঙ্কাই সত্য হলো। এই যুদ্ধে এরই মধ্যে ইউক্রেনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অসংখ্য সৈন্য নিহত হচ্ছে। নারী-পুরুষ-শিশুসহ শত শত বেসামরিক লোক নিহত ও আহত হচ্ছে। ঘরবাড়ি, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ ধ্বংস হচ্ছে। মানুষ প্রাণের ভয়ে ইউক্রেন ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ২০ লক্ষাধিক ইউক্রেনিয়ান প্রতিবেশী দেশ পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, মলডোভা, রোমানিয়া ও স্লোভাকিয়ায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। যুদ্ধের কারণে ইউক্রেনে চরম মানবিক বিপর্যয় ঘটছে। আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা ব্যবস্থা সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে পড়ছে।

ইউক্রেনের প্রতিরোধের মুখে রাশিয়ার কয়েকশ যুদ্ধ ট্যাঙ্ক ও হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়েছে। তাদের সহস্রাধিক সৈন্য নিহত হয়েছে মর্মে বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ছে। বিশ্ববাসী এ যুদ্ধকে রাশিয়ার আগ্রাসন বলে অভিহিত করছে। অপর পক্ষে রাশিয়া বলছে, ইউক্রেনে তাদের সৈন্য শান্তিরক্ষীর কাজ করছে। এ যুদ্ধের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা এ মুহূর্তে বলা সহজ নয়। দেশটি শুধু রাশিয়া সংলগ্ন প্রতিবেশীই নয়; এর আছে কৌশলগত অবস্থান। প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি ও শিল্পজাত সম্পদ রয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভদ্মাদিমির পুতিন মনে করেন, ইউক্রেন আসলে প্রাচীন রুশ ভূখন্ড। তার মতে, আধুনিক ইউক্রেন প্রকৃতপক্ষে বলশেভিক কমিউনিস্ট রাশিয়ার সৃষ্টি। রাশিয়াই ইউক্রেনের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছে। ইউক্রেনের সংস্কৃতি রাশিয়ারই সংস্কৃতি। ইউক্রেনের অধিকাংশ মানুষ রুশ ভাষায় কথা বলে। রাশিয়া মনে করে, ইউক্রেন কারও সঙ্গে সখ্য বা জোট গড়তে চাইলে তা অবশ্যই রাশিয়ার সঙ্গে হতে হবে, যেমনটা করেছে বেলারুশ। ইউক্রেন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে।

ইউক্রেন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ইউক্রেনকে ন্যাটো জোটবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন মনে করেন, ইউক্রেন ন্যাটোভুক্ত হলে ন্যাটোর সামরিক ঘাঁটি ইউক্রেনে বসতে পারে। এতে রাশিয়ার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। ১৯৯২ সালে রাশিয়াই ইউএসএসআরভুক্ত ১৫টি রাজ্যকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তখন শর্ত ছিল- তারা ন্যাটো জোটভুক্ত হতে পারবে না এবং ন্যাটোও তাদের সামরিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করতে পারবে না। সেই শর্ত অনেকেই লঙ্ঘন করছে। কিন্তু ইউক্রেনের বেলায় রাশিয়া তা মেনে নিতে পারছে না। পুতিন বলছেন, ইউক্রেনকে সামরিক শক্তি ও ইহুদিবাদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করবেন। এ জন্যই এ আগ্রাসন। রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের টানাপোড়ন সম্পর্কের কারণে ২০১৪ সালে রাশিয়া তার সীমান্ত সংলগ্ন ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল ক্রিমিয়া দখল করে নেয়। ওই সময় রাশিয়ার মদদেই ইউক্রেনের বিদ্রোহীরা দেশের পূর্বাঞ্চল দোনেৎস্ক এবং লুহানস্ককের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং ইউক্রেন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু করে। সে যুদ্ধ এখনও চলছে। বর্তমান সংকটের সময় রাশিয়া ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল দোনেৎস্কো ও লুহানস্ক অঞ্চলকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতিও দিয়েছে।

বিশ্বের প্রায় সব দেশই এ যুদ্ধের বিপক্ষে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের জরুরি অধিবেশনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের প্রতিবাদে নিন্দাসহ যুদ্ধ বন্ধ প্রস্তাবের পক্ষে ১৯৩ দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৪১ দেশ ভোট দেয়। বিপক্ষে ভোট দেয় রাশিয়াসহ পাঁচটি দেশ। ভোটদানে বিরত থাকে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, পাকিস্তানসহ ৩৫টি দেশ। এতে বোঝা যায়, বিশ্ববিবেক যুদ্ধ ও আগ্রাসনের বিপক্ষে।

যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের কতিপয় দেশ ইউক্রেনে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং আর্থিক ও লজিস্টিক সাপোর্ট ইউক্রেনকে দিলেও তারা নিজ দেশের সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। এমনকি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট অনুরোধ করেছিলেন ইউক্রেনের আকাশ নো-ফ্লাই জোন ঘোষণা করতে। ন্যাটো ও পশ্চিমা বিশ্ব তাতে রাজি হয়নি। তাদের যুক্তি- রাশিয়া নো-ফ্লাই জোন নীতি মানবে না। মানাতে হলে ন্যাটো ও সদস্য দেশগুলোকে সংঘাতে জড়াতে হবে। এতে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা থাকবে। কোনো রাষ্ট্রই চায় না তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাক। এ কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়ার বিরুদ্ধে একের পর এক কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে যাচ্ছে, যাতে রাশিয়া অর্থনৈতিকভাবে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো চরমভাবে ভেঙে পড়ে। এতে অভ্যন্তরীণভাবে জনরোষ সৃষ্টি হবে এবং পুতিন সরকার চাপের মুখে থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সংঘাত নয়, শান্তি চান। তিনি সামরিক হস্তক্ষেপের নীতিতে বিশ্বাসী নন। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র কোনো যুদ্ধে জড়াতে চায় না। কারণ সামরিক হস্তক্ষেপের ইতিহাস তার জানা। অতীতে তাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও ফলাফল সুখকর ছিল না। তাই মার্কিনিরা বিদেশের মাটিতে নিজ দেশের সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধ করতে আগ্রহী নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিপক্ষ করে ১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন-ন্যাটো গঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পাল্টা সামরিক জোট ওয়ারশ ফ্যাক্টের আবির্ভাব হয় ১৯৫৫ সালে। প্রাথমিকভাবে ন্যাটো জোটের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ১৫। ওয়ারশ জোটের সদস্য সংখ্যা ছিল ৮। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরপরই ওয়ারশ জোট ভেঙে যায়। তখন পশ্চিমা দেশগুলো বলেছিল, ন্যাটো জোটের আর প্রয়োজনীয়তা নেই। তারা অঙ্গীকার করেছিল, ন্যাটো জোট আর সম্প্রসারণ করা হবে না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমারা তাদের কথা রাখেনি। তারা একের পর এক ন্যাটোর সম্প্রসারণ করেই চলেছে। ১৯৯১ সালের পর ন্যাটোর সদস্য দেশের সংখ্যা বেড়ে ২০২০ সালে হয়েছে ৩০টি। ১৯৯১ সালের পর ১৮টি নতুন দেশকে ন্যাটোভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে সাতটি রাষ্ট্র ওয়ারশ জোটের সদস্য ছিল। ন্যাটোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে ইউক্রেন, জর্জিয়া, বসনিয়া-হার্জেগভিনা, ফিনল্যান্ড, সুইডেন ও সার্বিয়াকে পর্যায়ক্রমে ন্যাটো জোটভুক্ত করে নেওয়ার। কিন্তু রাশিয়া বরাবরই ন্যাটোর সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছে। রাশিয়ার কথা, পশ্চিমারা রাশিয়ার চতুর্দিকের সব রাষ্ট্রকে ন্যাটো জোটভুক্ত করে রাশিয়ার জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার কথা আমলে নিচ্ছে না।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সংঘাত নয়, শান্তি চান। তিনি সামরিক হস্তক্ষেপের নীতিতে বিশ্বাসী নন। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র কোনো যুদ্ধে জড়াতে চায় না। কারণ সামরিক হস্তক্ষেপের ইতিহাস তার জানা। অতীতে তাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও ফলাফল সুখকর ছিল না। তাই মার্কিনিরা বিদেশের মাটিতে নিজ দেশের সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধ করতে আগ্রহী নয়।

১০ মার্চ ছিল যুদ্ধের ১৫তম দিবস। রুশ বাহিনী ইউক্রেনের কয়েকটি বড় বড় শহর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দখল করার পাশাপাশি রাজধানী শহর কিয়েভের দিকে এগোচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে তাদের রণকৌশল সুস্পষ্ট নয়। তবে তারা যে ইউক্রেন সেনাবাহিনী দ্বারা এত প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে, তা বোধ হয় অনুধাবন করতে পারেনি। ইউক্রেন আগেই বুঝতে পেরেছিল, রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করতে পারে। তাই তাদের কিছু প্রস্তুতিও ছিল। সে কারণেই ইউক্রেন এখন পর্যন্ত একাই রাশিয়ার মতো বৃহৎ শক্তিকে মোকাবিলা করে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমা দেশগুলো যুদ্ধে সরাসরি জড়িত হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু তারা ইউক্রেনকে আর্থিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ সব পশ্চিমা দেশ সতর্ক ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে, যাতে পরিস্থিতি বিশ্বযুদ্ধের দিকে মোড় না নেয়। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে আলোচনাও চলছে। সর্বশেষ রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধের জন্য তিনটি শর্ত দিয়েছে- ১. ইউক্রেনকে সংবিধানে সংযোজন করতে হবে- তারা ন্যাটো জোটের সঙ্গে যাবে না। ২. ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে ইউক্রেনকে মেনে নিতে হবে এবং ৩. ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল দোনেৎস্ক এবং লুহানস্ককে স্বাধীনতা দিতে হবে। তবে উভয় পক্ষের যুদ্ধবিরতির শর্ত পুরোপুরিভাবে মেনে নিয়েই আলোচনায় বসতে হবে। রাশিয়াকেও ইউক্রেনের জনগণের স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। ইউক্রেনকেও নিজের স্বার্থ বুঝতে হবে। কারও প্ররোচনায় ভুল সিদ্ধান্ত নিলে নিজেদেরই ক্ষতি হবে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান হোক, বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক- এটাই শান্তিপ্রিয় সবার কাম্য।

লেখক: সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ

নামাজের সময়-সূচী

মার্চ	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ফজর	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৮	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৩	৫.৪১
সূর্যোদয়	৭.০৮	৭.০৬	৭.০৪	৭.০৩	৭.০১	৬.৫৯	৬.৫৮
জোহর	১.০৫	১.০৫	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৩
আসর	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৯	৫.২০	৫.২১
মাগরিব	৭.০৩	৭.০৪	৭.০৫	৭.০৬	৭.০৭	৭.০৮	৭.০৯
এশা	৮.১৭	৮.১৮	৮.১৯	৮.২১	৮.২২	৮.২৩	৮.২৪

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

মিডিয়ার চশমা, শক্তি ও কারিশমা

খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ

আমাদের সংবাদমাধ্যম যথার্থই 'গণমাধ্যম' হয়ে উঠতে পেরেছে কি না সে প্রশ্ন তোলার অধিকার ও সুযোগ দু'টিই আছে। সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বাপর কবুল করতেই হবে, মিডিয়া এখন যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, এটি বিশাল এক খোলা জানালা। এ বাতায়নপথে দূর-দিগন্তে দৃষ্টি ছুড়ে দেয়া যায়, পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্য অবলোকন করা যায়, অগ্রসরমান বিপদ বা শত্রুর পদধ্বনিও শোনা যায়। তবে উদ্বেগের বিষয় হলো– সেই জানালা দিয়ে ঝড়োবেগে ঘরে ঢুকে পড়ে ময়লা-আবর্জনাও। যেনতেন ময়লা নয়, কখনো তা আপনার সাজানো-গোছানো পরিপাটি শোবার ঘরটিকে আপনার নিজের কাছেই সম্পূর্ণ অচেনা করে তুলবে। এটি হলো একটি দিক।

আরেক দিকের অবস্থা আরো নাটকীয় এবং শোচনীয়। যেহেতু এ জানালা কেবল দৃষ্টির বহির্বিস্তারণ নয়; বরং এটি কখনো আপনাআপনিই অন্ধত্ব তৈরি করতে পারে। কাজেই এ জানালা কখনো খবরের বাহক হওয়ার পরিবর্তে উৎপাদকও হয়ে ওঠে। কথিত গণমাধ্যমের উৎপাদিত সেই খবরে আপনার সকাল-সন্ধ্যা, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, উন্নতি-অবনতি, আকর্ষণ-বিকর্ষণ এমনকি জীবন-মরণের প্রশ্নও জড়িয়ে যেতে পারে। আপনি তখন পরিস্থিতির স্রেফ এক অসহায় শিকার ও বোবা দর্শক। মিডিয়ার এক চোখে সত্য ও সুন্দরের আলো; আরেক চোখে থাকতে পারে মিথ্যা, হিংসা ও ধ্বংস-তান্ডবের রক্তলাল অগ্নিদৃষ্টি

এর পরও আপনি যেহেতু একুশ শতকের 'বিশ্ব নাগরিক' তাই মিডিয়া থেকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন কেউ নন। এর ইতিবাচক ও কল্যাণকর দিকগুলোকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও মানবতার খেদমতে অবদান রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অধিকন্তু আপনার বৈরীপক্ষের করতলগত এ হাতিয়ারটির অন্ধি-সন্ধির খোঁজখবর রাখতে পারলেই আপনি ও আপনার সমাজ অধিকতর নিরাপদ।

অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও যোগাযোগমাধ্যমের এই অভূতপূর্ব উন্নতি এমন বিদ্যুৎবেগে ঘটছে যে, মানুষের ভাবনাচিন্তা, রুচি-মূল্যবোধ ও মানস-চেতনাকে সম্পূর্ণ কব্জা করে নিয়েছে। বর্তমান বিশ্বে রেডিও, টিভি, কম্পিউটার, স্যাটেলাইট এবং ইন্টারনেট প্রভৃতির গুরুত্ব ব্যাপক। আজকের দুনিয়া এসব প্রযুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তথ্য-যোগাযোগের এ মাধ্যমগুলো আমাদের চিন্তা, রুচি, জীবন, সমাজ, অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে। আমরা জেনে বা না জেনে যোগাযোগ প্রযুক্তির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। একসময়ের টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিওর জগৎকে পেছনে ঠেলে দিয়ে প্রিন্টেড ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। জনজীবনে এর প্রভাব বিশাল-সুবিস্তীর্ণ।

আলোচনা সামনে এগিয়ে নেয়ার আগে আরেকটি বিষয়ের দিকে আমরা পাঠকের দৃষ্টি ফেরাতে চাই। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মিডিয়ার যে অপ্রতিহত প্রভাব, তা নিয়ন্ত্রণ করছে কে? নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্ববাণিজ্য সোজা কথায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো। সংবাদমাধ্যমের ওপর ওদের নিয়ন্ত্রণ যতই শক্ত হচ্ছে এর কণ্ঠ ততই উচ্চকিত ও জোরালো হতে চলেছে। আর দিন-রাত তার গুণকীর্তন ও প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে পরোক্ষভাবে এসব বহুজাতিক কোম্পানি গোটা মানবগোষ্ঠীকে ইচ্ছেমতো 'নাকে দড়ি দিয়ে' ঘোরাচ্ছে। একান্ত অনুগত দাসের মতো পৃথিবীর মানুষ চোখ-কান বন্ধ করে তার পেছনে রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে। হোক তা খবর, সংবাদবিশ্লেষণ, নাটক, সিরিয়াল, চলচ্চিত্র কিংবা বিজ্ঞাপন– সব কিছুই এসব বণিক গোষ্ঠীর হাতের মুঠোয়। সংবাদমাধ্যম আর বাণিজ্য যেন একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পরস্পরের পরিপূরক। একটি বাদ দিলে অপরটির অস্তিত্ব অসম্ভব। বাণিজ্য যেন গণমাধ্যমের দেহে প্রবাহিত রক্তধারা আর গণমাধ্যমের প্রধান কর্তব্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থের অনুকূলে প্রয়োজনীয় সব কিছু নিবেদন করা।

গণমাধ্যমের চিন্তাধারার অভিমুখ ও সংবাদের পণ্যায়ন সম্পর্কে ড. মাহফুজ পারভেজের প্রাসঙ্গিক দু-একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। 'কোন সংবাদ ছাপলে ভালো বিক্রি হবে এবং পাঠক সানন্দে গ্রহণ করবে তা সর্বদাই বিবেচনা করতে হয় সংবাদ কর্তৃপক্ষকে। এ কারণেই বাজারে গতি-প্রকৃতি বুঝে সংবাদ-কর্তৃপক্ষও পাঠকের উত্তেজক



চাহিদাকে সঙ্গ দেয়। ব্যবসায় আর সস্তা জনপ্রিয়তার দ্বৈতচক্রে পর্যুদস্ত হয় সর্বজনীন নৈতিকতা ও চিরায়ত মূল্যবোধ। হলুদ সাংবাদিকতাও সুযোগ নেয় এই পরিস্থিতির। সাথে করে নিয়ে আসে তথ্যসন্ত্রাসের ভয়ঙ্কর তান্ডব চরিত্রের অক্টোপাস।' (উপসম্পাদকীয় কলাম, দৈনিক পূর্বকোণ, ১১ জুলাই-২০০৯) সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রত্যাশা তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে– 'মানুষ সেখানে পড়বে ও শুনবে মানুষের সমবেত ও মিলিত কণ্ঠস্বর। নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও দায়িত্বশীলতা বাদ দিয়ে প্রকৃত মানবকণ্ঠ গুঞ্জরিত হবে না। মিথ্যা, নেতি ও পক্ষপাতের কণ্ঠ হলে সংবাদপত্র ও মিডিয়াও হয়ে যাবে ভীতি, আতঙ্ক ও ঘৃণার পাপাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এক মাতালকণ্ঠ।...জনমানব ও মহাকালের কাছে এদের স্থায়ী ঠিকানা কখনোই হয় না।

মিডিয়ার ইতিবাচক দিক

এ পর্যন্ত আলোচনায় গণমাধ্যমের কিছু নেতিবাচক দিক সামনে এলেও শুরুতেই আমরা এর ইতিবাচক দিকগুলোর প্রতি খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছি। প্রযুক্তিনির্ভর গণমাধ্যম মানুষের জীবনের বহু দুর্লভ প্রয়োজনকে শুধু সুলভই করেনি, বলা যায় মুঠোয় পুরে দিয়েছে। ইন্টারনেটের কথাই ধরা যাক– এটি বর্তমানে ডিজিটাল বিশ্বকোষ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, অধ্যয়ন-গবেষণার জন্য আজকাল আর লাইব্রেরির হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থ উল্টানোর মতো গলদঘর্ম হওয়ার যেমন দরকার হয় না, তেমনি বহুগুণ সাশ্রয় হচ্ছে মানুষের মূল্যবান সময়েরও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আতিপাতি করে কোনো বিষয়ের উদ্ধৃতি খোঁজার পরিবর্তে কি বোর্ডের কয়েকটি বাটন চেপে ১০-১৫ সেকেন্ডের মধ্যেই তা পেয়ে যাচ্ছেন।

এভাবে ব্যবসাবাণিজ্য থেকে শুরু করে এমন কোনো বিষয় নেই যার সমাধান ইলেকট্রনিক মিডিয়া আপনাকে দিচ্ছে না। ফলে আপনার মিশন সফল করতে, পৃথিবীর মানুষের কাছে আপনার চিন্তাচেতনা ও বিশ্বাসের কথা পৌঁছে দিতে গণমাধ্যমের চেয়ে অধিক কার্যকর আর কোনো হাতিয়ার নেই। আজকের বিশ্বে খ্রিষ্টান ধর্মসহ সব ধর্মাবলম্বী এই চমৎকার সুযোগটি দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে। মুসলমানরা এ ক্ষেত্রে বেশ পিছিয়ে থাকলেও আরবজাহানসহ বিভিন্ন মুসলিম বিশ্বের গবেষকরা এ ক্ষেত্রে কমবেশি তৎপর রয়েছেন। প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও এটি আশার কথা। সব কিছুকে ছাপিয়ে মিডিয়া সংস্কৃতির শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

অবাধ তথ্যপ্রবাহ

তথ্য কথাটি তথা থেকে উৎসারিত। তথা মানে– ঠিক তাই। অর্থাৎ যা ঘটেছে হুবহু তাই বিবৃত করা। এই অর্থে তথ্য 'সত্যের' সমার্থক। তথ্য যখন তার এই বুৎপত্তিগত অর্থ থেকে সরে দাঁড়ায় তখন তা বিকৃতির নামান্তর। অবাধ তথ্যপ্রবাহের অর্থ দাঁড়ায়– কোনো বাধা-বিপত্তিহীন সত্যের প্রকাশধারা। এটি প্রকাশ ও জানার অধিকার আমাদের সমাজে 'তথ্য-অধিকার' বলে পরিচিত। সত্য বলা এবং সত্যটি সবার জানার যে অধিকার রয়েছে, তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা গ্রহণযোগ্য ও শুভ নয়। কিন্তু অবাধ তথ্যপ্রবাহের নামে দিনকে রাত আর সাদাকে কালো হিসেবে উপস্থাপন আদৌ কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর অধিকার হতে পারে না। এই স্লোগান তথ্যসাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার মাত্র। হলুদ সাংবাদিকতার প্রতিরূপ। তাই তথ্যের অবাধ প্রবাহে সততা, দায়িত্বশীলতা ও মানবিকতার বাঁধ দিয়ে এতে ভারসাম্য রক্ষা জরুরি।

আঁধারের মাঝে আলোর মশাল

মিথ্যার রাজত্ব, বিকৃতির জয়োল্লাস, হিংসা ও শঠতার ভ্রূকুটি মাড়িয়ে, অন্ধকারের গাঢ় পর্দা ভেদ করে মাঝে মধ্যে দু-একটি সাহসী উদ্যোগ এবং কিছু অকুতোভয় তথ্যসৈনিককে সত্যপ্রকাশে এবং সুন্দরের চর্চায় চ্যালেঞ্জ নিতে দেখা যায়। সম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি, কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর রক্তচক্ষু, হত্যা, নিপীড়ন তাদের থামিয়ে দিতে পারে না। শত প্রতিকূল ঝড়ো হাওয়ায় খানিকটা পাল ছেঁড়া নৌকার মতো তাদের পথচলা মিথ্যার রাজত্বে ভাঙন ধরাতে না পারলেও কিছুটা কাঁপন ধরায়। সত্যের কাফেলায় শরিক হয়ে যারা জীবন কাটাতে প্রত্যয়ী জনগণের সেই অংশটি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টেড মিডিয়ার এমনসব সত্যাশ্রয়ী সাংবাদিকদের পাশে সবসময়।

ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টেড উভয় মিডিয়ার প্রোগ্রাম ও নিউজগুলোর মূল্যায়ন করলে ইতিবাচক ও নেতিকবাচক দু'টি দিক শনাক্ত করা সম্ভব। দুই জায়গাতেই ভালো-মন্দ দুয়ের দেখা মিলবে। এক দিকে গণমাধ্যমের সাথে যুক্ত কিছু লোক সমাজের অস্থিমজ্জায় মিশে যাওয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন আবার এর বিপরীতে এমনও মানুষ আছেন, যাদের কিছু কাজ সমাজ ও মানুষের জন্য নেতিবাচক ফল বয়ে আনছে। জীবনমুখী অনুষ্ঠান ও কল্যাণধর্মী প্রোগ্রাম গুরুত্ব হারাচ্ছে এবং অনুষ্ঠানাদির সার্বিক মান নিম্নমুখী হতে চলেছে। মানুষের মাঝে উত্তেজনা ও একধরনের আসক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনৈতিক পথ অবলম্বনেও তারা দ্বিধা করে না। তবে অবশ্যই এর ব্যতিক্রম চিত্রও আছে, যার জন্য গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশংসার দাবিদার।

গণমাধ্যম এক দিকে আমাদের সবরকমের সংবাদ সরবরাহ করছে, অন্য দিকে সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলার মতো প্রবাহিত হচ্ছে। দুর্নীতি উদঘাটন ও দুর্নীতিবাজদের মুখোশ উন্মোচনে বেশ সাহসী ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। তবে মাঝে মাঝে তারা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর হাতের পুতুলেও পরিণত হয়। মিডিয়ার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অর্থ জোগানের বেলায় আদর্শিক চ্যালেঞ্জে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হলে বেশির ভাগ মিডিয়াকে নৈতিকতার প্রশ্নে আপস করতে দেখা যায়।

লেখক: সাহিত্যিক, কলামিস্ট



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন পুনর্গঠন কি অবশ্যম্ভাবী

নিরঞ্জন রায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এক পক্ষে ছিল মহাপরাশক্তি আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্বের সমন্বয়ে গঠিত ন্যাটো, অর্থাৎ নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন। অপর পক্ষে ছিল আরেক মহাপরাশক্তি রাশিয়ার নেতৃত্বে ওয়ারসো প্যাক্টে যোগদানকারী দেশগুলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়জুড়ে ছিল এই দুই গ্রুপের মধ্যে টানটান উত্তেজনা, যা সে সময় ঠান্ডাযুদ্ধ বা স্নায়ুযুদ্ধ নামে বেশি পরিচিতি পেয়েছিল।

সমগ্র বিশ্ব বলা যায় একরকম আতঙ্কের মধ্যে থেকেছে। সব সময় মনে হতো এই বুঝি দুই পরাশক্তির মধ্যে যুদ্ধ লেগে যায়। তখনো এই স্নায়ুযুদ্ধের জাঁতাকলে পড়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছিল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো, যারা এই জোটের প্রভাববলয় থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। তখন বিশ্ব অর্থনীতি এখনকার মতো এতটা ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল না। ফলে অর্থনৈতিক প্রভাব সেভাবে না থাকলেও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল ভয়ংকর। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে সব সময় নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে চলতে হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের এমন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে এই দুই জোটের প্রভাববলয় থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশ পৃথক এক জোট গঠন করেছিল, যা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন নামে পরিচিতি পেয়েছিল।

সে সময়ের তৃতীয় বিশ্বের কয়েকজন বিশ্বনেতার প্রচেষ্টায় গঠিত হয়েছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহরু, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসেফ ব্রস টিটো, মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের, ঘানার প্রেসিডেন্ট কাওয়ামি নক্রুমাহ ও ইন্দোনেশিয়ার সুকর্নো এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলার নেতৃত্ব দেন এবং জোরালো ভূমিকা রাখেন। এই তৃতীয় জোট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৫০ সালের দিকে; কিন্তু এই পাঁচ বিশ্বনেতার সফল নেতৃত্ব ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে। এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন প্রতিষ্ঠার কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো পরাশক্তি রাষ্ট্রের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা দুই জোটের প্রভাব থেকে কিছুটা হলেও নিজেদের প্রভাবমুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার অন্ত নেই। অনেকে এই আন্দোলনকে একটি ব্যর্থ প্রয়াস বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। কিন্তু আলোচনা-সমালোচনা যাই থাকুক না কেন, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ নিজেদের ন্যাটো বা ওয়ারসো প্যাক্ট জোটে যোগদান থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছিল এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের কারণে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন শুরু করার উদ্দেশ্য কোনো অবস্থায়ই ন্যাটো বা ওয়ারসো জোটের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ছিল না। স্নায়ুযুদ্ধের কোনো পক্ষ না হয়ে নিজেদের নিরপেক্ষ অবস্থানে ধরে রাখাই ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। অনেক দেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তাদের ন্যাটো বা ওয়ারসো জোট দলে টানতে সক্ষম হয়নি এবং সে চেষ্টাও তারা সেভাবে করেনি। সে বিবেচনায় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন যথেষ্টই সফল হয়েছিল। পরিবর্তিত বিশ্বরাজনীতির কারণে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র একক বিশ্বনেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন তার গুরুত্ব হারায় এবং একসময় হারিয়েও যায়। তবে বিশ্বরাজনীতি এখন আবার যে রূপ ধারণ করেছে তাতে মনে হয় এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন নতুন করে শুরু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

বিশ্বের এই নতুন ব্যবস্থা দেখে পশ্চিমা বিশ্ব যে চুপ করে বসে থাকবে না তা মোটামুটি নিশ্চিত করেই বলা যায়। তারাও তাদের জোট বর্ধিত এবং আরো শক্তিশালী করার জন্য জোর চেষ্টা চালাবে। শুরু হয়ে যাবে বিভিন্ন দেশকে নিজেদের দলে টানার প্রতিযোগিতা।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে বেশ জোরেশোরেই। একদিকে রাশিয়া যেমন তাদের আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর করছে, অন্যদিকে ইউক্রেনও তেমনি শক্ত প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম হয়েছে। আর পশ্চিমা বিশ্ব তাদের অর্থনৈতিক অস্ত্র দিয়ে রাশিয়াকে ঠেকাতে মরিয়া। তাই যুদ্ধ আপাতত বন্ধ হওয়ার তেমন কোনো লক্ষণ নেই। তবে যুদ্ধ কবে থামবে এবং এই যুদ্ধের ফলাফলই বা কী হবে তার থেকে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বিশ্ব কোন আকার ধারণ করে। এই যুদ্ধে রাশিয়া যদি হেরে যায়, তাহলে পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়াকে তো কোণঠাসা করবেই, সেই সঙ্গে সারা বিশ্বে তাদের শক্তি, অবস্থান ও ক্ষমতাকে নতুনভাবে বিন্যাস করার উদ্যোগ নেবে। তাদের প্রধান লক্ষ্য হবে চীনকে শায়েস্তা করা। সেই সঙ্গে যেসব দেশ রাশিয়াকে সমর্থন করেছে এবং নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে থাকার চেষ্টা করেছে তাদেরও এক হাত দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবে পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের মিত্ররা। সেসব দেশকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, ডলার হিসাব জব্দ বা ফ্রিজ করা এবং সুইফট থেকে বহিষ্কারের হুমকির মধ্যে থাকতে হবে সব সময়। অর্থাৎ সেই নিরীহ এবং ছোট দেশগুলোকেই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে সবচেয়ে বেশি।

পক্ষান্তরে রাশিয়া যদি এই যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহলে রাশিয়া বিশ্বে সবচেয়ে ক্ষমতাধর এবং শক্তিশালী দেশ হিসেবে তাদের অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। একই সঙ্গে তারা বিভিন্ন দেশকে তাদের পক্ষে টানতে চেষ্টা করবে এবং যথেষ্ট সফলও হবে শুধু নতুন শক্তিমত্তা জানান দেওয়ার কারণে। এমনিতেই বিশ্বের অনেক দেশ আমেরিকার একচেটিয়া ক্ষমতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ। তারা দেশ রাশিয়ার সঙ্গে হাত মেলাতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। ফলে রাশিয়ার নেতৃত্বে পৃথক একটি জোট গঠনের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেবে। রাশিয়াকে সামরিকভাবে মোকাবেলা করতে না পেরে নির্বিচারে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, ডলার হিসাব ফ্রিজ বা জব্দ করা এবং সর্বোপরি সুইফট থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশকে যেমন এক আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে, তাতে রাশিয়া ও চীনের নেতৃত্বে গঠিত নতুন জোটে যদি পশ্চিমা বিশ্বের সমান্তরাল একটি আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কেননা ব্রিকস (BRICS) অর্থাৎ ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চীন ও সাউথ আফ্রিকার সমন্বয়ে একটি অর্থনৈতিক জোট এরই মধ্যে গঠিত হয়ে আছে। সেই জোটের পরিধি বৃদ্ধি করে সফলভাবে এগিয়ে নিতে পারলেই হয়ে যাবে।

বিশ্বের এই নতুন ব্যবস্থা দেখে পশ্চিমা বিশ্ব যে চুপ করে বসে থাকবে না তা মোটামুটি নিশ্চিত করেই বলা যায়। তারাও তাদের জোট বর্ধিত এবং আরো শক্তিশালী করার জন্য জোর চেষ্টা চালাবে। শুরু হয়ে যাবে বিভিন্ন দেশকে নিজেদের দলে টানার প্রতিযোগিতা। পশ্চিমা বিশ্বের ইচ্ছামতো সহজে তাদের দলে বা জোটে না ভিড়লে তারা নানা রকম ষড়যন্ত্র ও কূটচালের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করে তাদের নিজেদের পছন্দের সরকার বসাতে চেষ্টা করবে, ঠিক যেমনটা করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বে। অর্থাৎ বিশ্ব আবার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এবং এক নতুন মেরুকরণ ঘটবে, যার প্রধান শিকার হবে উন্নয়নশীল ও তৃতীয় বিশ্বের দেশ।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কিভাবে শেষ হবে তা বলার সময় এখনো আসেনি। পশ্চিমা বিশ্বের ফাঁকা আওয়াজ এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, ডলার হিসাব জব্দ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বয়কটের মতো ভোঁতা অস্ত্র ব্যবহারের কাছে বিশ্বের দ্বিতীয় পরাশক্তি রাশিয়া পরাজয় মেনে বিশ্বরাজনীতি থেকে হারিয়ে যাবে। নাকি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে এককভাবে লড়ে রাশিয়া ইউক্রেন জয় করে নিজেদের বিশ্বরাজনীতিতে মহাপরাক্রমশালী রাষ্ট্রের আবির্ভাব হবে, তা দেখার জন্য আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন, বিশ্বরাজনীতিতে যে নতুন এক মেরুকরণ ঘটবে তা মোটামুটি নিশ্চিত করেই বলা যায়। এবারের এই মেরুকরণে রাজনৈতিক প্রভাববলয়ের সঙ্গে নতুন করে যোগ হবে অর্থনৈতিক প্রভাব এবং তথ্য-প্রযুক্তির প্রভাব। ভূ-রাজনীতির নতুন মেরুকরণ এবং এর সঙ্গে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তির প্রভাবে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে স্নায়ুযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার মতো এবারের রাজনৈতিক নতুন মেরুকরণের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন পুনর্গঠনের কোনো বিকল্প নেই। তবে এবারের সেই নিরপেক্ষ জোট হতে হবে রাজনীতি, অর্থনীতি অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের চেয়ে এখনকার উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর অবস্থা যথেষ্টই ভালো। শিক্ষা, অর্থনীতি ও প্রযুক্তিতে অগ্রসর হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবেই। তাই আগের তুলনায় এখন খুব সহজেই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন পুনর্গঠন বা নতুন নিরপেক্ষ জোট গঠন করা অনেকটাই সহজ। প্রয়োজন শুধু সঠিক নেতৃত্বের। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে বিশ্বরাজনীতির নতুন মেরুকরণ কোন দিকে যায়। তবে মেরুকরণ যেভাবেই হোক না কেন, এর ফলে এক নতুন প্রভাববলয় সৃষ্টি হবে এবং সেই প্রভাববলয় থেকে নিজেদের কিছুটা হলেও রক্ষা করার স্বার্থে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন পুনর্গঠন বা নতুন নিরপেক্ষ জোট গঠন অবশ্যম্ভাবী।

লেখক: ব্যাংকার, টরন্টো, কানাডা

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

সিএমবিবিএ'র সভাপতি রব চৌধুরীর মাতৃবিয়োগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ব্রুকলীনস্থ চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ) ও ফেনী জেলা সমিতি নিউইয়র্ক-এর সভাপতি আব্দুর রব চৌধুরীর মাতা হোসনা লতিফা ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। তিনি ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টায় নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড জুইস ভ্যালী স্ট্রীম হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কিডনী জনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও ৫ কন্যা সহ বহু আত্নীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান।

মরহুমা হোসনা লতিফার নামাজে জানাজা পরদিন ১১ মার্চ শুক্রবার বাদ জুম্মা ব্রুকলীনস্থ বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নিউজার্সী রাজ্যের মার্লবরো কবর স্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয় বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

শোক সংবাদ: এদিকে কসবা সোসাইটি ইউএসএ'র সাবেক সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আল মামুন এর মাতা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সিনিয়র শিক্ষক মরহুম আনোয়ার বিএনসি'র সহধর্মিনী রোকেয়া বেগম গত ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক ব্রুকলীনের নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে ও ৪ মেয়ে রেখে যান। মরহুমার নামাজে জানাজা পরদিন ১১ মার্চ শুক্রবার বাদ জুম্মা ব্রুকলীনের বায়তুস শরাফ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং





আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে হোহেসন আলীর প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করেছি। এবং সামনে আমার সিটিজেনশীপের পরীক্ষা। এ জন্যে আর আমি আপনার কাছে আমার কিছু অজানা বিষয়ে জানতে চেয়ে এই চিঠি লিখছি। যদিও আমার প্রশ্নের মতো প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন এই বিভাগে পড়েছি। কিন্তু আজ আমি আমার প্রয়োজনে লিখছি। আশা করি এর উত্তর পাব।

আজ আমি নাগরিকত্ব লাভের প্রক্রিয়া এবং নাগরিকত্ব লাভের সু-বিধাসমূহ সম্পর্কে জানতে এই চিঠি লিখছি। আশা করি উত্তর পাব।

হোসেন আলীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আমরা আপনাদের অবগতির জন্যে প্রায় প্রতি সপ্তাহে ইমিগ্রেশন বর্তমান অবস্থা ও করণীয় সম্পর্কে লিখে থাকি। আজ আপনার জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে ইউএস সিটিজেনশীপ লাভের প্রক্রিয়া ও তার প্রয়োজন সম্পর্কে লিখছি।

যদিও এই ধরনের প্রশ্ন এবং তার উত্তর আমরা প্রায়শই পাই এবং তার উত্তর প্রকাশ করে থাকি। সেকারণে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আপনারা প্রতি সপ্তাহে আমাদের এই বিভাগ পড়ুন এবং আপনার প্রশ্নের উত্তর জেনে নিন।

একজন মানুষের ইউএস এর নাগরিকত্ব লাভ তাকে অনেক অধিকার প্রদান করে। এসব অধিকারের মধ্যে আছে ইউএ-সএ'র স্টেট ও ফেডারেল নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকার। বাংলাদেশে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যদের এদেশে নিয়ে আসার জন্যে আবেদন করার অধিকার। এবং এদেশের বাইরে গিয়ে অবস্থান করে আবার এদেশে ফিরে আসার অধিকার।

ন্যাচারালাইকেজশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আগত পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের নাগরিকত্ব দান করা হয়। এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদেশের বাইরে জন্মগ্রহণকারীরা ন্যাচারালাইজেশন প্রক্রিয়া ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে। যেমন অভিভাবকদের কোন একজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করলে এদেশের বাইরে জন্মগ্রহণকারী তাদের সন্তান বিনা পরীক্ষায় এদেশের নাগরিকত্ব পাবে।

এবারে ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভ সম্পর্কে কিছু কিছু জানা যাক।

ইমিগ্রেশন এন্ড নাচারালাইজেশন অ্যাক্টের অধীনে (আইএনএ) যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী হচ্ছেঃ

আবেদন করার সময় আবেদনকারীর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে, আবেদনকারীকে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, কমপক্ষে ৫ বছরের গ্রিনকার্ডধারী হতে হবে। অবশ্য স্বামী অথবা স্ত্রীর মধ্যে কেউ একজন আমেরিকান নাগরিক হলে সে ক্ষেত্রে ৩ বছর হলেই চলবে- পড়তে, লিখতে এবং প্রাথমিক ইংরেজি বলার দক্ষতা থাকতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং তার ইতিহাস, ভূগোল এবং অন্যান্য বিষয়ে অবশ্যই পরীক্ষায় দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, আমেরিকার নাগরিক হবার জন্য সকল ন্যাচ-রালাইজেশন আবেদনকারীকে অবশ্যই উপরের শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। তবে ইউএস মিলেটরি সার্ভিস বা ব্যতিক্রমী কোন বিবেচনায় শর্ত শিথিল হতে পারে।

ন্যাচারালাইজেশন প্রক্রিয়াঃ

ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির প্রক্রিয়া শুরু হয় নাগরিকত্ব লাভের জন্য এন-৪০০ পূরণ করার পর থকে। আবেদনকারীকে সাক্ষাতকারের জন্য নির্দিষ্ট তারিখে হাজির হয়ে ইংরেজি ও সিভিক জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হয়।



ইউএস ন্যাচারালাইজেশন টেস্টের ২টি পর্বঃ

একটি হচ্ছে নাগরিকত্ব জ্ঞানপর্ব এবং অন্যটি ইংরেজি। কেউ যদি ২০২০ এর ১ মার্চের বা তার পরে এবং ২০২১ এর ১ মার্চের আগে ন্যাচারালাইজেশনের জন্য আবেদন করেন তবে যেদিন তার ইউএস ন্যাচারালাইজেশন টেস্টের তারিখ হবে তার ভিত্তিতে প্রার্থীও নাগরিকত্ব জ্ঞানের পরীক্ষার ভার্সন নির্ধারিত হবে।

ঐ দিন কারও ন্যাচারালাইজেশন টেস্টের তারিখ ২০২১ এর ১৯ এপ্রিলের আগে হয় তবে প্রার্থী নিজে নির্বাচন করতে পারবেন ২০২০ এর সিভিক টেস্ট ভার্সন অথবা ২০০৮ এর টেস্ট ভার্সন কোনটায় তিনি পরীক্ষা দেবেন। তবে ২০০৮ এর ভার্সন ২০০৮ এর ভার্সন অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে হবে। ন্যাচারালাইজেশন সাক্ষাতকারকালে ইউএসসি-সআইএস অফিসার তার আবেদনপত্র এবং ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।

ইংরেজি টেস্টে ব্যতিক্রমঃ

কয়েকটি ক্ষেত্রে ইংরেজি ও সিভিক পরীক্ষার শর্ত পরিবর্তন হতে পারে। ইংরেজি স্টেট মওকুফ হতে পারে-

যদি কারো বয়স ৫০ উর্ধ্ব হয় এবং গ্রিনকার্ডের বয়স যদি কমপক্ষে ২০ বছর হয় অথবা

২) যদি প্রার্থীর বয়স ৫৫ বছর এবং গ্রিনকার্ডের বয়স ১৫ বছর হয়। কারও বয়স যদি ৬৫ বছর এবং গ্রিনকার্ডের বয়স যদি ২৫ বছর হয় তবে তার জন্য সহজ টেস্ট হবে। ইংরেজি এবং সিভিক টেস্ট মওকুফের জন্য মেডিক্যাল অক্ষমতার আবেদন অবশ্যই একজন চিকিৎসককে আবেদনকারীর পক্ষে এন-৬৪৮ ফরম পূরণ করতে হবে। এন-৬৪৮ ব্যতিত এন-৪০০ ফাইল করা যাবেনা। সম্প্রতি ইউএ-সআইএস তার বিধি সংশোধন করেছে যে এন-৬৪৮ অবশ্যই এন-৪০০ এর সঙ্গে ফাইল করতে হবে। বিলম্বে আবেদন করার জন্য ইউএসসিআইএস প্রায়শতঃ আবেদন গ্রহণ করেনা। বিলম্বেও আবেদনের সঙ্গত কারণ হতে পারে যে এন-৪০০ ফইল করার সময় পর্যন্ত এন-৬৪৮ ফরম না পওয়া যায়না।

সাক্ষাতকারে এন-৬৪৮ গ্রহণ করা না হলে কী হবে?

এন-৬৪৮ গৃহিত না হলে প্রার্থীকে ইংরেজিতে পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করতে হবে। প্রার্থীকে টেস্টে সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে। এতে পাশ না করলেও পরে তাকে একটি ইন্টারভিউ এর সুযোগ দেয়া হবে। আপনি তো এজন গ্রীনকার্ডধারী। আপনার সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দিতে হলে স্পষ্টভাবে আপনার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা দরকার। নাহলে সঠিক পরামর্শ দেয়া সম্ভব নয়।

একজন গ্রীনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আর একজন ইউএস সিটিজেন তার স্পাউস, বিবাহিত ও অবিবাহিত সন্তান, মা-বাবা এবং ভাই-বোনের জন্য আবদেন করতে পারবেন।

এব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহনের আগে প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করা ভালো।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বাংলাদেশ কি ২৫ মার্চেও গণহত্যার বিচার চায়?

প্রদীপ মালাকার

চলতি বছরের শুরুতেই অর্থাৎ গত ২৫ জানুয়ারী ২০২২ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এক উন্মুক্ত আলোচনায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টিএস ত্রিমূর্তি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংগঠিত গণহত্যা ও ২০০৮ সালে মুনবাই গণহত্যার আন্তর্জাতিক বিচার দাবী করেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দুনিয়াব্যাপী রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাস বেড়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, আঞ্চলিক, বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে সন্ত্রাসকে প্রতিরোধে বিশ্ব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তবে উক্ত আলোচনায় বাংলাদেশ প্রতিনিধির বক্তব্য পাওয়া যায়নি। দেখতে দেখতে স্বাধীনতা অর্জনের ৫০টি বৎসরে পা রেখে জাতি গেল বৎসরে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করে। এ সকল অনুষ্ঠানে সকল মহলের পক্ষ থেকেই ২৫ মর্চের গণহত্যার বিচার দাবী উচ্চারিত হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস পালন করা হলেও আন্তর্জাতিক পরিসরে এই দিবসটি এখনও উপেক্ষিত।

১৯৭১ এর ২৫ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেঃ ইয়াহিয়া ও বিরোধী দলীয় নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর যোগ-সাজশে পাক সেনাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে বাঙালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে সার্চলাইট অপারেশনের নামে এদেশে গণহত্যা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালী দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকবাহিনীর ৯৩ হাজার সেনা আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক দেশটির অভ্যুদয় ঘটে। পাক বাহিনী আত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই দীর্ঘ নয় মাসে ৩০ লাখ বাঙালীকে হত্যা ও চার লাখের অধিক মা-বোন ধর্ষণের শিকার হয়।

বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে ফিওে আসার পর- যাদেও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের অভিযোগ আছে এমন প্রায় ৩৬ হাজার রাজাকার, আলবদর, আলশামসের বিচারের পাশাপাশি পরিকল্পনাকারী, নির্দেশদাতা ও সরাসরি হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটে যুক্ত চূড়ান্তভাবে ১৯৫ জনসেনা কর্মকর্তাকে বিচারের জন্য মনোনীত করেন। সর্বশেষ ত্রিপক্ষীয় সিমলা চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান তাদের অপরাধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ১৯৫ জন সেনা কর্মকর্তাকে নিজ দেশে নিয়ে বিচার করবে এই মুচলেকা দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তারা আর বিচার করেনি। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর ক্ষমতায় আসা সরকারগুলোর বেশীর ভাগই গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি নিস্পত্তি না করেই পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ার চেষ্টা চালায়।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর গণহত্যার জন্য বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, সম্পদের হিস্যা সহ বিভিন্ন দাবি তোলে। সেই সঙ্গে ১৯৭১ সালের গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের উদ্যোগে শুরু থেকেই বিচলিত ছিল পাকিস্তান। এর পাশাপাশি ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত গ্যারি জে ব্র্যাসের লেখা গ্রন্থ "দ্য ব্ল্যাড টেলিগ্রাম-নিক্সন, কিসিঙ্গার এন্ড এ ফরগটেন জেনোসাইড" পাকিস্তানী গণহত্যার তথ্য বিশ্বের সামনে নূতন করে তুলে আনে। আর এতেই পাকিস্তানের গাত্রদাহ শুরু হয়। অথচ মুক্তিযুদ্ধের এই পরাজিত শক্তি ও তাদের এদেশীয় লেবাসধারীরা মুক্তিযুদ্ধকে মেনে নিতে পারেনি। পাকিস্তানী শাসক, সেনা ও রাজনউতিক দলগুলোর একটি বড় অংশ এবং এদেশীয় জামায়াত-শিবির এখনও মনে করে বাংলাদেশ সৃষ্টি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফসল বা জামায়াতের ভাষায় গন্ডগোলের ফসল।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯৭১ এ সারা পৃথিবী কাঁপিয়ে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছিল তার দ্বিতীয় নজির নেই। জাতির গর্ব করা ইতিহাসের মীমাংসিত বিষয় নিয়ে এখন ওকে উকে যখন শহীদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তখন দু:খ হয়। তখন পরাজিত শক্তি ও স্বাধীনতা বিরোধী-রাতা লুফে নিয়ে মাঠে নামবে এটাই স্বাভাবিক। আর তারিই ধারাবহিকতায় পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএস আইএর তত্ত্বাবধানে সাম্প্রতিক কালে সুলতান আলী নামে সাবেক এক সেনা কর্মকর্তাকে দিয়ে 'টরম্যানট ট্রুথ ইন ১৯৭১" নামে একটি বই প্রকাশ করা হয়। যে বইতে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে চরমভাবে হেয় করা হয়েছে। বইটিতে পাকিস্তানের নূতন প্রজন্মকে বোজানো হচ্ছে যে বাংলাদেশ সৃষ্টি হল ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের ফসল।

পাকিস্তানের দুই অংশের নেত্রীবৃন্দের মধ্যে আলোচনার ঘাটতি বা সমজতার অভাবে প্রতিবেশী ভারত সেই সুযোগ নিয়ে এবং উস্কানি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে অশান্তি বা গন্ডগোলের সৃষ্টি করায়। বইটিতে পাকিস্তান বা ইসলাম রক্ষার নামে পাক বাহিনী বাঙালী মুসলিম হত্যা নয়, বরং অমুসলিমদের হত্যার টার্গেট করেই এগিয়েছে। বইটির পাতায় পাতায় এমনই মিথ্যাচার করা হয়েছে। একইভাবে ২০১৯ সালে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ওই দেশটির লেখক জুনায়েদ আহমেদ নামে এক ব্যাক্তিকে দিয়ে "ক্রিয়েশন অফ বাংলাদেশ মিথস এক্সপ্লডেড" শিরোনামে একটি বই লিখিয়েছে। এই বইটিতেও মুক্তিযোদ্ধাদের দোষারোপ করা হয়েছে এই বলে- পচিশে মার্চের গণহত্যার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা দায়ী। তারাই নিরীহ নিরাপরাধ মানুষদের হত্যা করেছে। বইটির নীচে ওই সময়ের বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন পত্রিকায় ৭১-এর গণহত্যার যেসব ছবি মুদ্রিত হয়েছিল, সেসব ছবি বইটিতে সঙ্কলিত হয়েছে এবং প্রতিটি ছবির নিচে লেখা হয়েছে এসব হত্যাকান্ড মুক্তিযোদ্ধাদের সৃষ্টি। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে পাকিস্তানসহ বিভিন্ন গোষ্ঠির অপপ্রচার যতই করুক না কেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ১৯৭১ সালের গণহত্যার তথ্য প্রমানের অভাব নেই। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ মানুষ যে শহীদ হয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ বহন করছে সে সময়ে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও টেলিভিশনের খবরগুলোর আর্কাইভ। অস্ট্রেলিয়ার ঐ সময়ের পত্রিকা হেরালড ট্রিবিউন-এর রিপোর্ট অনুসারে ২৫ মার্চ রাতে শুধু ঢাকা শহরেই ১ লাখ মানুষকে হত্যা করেছিল পাক বাহিনী। ভারতের ইন্ডিয়া টাইমসের রিপোর্টে আছে ৬০ থেকে ৭০ হাজার মানুষ শহীদ হয়েছে। আমেরিকান সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ভারতে শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করেন ৭১ সালে। তিনি পাকিস্তানী সৈনিকদের বিরুদ্ধে সরাসরি গণহত্যা চালানোর অভিযোগ করেন। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞকে বিশ শতকের পাঁচটি ভয়ংকর গণহত্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। টাইমস ম্যাগাজিনের ডেনকগিন, যিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক, একজন পাকিস্তানী ক্যাপ্টেনের বরাত দিয়ে লিখেছেন- ২৫ মার্চে ঢাকা শহরেই লক্ষাধিক লোককে হত্যা করা হয়। এছাড়া দীর্ঘ ৯ মাসের প্রতিদিনই জেলা শহর ও মফস্বল অঞ্চলে শত শত বাঙালীকে হত্যা করে বধ্যভূমিতে ফেলে রাখা হয়। সেইসাথে বিশ্বখ্যাত এই পত্রিকাটির একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল- It is the most incredible calculated thing since the clays of the Nayis in Poland.

আন্তর্জাতিক মহলের মতে ৭১ এ পাকিস্তান সেনাবাহিনী তিন মিলিয়ন বা ত্রিশ লাখ বাঙালীকে হত্যা করা হয়েছে। এই সংখ্যার সমর্থন রয়েছে Encyciopedia Americana and National Geographic Magagine –এ। এসব রিপোর্টে লেখা আছে, বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তান বাহিনীর ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বাওে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দেশীয় যুদ্ধাপরাধীদেও বিচারের পাশাপাশি গণহত্যার জন্য কথিত পাকিস্তানের ১৯৫ জন সেনা কর্মকর্তার আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের প্রসঙ্গটি উঠে আসে। সরকারের ওপর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপ সত্বেও জনগণ আশ্বস্ত হয়েছিল যে, হয়তো দেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করে সরকার কথিত পাক বাহিনীর ১৯৫ সেনার বিচার নিয়ে অগ্রসর হবে।

নিউইয়র্ক, ইউএসএ

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

সাক্ষাৎকার : আলী রীয়াজ

একই প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ফল আশা করে লাভ নেই



আলী রীয়াজ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর এবং আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো। রাজনীতি ও ধর্ম বিষয়ে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি ও ধর্মবাদী রাজনৈতিক তৎপরতা নিয়ে গবেষণার জন্য এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বহুল আলোচিত। বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি কথা বলেছেন এ সাক্ষাৎকারে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ইমতিয়ার শামীম

প্রশ্ন : রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থানকে কীভাবে দেখছেন? এই অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে কি?

আলী রীয়াজ: বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য তিনটি দেশ- ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতোই। তবে সেই তুলনায় নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপের অবস্থান ভিন্ন। এইসব দেশের নীতিগত অবস্থানটাই ভিন্ন। বাংলাদেশের যে নীতিগত অবস্থান বা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভোটদানে বিরত থাকার বিষয়টি আমি মনে করি, সঠিক নয়। কেননা এই প্রস্তাবের প্রধান বিষয় ছিল ক্ষুদ্র দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। বাংলাদেশের উচিত ছিল এই প্রশ্নে নীতিগত অবস্থান নেওয়া। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাই প্রাধান্য পেয়েছে; বাংলাদেশ যে অবস্থান নিয়েছে, তার বিবেচনাটা রাজনৈতিক। কারণ সে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ককেই গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশের এই অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে, এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে ভবিষ্যতে বা আর কয়েকদিনের মধ্যে ভারত যদি তার অবস্থান পরিবর্তন করে, বাংলাদেশ কী অবস্থান নেবে, সেটি বিবেচনার বিষয়। এ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় না। যা ইঙ্গিত দেয় তা হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ায় চীন ও রাশিয়ার প্রভাব বেড়েছে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার আপনার মূল্যায়নকে ধরেই বলা চলে, দেশে এক ধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসনকাল চলছে, এরকম অভিমতও খুব প্রবল। সেই নিরিখে বিশ্বরাজনীতিতে ও দেশের কূটনৈতিক পর্যায়ে সংঘটিত সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো, যেমন- ইউরোপে যুদ্ধাবস্থাজনিত অবস্থা, চতুর্ভুজীয় সুরক্ষা সংলাপ বা কোয়াড ইস্যু, দেশে র‍্যাবের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসনের কিছু নিষেধাজ্ঞা, রাশিয়ার সঙ্গে চলমান বাণিজ্যিক সম্পর্কের মতো বিষয়গুলো- এই কর্তৃত্ববাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে কি কোনো ভূমিকা রাখতে পারে?

আলী রীয়াজ: বাংলাদেশের এখনকার যে শাসন ব্যবস্থা, আমি বলি কর্তৃত্ববাদী শাসন, নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদী শাসন- ইলেকটোরাল অথরিটারিয়ানিজম। আপনি যেগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর একটা প্রভাব তো অবশ্যই থাকবে। একটা প্রধান দিক হচ্ছে, অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হবে। এরই মধ্যে ইউক্রেনের যুদ্ধাবস্থা বাংলাদেশের ওপর এক ধরনের অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করেছে। বিজিএমইকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে যে, তারা রাশিয়ার সঙ্গে এখন কোনো রকমের ব্যবসা-বাণিজ্যে যুক্ত থাকবে কিনা। কিংবা ধরুন, রূপপুর আণবিক প্রকল্প কীভাবে অব্যাহত রাখা যাবে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তেলের দাম বেড়েছে। তার প্রভাব পড়ছে দ্রব্যমূল্যের ওপরে। এরই মধ্যে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছে- আপনি আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবেন। এর পাশাপাশি আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার, একটা রাজনৈতিক দিক তো অবশ্যই আছে, অর্থনৈতিক দিকও আছে। এগুলো অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করবে। সাধারণ মানুষের জন্যে যে অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার ওপর প্রভাব ফেলবে; তদুপরি আপনি যে ভূ-রাজনৈতিক চাপের কথা বলছেন, সেটা তো বাড়বেই। ইতিমধ্যেই বেড়েছে এবং বাড়তে থাকবেই। ধরুন, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে যখন র‍্যাব এবং র‍্যাবের কয়েকজন অফিসারের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, তার পরে এবং তার আগেও বাংলাদেশের ওপর এক ধরনের চাপ ছিল এবং সেটা বেড়েছে। এখন এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের এই অবস্থান যেহেতু সুস্পষ্টভাবে অন্য দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, সেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভাব থেকে শুরু করে কূটনৈতিক চাপ বাড়বে এবং তা অব্যাহত থাকবে।

এখন কথা হলো, কর্তৃত্ববাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে কীভাবে সেটা ভূমিকা রাখবে? কর্তৃত্ববাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের কাজ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ। এখন যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আগামী দিনগুলোতে বৈশ্বিক অবস্থা আরও জটিল হবে। তার প্রভাব পড়বে। কিন্তু আমি মনে করি, সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে- সাধারণ মানুষের ওপর যে চাপ তৈরি হচ্ছে, এটা তারা কীভাবে নেবে। মানুষের মতপ্রকাশের জায়গাগুলো খুব সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দল আসলে সক্রিয় নয়। প্রধান বিরোধী দল সক্রিয় নয়। বিভিন্ন কারণে সক্রিয় নয়। চাপের কারণে নয়, অভ্যন্তরীণ কারণে নয়, সামগ্রিক পরিস্থিতির কারণে নয়। ফলে অভ্যন্তরীণ, বৈশ্বিক দুইয়েরই প্রভাব পড়বে। যে কোনো ছোট দেশের ওপরই এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে এবং এই প্রভাব পড়ার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান।

প্রশ্ন : এরকম একটা ধারণা আছে যে, র‍্যাবের বিরুদ্ধে বাইডেন প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার পেছনে মানবাধিকার ইস্যু বড় ভূমিকা রেখেছে। আবার এরকম কথাবার্তাও রয়েছে, দৃশ্যমান পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, এ ক্ষেত্রে ভূ-রাজনৈতিক ইস্যু অন্যতম কারণ। আপনার কী মনে হয়?



গত দুটো নির্বাচন ক্রমাগত দেশকে কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে নিয়ে গেছে; এ ধরনের শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছে। আগামী নির্বাচনে যদি এ অবস্থাই অব্যাহত থাকে, একই প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হয়, তাহলে এই কর্তৃত্ববাদী শাসন অব্যাহত থাকাটাই স্বাভাবিক। একই প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ফল আশা করে লাভ নেই-আলী রীয়াজ

আলী রীয়াজ: বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। গত বছরগুলোতে, প্রকৃতপক্ষে গত এক দশকে, বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, এগুলো অত্যন্ত উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে এবং এগুলোর মধ্য দিয়ে এক ধরনের ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করা হয়েছে। চাপ তৈরি করা হয়েছে। কেননা সরকারের লক্ষ্যই হচ্ছে, এই ধরনের চাপ এবং ভীতি তৈরি করে জনগণের মধ্যে এমন এক ধরনের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা তৈরি করা, যেগুলো তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকতে সাহায্য করবে। ফলে মানবাধিকার পরিস্থিতির জায়গা থেকে যদি আপনি দেখেন, এই উদ্বেগটা স্বাভাবিক। যুক্তরাষ্ট্র বলা বা না বলায় কিছু আসে যায় না। আপনি একজন সাংবাদিক হিসেবে যেমন, বাংলাদেশের রাজনীতির একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে আমিও তেমনই বুঝতে পারি, পরিস্থিতি ভালো নয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার পেছনে যে দৃশ্যত এবং কার্যত মানবাধিকার একটি বড় বিষয়, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। আবার, কোনো রাষ্ট্র যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে কি কেবলমাত্র একটি বিষয় বিবেচনা করে? অবশ্যই না। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে, এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের দেওয়া বক্তব্যে বলা হয়েছে, তারা মনে করছে যে, বাংলাদেশের এইরকম বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং গুম এগুলো যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে হুমকি।

প্রশ্ন হলো, ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনা কি গুরুত্ব পেয়েছে? অবশ্যই পেয়েছে। বাংলাদেশের অবস্থানের কারণেই পেয়েছে। কারণ ভূ-রাজনীতিতে দক্ষিণ এশিয়াসহ গোটা এশিয়ার দেশগুলো যে ভূমিকা গ্রহণ করছে, সেখানে বাংলাদেশের অবস্থানটা এখন কী? দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের অবস্থানে ক্রমাগত চীনের দিকে হেলে পড়ার লক্ষণ আছে। যেটা, অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ইতিবাচক নয়। ফলে একেবারে ভূ-রাজনৈতিক ইস্যু ভূমিকা রাখেনি, এটা যারা বলছেন, তাদের সঙ্গে একমত নই কোথাও। তবে প্রধান বিষয় কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি এবং এর সঙ্গে আরও যুক্ত আছে নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন, রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন। সব কিছু মিলিয়েই আসলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই চাপটা তৈরি করা হয়েছে। সেটা যে ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ স্পষ্ট হয়েছে, তা নয়। বাইডেন প্রশাসন যখন ক্ষমতায় আসে, যুক্তরাষ্ট্রের ২০২০ সালের নির্বাচনের পরপরই কিন্তু এই আলোচনা ছিল যে, নতুন প্রশাসন এসব ইস্যুকে গুরুত্ব দেবে। এখন সেটাই করছে। এক ধরনের আদর্শিক অবস্থান থেকে করছে, কৌশলগত অবস্থান থেকে করছে, পররাষ্ট্রনীতির কারণে করছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করা এবং অভ্যন্তরীণভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগটা কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের ছিল। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, বাংলাদেশ সেই সুযোগটা ব্যবহার করেনি। কিন্তু এখনও সময় আছে। সময় আছে এই অর্থে যে, এগুলো নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের সঙ্গে আলাপ এবং কার্যকর সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। র‍্যাবের প্রশ্ন উঠেছে, মানবাধিকার পরিস্থিতির প্রশ্ন উঠেছে। এগুলোর মীমাংসা কেবলমাত্র এড়িয়ে গিয়ে হবে না, অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে হবে না। গুম হয়ে যাওয়া পরিবারের ওপর চাপ তৈরি করে হবে না। লবিস্ট নিয়োগ করে হবে না। কিংবা ধরুন, যুক্তরাষ্ট্রে ওই যে আইনজীবী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কথা বলা হচ্ছে তা দিয়েও হবে না। অভ্যন্তরীণভাবেই কিছু কিছু সংস্কার করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় যেতে হবে। মনে রাখা দরকার, অর্থনৈতিক বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের একটা বড় বাজার এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সহযোগিতা আছে। এবং সেটা যে কেবল কূটনৈতিক ক্ষেত্রে, তা নয়; নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা গভীর সহযোগিতা আছে। এগুলো যেন কোনোভাবেই বিপর্যস্ত না হয় সেটা বিবেচনা করেই বাংলাদেশের উচিত হবে আলোচনা করা, সংস্কার করা, মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি করা।

প্রশ্ন : আপনি কি বলতে চাইছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা ছিল...

আলী রীয়াজ: আমি বুঝিয়েছি যে, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ ধরনের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তাদের তা-ই করার কথা। নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল, এভাবে বলার চেয়েও আমি বলতে চাচ্ছি যে, নিষেধাজ্ঞার যে কারণ, সে কারণগুলো উপস্থিত ছিল এবং সরকারের উচিত ছিল সেগুলো মোকাবিলা করা। দীর্ঘ এক দশক ধরে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে। গুম কিংবা বিচারবহির্ভূত হত্যা- এগুলো তো যুক্তরাষ্ট্র বলায় না-বলায় কিছু যায় আসে না। এগুলো তো বাস্তব। তাই না? ফলে এটা অস্বাভাবিক নয় যে, যুক্তরাষ্ট্র এটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। আসলে দেশের নাগরিক সমাজ এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো আগে থেকেই এটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিল। সরকার কোন কারণে অস্বীকার করেছে; কিন্তু অস্বীকার করলেই তো আর বাস্তবতা উধাও হয়ে যায় না।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় যে, বাংলাদেশের ঘোষিত কূটনৈতিক নীতি যা-ই হোক না কেন, রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে গড়ে ওঠা বাণিজ্যিক সম্পর্ক পশ্চিমা বিশ্ব ও এশিয়ার আঞ্চলিক ক্ষেত্রে একটি নীরব স্নায়ুযুদ্ধ সৃষ্টি করতে চলেছে?

আলী রীয়াজ: প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই এ ধরনের পরিস্থিতির সূচনা হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের এই সম্পর্ক তো শুধু বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক নয়, এর একটা রাজনৈতিক দিকও তো আছে, তাই না? আপনি যে নীরব স্নায়ুযুদ্ধের কথা বলছেন, তার হিসাব থেকে ভারতকে বাদ দিয়েছেন। আপনি উল্লেখ করেছেন রাশিয়া ও চীনের কথা। ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে গত প্রায় এক দশক ধরে একটা বড় রকমের ভূমিকা পালন করে আসছে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রকৃতপক্ষে ভারতের এখন সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তেমন ইতিবাচক নয়। ফলে আপনি যে স্নায়ুযুদ্ধের কথা বলেছেন, তা এরই মধ্যে উপস্থিত এবং সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঘোষিত কূটনৈতিক অবস্থানের চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে, জাতীয় স্বার্থে এই রাষ্ট্র কী ভূমিকা পালন করছে। এবং না করে থাকলে কী বিবেচনায় করা হচ্ছে না। দীর্ঘদিন যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় তেমন একটা মনোযোগ দিচ্ছিল না। যদিও ওবামা প্রশাসনের সময় এশিয়া প্যাসিফিকের কথা বলা হয়েছিল এবং ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। ট্রাম্পের সময় সেগুলো বাদ দেওয়া হয়। এখন সেগুলো আবারও গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র এখানে যুক্ত হওয়ায় এই যে নতুন সমীকরণ, সেখানে রাশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত- সকলে মিলেই এক ধরনের টানাপোড়েনে আছে। সেই টানাপোড়েনের মধ্যেই পড়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে তার জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।

প্রশ্ন : বিশ্ব রাজনীতির নতুন এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পক্ষে বর্তমানে রোহিঙ্গা সংকট থেকে উত্তরণের গতি ত্বরান্বিত করা কতটুকু সম্ভব?

আলী রীয়াজ: সম্ভাবনা কম। প্রায় নাই-ই, বলতে পারেন। বরং সংকট অব্যাহত থাকবে। রোহিঙ্গা সংকট আসলে ইস্যু হিসেবে এখন অনেক পেছনে চলে গেছে, এই ইউক্রেন সংকটের কারণে। কিংবা ধরুন, রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের টানাপোড়েনের কারণে। চীন এখন মনোনিবেশ করবে অন্যত্র। একইভাবে, মিয়ানমারের গণতন্ত্রের প্রশ্নও কিন্তু এখন পেছনের দিকে চলে গেছে। তাই না? অথচ এই কিছুদিন আগেও সেটা বেশ গুরুত্ব পাচ্ছিল। ফলে আমি বরং এখন রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের সম্ভাবনা আরও কম দেখতে পাই। এমনিতেই তা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছিল, এখন সার্বিকভাবে বৈশ্বিক ক্ষেত্রে ইউক্রেন সংকট ও ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা বিশ্বের মনোযোগও সেইদিকে। চীনের মনোযোগও ওইদিকেই থাকবে। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে চীন কোনো অবস্থায়ই আসলে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি। বাংলাদেশ আসলে চীনের ওপর এমন কোনো চাপ তৈরি করতে পারেনি, যাতে চীন ভিন্ন ভূমিকা নেবে। ফলে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে কোনো রকম অগ্রগতি আগামীতে আশা করি না। দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু এটাই বাস্তবতা।

প্রশ্ন : রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের ভেতর কোন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে চলেছে?

আলী রীয়াজ: বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক নীতিমালার কারণে দেশে এক ধরনের অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হচ্ছে- এই সংকট সাধারণ নাগরিকদের জন্য। তার মধ্যে রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি ভবিষ্যতে একটা বড় ধরনের সংকট হিসেবেই উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু রোহিঙ্গা সংকটের যে সমাধান, সেই সমাধান তো আসলে বাংলাদেশের হাতে ছিল। বাংলাদেশের গোড়াতেই উচিত ছিল, যেসব বন্ধু আছে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। চীনের সঙ্গে এক ধরনের দরকষাকষি করা দরকার ছিল, বাংলাদেশ তা করতে পারত। চীনের যে অভাবনীয় প্রভাব আছে মিয়ানমারের ওপর, সেটা বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারেনি। বাংলাদেশ চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করেছে বটে; কিন্তু চীনের কাছ থেকে যে খুব বেশি আদায় করতে পেরেছে, তা নয়। ফলে ভবিষ্যতে এগুলো এক রকমের কাঁটা হিসেবেই থাকবে। বাংলাদেশের ভেতরে সমস্যা তৈরিতে রোহিঙ্গা শরণার্থী ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টর নয়। রোহিঙ্গা সংকট আছে, থাকবে এবং এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে এখন যে পরিস্থিতি, এই স্থিতাবস্থাকেই রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে বা সরকার সেটাই করছে। এর কোনো বিকল্প আমি দেখতে পাচ্ছি না।

প্রশ্ন : চীনের সঙ্গে দরকষাকষির কার্ড হিসেবে কোয়াড কতটুকু কার্যকরী ছিল? কোয়াডে যোগদানই বা বাংলাদেশের পক্ষে কতটুকু কার্যকর হতে পারে?

আলী রীয়াজ: প্রশ্নটা কোয়াডে যোগ দেওয়ার প্রশ্ন নয়, বাংলাদেশকে কোয়াডে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিনা, তাও তো স্পষ্ট নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে, বাংলাদেশ তার জাতীয় স্বার্থ দেখছে কিনা। যুক্তরাষ্ট্র তার ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি বা আইপিএস-এ বাংলাদেশের একটা ভূমিকা আছে বলে মনে করে। বাংলাদেশ বিষয়টি বিবেচনা করবে বলে জানিয়েছিল। কিন্তু তার কোনো উত্তর দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। চীনের সঙ্গে দরকষাকষির অর্থে নয়, বাংলাদেশকে দেখতে হবে যে, এই অঞ্চলে সে নিজে একটা অ্যাক্টর হবে, নাকি আঞ্চলিক দুটি শক্তির এই টানাপোড়েনের মধ্যে থাকবে। বাংলাদেশকে সেইভাবেই বিবেচনা করতে হবে। (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

(১২ পাতার পর)

সাক্ষাৎকার : আলী রীয়াজ

একই প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ফল আশা করে লাভ নেই

প্রশ্ন : সম্প্রতি যে কয়টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে, অনেকের মতে, তার প্রতিটিই নির্বাচনের প্রতি মানুষকে আস্থাহীন করে তুলেছে। নতুন নির্বাচন কমিশন কি এ ক্ষেত্রে আশার আলো জ্বালতে পারে?

আলী রীয়াজ: তার কোনো সম্ভাবনা দেখি না। সম্ভাবনা দেখি না একাধিক কারণে। এই নির্বাচন কমিশন নিয়োগ প্রক্রিয়াটাই প্রশ্নবিদ্ধ, অস্বচ্ছ হলো শেষ পর্যন্ত। যারা সার্চ কমিটির কাছে গিয়েছিলেন, বিশেষত সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, সরকারের সুবিধাভোগীদের যেন কমিশনের সদস্য না করা হয়। অথচ দেখুন, এমনকি প্রধান নির্বাচন কমিশনার যাকে করা হয়েছে, তার অতীত কার্যক্রম দেখায় যে, তিনি এই সরকারের বিভিন্ন রকম সুবিধা লাভ করেছেন।

তদুপরি তিনি এমন সব মন্তব্য করেছেন, যেগুলো আসলে কমিশনের ব্যাপারে তেমন কোনো আস্থা তৈরি করে না, যেগুলোতে বরং গত নির্বাচনগুলোর প্রক্রিয়াকে এক ধরনের বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অতীতের নির্বাচন কমিশনের যেসব ভুলভ্রান্তি ছিল, সেগুলো মোকাবিলা করে, সেগুলো চিহ্নিত করে, সেগুলো এড়ানোর ও পুনরাবৃত্তি রোধের চেষ্টা করার কথা ছিল তাদের। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন যে, তিনি অস্ট্রেলিয়ায় থেকে ২০১৮ সালে দেখতে পেয়েছেন যে, দিনে নির্বাচন হয়েছে। এ ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য আসলে তাদের ব্যাপারে আস্থার জায়গা তৈরি করে না। ফলে আমি যে শুধু জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্যে গঠিত এই নির্বাচন কমিশনের ব্যাপারে আশাবাদী হচ্ছি না, তা নয়- আমি এ-ও মনে করি, যে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে, তার পক্ষে এককভাবে কোনো অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব নয়। তার জন্য দরকার এমন একটা সরকার ব্যবস্থা যেটি আসলে এই ধরনের নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবে। সেই প্রশ্ন মোকাবিলা না করে, নির্বাচনকালীন সরকারের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত না করে, কেবল কমিশন গঠনকে খুব আশার বিষয় বিবেচনা করার কোনো কারণ নেই।

প্রশ্ন : তার পরও যদি শেষ পর্যন্ত নির্বাচন হয়, সে ক্ষেত্রে কোন কোন ইস্যু সরকারি ও বেসরকারি দলগুলোর ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন?

আলী রীয়াজ: আপনার এ প্রশ্নের মধ্যে কতকগুলো অনুমান আছে ইমতিয়ার শামীম। আপনি ধরে নিচ্ছেন যে, সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি নির্বাচন হবে, ফলে ইস্যুভিত্তিক নির্বাচন হবে। আপনি ধরে নিচ্ছেন যে, এক ধরনের লেভেল প্লেয়িং থাকবে, ফলে ইস্যুর বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে। ধরে নিচ্ছেন নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। কিন্তু এগুলো সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমি নিশ্চিত নই এবং সে রকম কোনো লক্ষণও এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এগুলোর ওপরই নির্ভর করবে আসলে কোন ইস্যুগুলো প্রাধান্য পাবে। ধরুন, নির্বাচন যদি ২০১৮ সালের মতো হয় এবং বিরোধী দলের প্রার্থীদের নেতাকর্মীদের যদি আদালতের বারান্দাতেই সময় কাটাতে হয়, হাজার হাজার লোককে যদি ভূতুড়ে মামলার মোকাবিলা করতে হয়, বিরোধী দল যদি সমাবেশ করতে না পারে তাহলে কী ইস্যু নির্ধারণ করলেন, কী করলেন না, তার চেয়েও অন্য বিষয় ইস্যু হয়ে উঠবে।

এসব যে কোনো ইস্যুর চেয়ে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা। গত নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত সফলভাবে যে কাজটা করতে পেরেছেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, সেটা হচ্ছে যে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর মানুষের আস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পেরেছেন। গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের অংশগ্রহণের জন্য, নাগরিক অধিকারের জন্য ভয়াবহ ও দুর্ভাগ্যজনক এই কাজটা তারা করেছেন। এই নির্বাচন কমিশনের প্রথম কাজ সে কারণেই, নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা তৈরি করা।

এখন এই নির্বাচন কমিশন যদি শুধু এই আস্থাটুকু প্রতিষ্ঠা করতে পারে, অন্তত সে রকম ইঙ্গিত যদি দেখা যায়, তাহলেই ইস্যু নিয়ে আমরা আলাপ করতে পারব। তার আগে পারব না। এখন পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। আপনি বলতে পারেন, মাত্র তো নির্বাচন কমিশন হয়েছে... ঠিক আছে, আমরা একটু অপেক্ষা করব। কিন্তু ইতিমধ্যেই গঠন প্রক্রিয়া ইত্যাদির কারণে এ নিয়ে কোনো আশার ইঙ্গিত দেখা যায় না। নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া কেবলমাত্র কমিশন দিয়ে নির্বাচন করা যাবে, এবং সেই ভোট অংশগ্রহণমূলক, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হবে, তেমন আমি মনে করি না। ফলে ইস্যুর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, নির্বাচন করবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে কি না।

প্রশ্ন : তার মানে আমরা ধরে নিতে পারি, কর্তৃত্ববাদী শাসনকাল আরও প্রলম্বিত হবে?

আলী রীয়াজ: গত দুটো নির্বাচন ক্রমাগত দেশকে কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে নিয়ে গেছে; এ ধরনের শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছে। আগামী নির্বাচনে যদি এ অবস্থাই অব্যাহত থাকে, একই প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হয়, তাহলে এই কর্তৃত্ববাদী শাসন অব্যাহত থাকাটাই স্বাভাবিক। একই প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ফল আশা করে লাভ নেই।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ইউক্রেনের হার লুকানোর প্রক্রিয়া শুরু?



গৌতম দাস

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কি শেষ? না, ঠিক শেষ নয় তবে বাইডেন-জেলেনস্কির হার লুকানো যায় কিভাবে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে; তা বলা যায়। কথাটা আরেকভাবে বললে, মূলত আমেরিকার বাইডেন আর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা নিশ্চিত করেছেন যে, এই যুদ্ধ তারা এখন শেষ করবেন। মানে কি তারা হার স্বীকার নেবেন? এটিই সবচেয়ে মুশকিলের কাজ। তাই যদিও এ কথাটা স্পষ্ট করে তারা উভয়ে স্বীকার করবেন না; মনে হচ্ছে এটিই তাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তারা যুদ্ধে হেরে গেছেন এটি স্বীকার না করেও কিভাবে যুদ্ধটা শেষ করা যায় এটিই তারা এজেন্ডা নিয়েছেন ইতোমধ্যেই। আর তা বাস্তবায়ন করতে এক তৎপরতা তারা উভয়েই শুরু করে দিয়েছেন। আর সে তৎপরতার প্রথম এবং প্রধান প্রকাশ ঘটেছে এক সাক্ষাৎকারে। আমেরিকার স্থানীয় মানে অভ্যন্তরীণ দর্শকের (গোবাল দর্শক নয়) কথা মাথায় রেখে প্রচারিত হয়, এমন এক টিভি প্রোগ্রামের নাম হলো এবিসি নিউজ। নিউ ইয়র্কের এবিসি নিউজ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির এক সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে আমেরিকার গত ৭ মার্চ রাত আটটায়। এজেন্ডা-ঘটনার প্রকাশ্য পাবলিক অ্যাকটিভিটি শুরু হয়েছে এখান থেকে।

বাইডেন ঠিক কিসে হারলেন?

বাইডেন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে হেরে গেলেন। কী ছিল এই যুদ্ধ, বাইডেনের কাছে? সেটিই আগে স্পষ্ট জেনে নেয়া যাক। সংক্ষেপে শিরোনামে বললে, ডেমোক্র্যাট নেতা বাইডেন বলতে চেয়েছিলেন, রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্প মাথা মোটা। তুলনায় তার মাথা ঠান্ডা এবং সূক্ষ্ম ও কূটবুদ্ধি তার বেশি। তাই তিনি দেখতে পেয়েছেন, আমেরিকার নেতাগিরি ফুরিয়ে যায়নি। আমেরিকার গে-াবাল নেতৃত্ব এখনো অটুট আছে ও থাকবে আর তা রাখা যাবে; যদি বাইডেনের মতো প্রেসিডেন্ট আমেরিকার সক্ষমতা হিসেবে যেসব টুলস বা হাতিয়ার এখনো অ-ব্যবহারে পড়ে আছে সেগুলো ব্যবহার করতে শুরু করেন। এমন দুটো আমেরিকান অস্ত্র হলো এক. অবরোধ আরোপ (মানে অপছন্দ বা শত্রু বিবেচিত দেশকে আমেরিকান ডলারে বৈদেশিক বাণিজ্য করতে না দেওয়া) আর দুই. মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলা।

তাই এই দুই হাতিয়ার ব্যবহার করেই বিনা অস্ত্রে ও সামরিক তৎপরতা ছাড়াই তিনি চীন ও রাশিয়াকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করতে পারবেন আর এভাবে আমেরিকার নেতৃত্ব অটুট রাখতে পারেন।

বাইডেন এ উদ্দেশ্যেই ইইউকে পাশে নিয়ে রাশিয়া ও ইউক্রেনকে যুদ্ধে এনেছিলেন। এখন বাইডেন রাশিয়া-ইউক্রেন এই যুদ্ধেই হেরে গেলেন। তিনি এখন রাশিয়া-ইউক্রেনের আপস কিভাবে ঘটানো যায় তা নিয়ে ব্যস্ত!

মজার কথা হলো, এখন বোঝা যাচ্ছে, ক্ষমতার শপথ নেয়ার পরেই যখন তিনি এ দুই (অবরোধ ও মানবাধিকার) মহা অস্ত্রের কথা ইইউ নেতাদের জানান তারা এটাতে বিশ্বাস করেছিলেন। পেছনের গল্প-ভাবনাটা ছিল সম্ভবত এরকম যে, আমেরিকার হাবিলদার হয়ে যদি আরো কিছু দিন দুনিয়ায় 'রুস্তমি'র ভাগ পাওয়া যায় তা হলে আর চীনের পেছনে পেছনে লাইন ধরে ব্যবসা বদল করে বাঁচতে চাওয়ার দরকার কী!

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বিনা যুদ্ধে ও বিনা অস্ত্র ব্যবহারে প্রতিদ্বন্দ্বী চীন ও রাশিয়ার উপরে অবরোধ আর মানবাধিকার এ দুই অস্ত্র ব্যবহার করে বিজয় লাভের ভাবনায় তারা (পশ্চিম মানে আমেরিকা ও ইউরোপ) এবার কাজে নেমে পড়েছিলেন।

আর এ কাজে বলির বখরা বানিয়েছিল পুরনো সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে ১৪ রাষ্ট্রের যারা এখনো ন্যাটোর সদস্য হয়নি, এদেরই এক রাষ্ট্র ইউক্রেনকে।

গত ২০১৪ সাল থেকে ইইউ, আমেরিকাসহ ন্যাটো ইউক্রেনকে প্রলুব্ধ করে তাকে ন্যাটোর সদস্য করে নেয়া হবে বলে– তাই ন্যাটোর সদস্যপদ ইউক্রেনের কাছে এক সোনার হরিণ করে গড়ে তোলা হয়েছিল। আবার এর উল্টা দিকও আছে।

বলা হয় ১৬৬৭ সাল থেকে ইউক্রেন রাশিয়ার জার সম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়ে যায়; অর্থাৎ ৪০০ বছরের বেশি হলো এই অধীনস্থতা যার শেষভাগটা মানে, ১৯১৭ সাল থেকে তা সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনস্থতায় কাটিয়েছিল। আর সেটিই এবার হাজির হয়েছিল বর্তমান রাশিয়ান আধিপত্য থেকে বাইরে থাকার খায়েশ হিসেবে। খায়েশ করা মোটেও খারাপ বা অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু বাস্তবতা হারিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে না। তাই এখানে প্রধান সমস্যাটা হলো, এবারের চেষ্টাটা আসলেই 'আগের সব অধীনতা থেকে বের হওয়া হবে না উল্টা ব্যবহৃত হয়ে যাওয়া হবে!' এ দিকটা বাস্তব সম্মতভাবে ভেবে দেখা হয়নি। কাজেই এখন অপমান ও বিড়ম্বনা দিয়ে যদি ব্যাপারটা শেষ হতো সেটিও ভালো। কিছু আরো খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে।

এটি বলার এখন সম্ভবত সময় হয়েছে যে, এই চলতি যুদ্ধ প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে এক কঠিন বাস্তবতার উপলব্ধিতে পৌঁছে দিয়েছে যে তিনি বোকা হয়ে গেছেন, প্রতারিত হয়েছেন– ন্যাটোর সদস্যপদ এক সোনার হরিণ ছিল– এই লোভ দেখিয়ে তাকে প্রতারণা করে বেপথে নেয়া হয়েছে।

কিন্তু আবারো সেই মূল কথা। বাইডেন এই যুদ্ধে হেরে গেছেন, যাচ্ছেন। তার যুদ্ধের শখ মিটে গেছে হয়তো! তবে তিনি হেরে গেছেন এ কথা আড়ালে ফেলে যুদ্ধের কী করে সমাপ্তি টানা যায় এটিই এখন তার প্রধান লক্ষ্য। তিনি এবিসি নিউজকেই বেছে নিয়েছেন কারণ তার যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত ও পালিয়ে যাওয়াটা কোনো এক ভিন্ন গল্পের আড়ালে ফেলার কাজে বাইডেনের কাছে এখন সবচেয়ে মুখ্য শ্রোতা হলো আমেরিকার সাধারণ মানুষ, ভোটার। যেন তিনি আমেরিকাকে ইউক্রেন যুদ্ধে হারান-নি– অন্তত এটুকু প্রতিষ্ঠিত করাই তার এখন একমাত্র লক্ষ্য। আগামী নভেম্বর ২০২২ হবে বাইডেনের 'বিচারের দিন'– সেটি আমেরিকার মিডটার্ম নির্বাচনের। যেখানে গত বছর থেকে মূলত মুদ্রাস্ফীতির কারণে আমেরিকার বিভিন্ন সার্ভে রিপোর্টে এটি প্রতিষ্ঠিত যে, বাইডেনের দল এখানে খারাপ ফল করবে। এর ওপর যদি রাশিয়া-



ইউক্রেন যুদ্ধে হেরে গেছেন বাইডেন এই বয়ান স্থিতি পায় তবে বাইডেন সব কূল-ই হারাবেন। এ জন্য সম্ভবত হেরে যাওয়ার বয়ানকে বিজয়ী ও থিতু হতে না দেয়া তার প্রধান লক্ষ্য। এতে তিনি কতটুকু সফল, আদৌ হতে পারেন কিনা তা দেখার বিষয়!

বাইডেন হেরেছেন, জেলেনস্কি প্রধান সাক্ষী

কথাটা হলো, জেলেনস্কির হাতে বাইডেনের ভাগ্য আটকে গেছে– এটিই মূল কথা। কিভাবে?

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি পুতিন ইউক্রেন হামলা শুরু করে ইউক্রেনের সবাইকে পর্যুদস্ত করা শুরু করেছেন। আর জেলেনস্কি অবাক চোখে দেখেছিলেন তার পাশে কেউ নেই, কেউ আসেনি। না ন্যাটো, না ইইউর কোন দেশ, না আমেরিকা। তিনি এই ক্ষোভ ও অপমান না লুকিয়ে পরের দিন সকাল থেকে অভিযোগ করতে থাকেন যে, 'কেউ পাশে আসেনি, তারা একাই লড়ছেন'। আমেরিকার জন্য এ অভিযোগ মারাত্মক!

আর জেলেনস্কির এ অভিযোগই ছিল প্রথম সাক্ষ্য যে, বাইডেন হারতে যাচ্ছেন। আসছি সে কথায়। কিন্তু এতে বাইডেনের পক্ষে আর মূল সত্যটা লুকিয়ে রাখাই অসম্ভব হয়ে যায়। পরদিনই বাইডেনের মুখপাত্র জেন সাকিকে দিয়ে বাইডেন পরিষ্কার করে বলে দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না যে, আমেরিকা ইউক্রেনের পক্ষে কোনো যুদ্ধেই যাবে না; যাবার ইচ্ছাও কখনোই ছিল না। সেটা রাশিয়ার সাথে সরাসরি কোনো যুদ্ধে তো নয়ই, এমনকি ইউক্রেনের মাটিতেও আমেরিকা কোনো যুদ্ধে যাবে না।'

কারণ বাইডেনের পরিকল্পনা অনুসারে রাশিয়ার সাথে তিনি তো লড়বেন বিনা-অস্ত্রে ও বিনাযুদ্ধে এবং তা কেবল অবরোধ ও মানবাধিকার এ দুই হাতিয়ার দিয়ে। কিন্তু এসবের চেয়েও সবচেয়ে অনৈতিক কথাটা হলো, এ দিকটা জেলেনস্কিকে জানানো হয়নি। পশ্চিমের কেউ-ই জানাতেই চায়নি। শুধু তা-ই না, তাকে ন্যাটোর সদস্যপদের লোভ দেখিয়ে যুদ্ধে টেনে আনা হয়েছে। সরাসরি বললে, যেটা শ্রেফ একটা প্রতারণা; অর্থাৎ আগামীতে এ নিয়ে যদি জেলেনস্কি প্রতারণার অভিযোগ তোলেন তবে এটিই হবে বাইডেনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য যে, তিনি এই যুদ্ধে হেরে গেছেন!

তাই বাইডেন এখনই জেলেনস্কির সাথে নিজের ভাগ্যকে বাঁধাবাঁধি শুরু করেছেন। কারণ জেলেনস্কিও তো তার ইউক্রেনীয় নাগরিকদের ভুল ও মিথ্যা বুঝিয়েছেন, যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেছেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবেও এটি তার অযোগ্যতা যে, তিনি বুঝতেও পারেননি, পশ্চিমও যুদ্ধে তাদের পাশে আসবেই না; আসলে সবই ছিল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি; অর্থাৎ জনগণকে প্রতারণার মুখে ফেলে দেয়া এটিই জেলেনস্কির সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং অযোগ্যতাও যে তিনি বুঝতেই পারেননি, এরা প্রতারক! কাজেই জেলেনস্কি আর বাইডেনের ইজ্জত বাঁচানো এখন এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে! দু'জনকেই নিজ নিজ পাবলিকের হাত থেকে বাঁচতে হবে।

সম্ভবত এ কারণেই জেলেনস্কির এই সাক্ষাৎকারটা আমেরিকার অভ্যন্তরীণ শ্রোতা বিবেচনায় এবিসি নিউজে দেয়া, প্রশ্নও ইংরেজিতে করা হবে কিন্তু জেলেনস্কি এর জবাব দেবেন তার স্থানীয় ভাষায়। যেটা আবার এবিসি অনুবাদ করে ইংরেজিতে প্রকাশ করবে। এই হলো অ্যারেঞ্জমেন্ট, অর্থাৎ জেলেনস্কির অনুমান যে, নিজ ভাষায় বললে ইয়ার জনগণ বুঝবে ভালো আর কি বলেছেন, কেন বলেছেন তা নিয়ে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিবাদ কম হবে। আমরা এখানে মনে রাখতে পারি যে, কোনো যুদ্ধে পরাজিত হওয়া বা পাবলিককে অবর্ণনীয় দুর্ভোগের মধ্যে ফেলার দায়ে যুদ্ধ শেষে সব শাসককে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। সবাইকে দায় নিয়ে 'আইয়ুব খান' হয়ে যেতে হয়। ফলে এ যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্রই অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিবাদ, কার দোষে এই দুর্ভোগ, মিস-হ্যান্ডলিং– এ অভিযোগে ইউক্রেন শাসকের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবলই হবে। তাই এই সাক্ষাৎকারের যুদ্ধের জন্য স্ক্রিপ্টে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে বাইডেনকে দায়ী না করে জেলেনস্কির উপায় নেই। আবার এই দায়ে বাইডেনও হেরে গেছেন এই সাক্ষ্য দেয়া হয়ে যাচ্ছে এর প্রধান সাক্ষী হয়ে থাকছেন ওই জেলেনস্কিই।

তবু এই সাক্ষাৎকারে তিনি পশ্চিম বা বাইডেনকে অভিযুক্ত না করে পারেননি। 'ন্যাটো সদস্য না করা' আর ন্যাটো সদস্য দেশগুলোর ওপর দিয়ে রাশিয়ার জন্য চলাচলে 'নো ফ্লাই জোন' ঘোষণা না দেয়ার জন্য অভিযুক্তই করেছেন। এ সাক্ষাৎকারেই তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, ন্যাটোর এই প্রশ্নে আমি নিজেকে ঠান্ডা করে নিয়েছি বেশ আগেই; যখন আমি বুঝে গেছি, ন্যাটো ইউক্রেনকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। এটিই আসলে পরিষ্কার করে বলা যে, মিথ্যা আশ্বাসে পশ্চিম (আমেরিকা ও ইইউ) ইউক্রেনের সাথে প্রতারণা করেছে। এ কারণে নিজেই নিজের আকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে হয়েছে, মেরে ফেলতে হয়েছে যদিও এখন এভাবে বলার কারণে ইউক্রেনবাসী কাকে মাফ করবেন, কাকে ছুড়ে ফেলবেন আমরা জানি না।

আর ন্যাটো নিয়ে তিনি পরোক্ষে বলে দিয়েছেন, 'ন্যাটো জোট রাশিয়ার সাথে সঙ্ঘাতে যেতে বা বিতর্কে জড়াতে ভয় পায়, ভীত।' তিনি আরো বলছেন, 'আর আমিও অন্যের কাছ থেকে ভিক্ষা করে পায়ের নিচে গড়াগড়ি খাওয়ার বিনিময়ে কিছু আনব, এমন প্রেসিডেন্ট হতে চাই না।'

আর এটিই হলো, যতটা সম্ভব বাইডেনের ইজ্জতের দিকে খেয়াল করে জেলেনস্কির নিজ ইজ্জত বাঁচানোর চেষ্টা। সেটি বৃথা যাবে কারণ তাহলে ইউক্রেনের জনগণকে ন্যাটোর কাছে নিয়ে গিয়েছিল কে? কিসের ভরসায়? কে দিয়েছিল সেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি– এসব প্রশ্নে জেলেনস্কি লা-জবাব থাকতে পারেন না।

রাশিয়ার সাথেও কথা হয়েছে

এটি এখন পরিষ্কার যে, বাইডেন-জেলেনস্কির হার লুকানোর প্রক্রিয়ায় রাশিয়ার সাথেও তাদের কথা হয়ে গেছে। এর সবচেয়ে ভালো প্রমাণ এ পর্যন্ত দুটো পাওয়া যাচ্ছে। এক হলো রাশিয়া যুদ্ধ থামাবে কি শর্তে, সে কথাটা আবার এক রাশিয়ান মুখপাত্রকে দিয়ে স্পষ্ট করে বলানো। মুখপাত্র স্পষ্ট করে তিন শর্তের কথা বলেছেন, যেটা আগেও রাশিয়া-ফ্রান্স আলোচনায় পুতিন স্পষ্ট করে বলেছিলেন। তবে এবার বাড়তি হলো যে, শর্ত মানলে রাশিয়া যুদ্ধ থামাবে তো? এর নিশ্চয়তাই নিশ্চিত করেন মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ। এ নিয়ে রয়টার্সের রিপোর্টের শিরোনামই স্পষ্ট। শিরোনাম হলো, "ইউক্রেনকে দেয়া শর্ত পূরণ হলেই 'মুহূর্তের মধ্যে' রাশিয়া থেমে যাবে– ক্রেমলিন।"

এ নিয়ে বাইডেন-জেলেনস্কির যে কথা হয়েছে এর প্রমাণ হলো, জেলেনস্কি সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করে বলছেন, এক. তিনি আলোচনায় আপস করতে প্রস্তুত। দুই. রাশিয়া প্রভাবিত ইউক্রেনের দুই প্রদেশের স্বাধীনতা নিয়ে আপসে তিনি প্রস্তুত। তিনি এদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে চেয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু এত সহজে কেন জেলেনস্কির এই উদারতা? উত্তর আসলে খুব সোজা। কারণ ওদিকে পু-তিনও আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, ঠিক জেলেনস্কিকে ক্ষমতাচ্যুত করা বা কোনো রেজিম চেঞ্জ রাশিয়ার আক্রমণের লক্ষ্য নয়। কেবল ওই তিন দফাই তার যুদ্ধ বন্ধের মূল শর্ত। তাই 'ক্ষমতায় থাকছেন' এ কথা শোনার পরে জেলেনস্কি জান হাতে ফিরে পেয়ে রাশিয়ার সাথে আপসে রাজি হয়েছেন।

আর পুতিনের শর্ত তিনটা হলো:

১. 'ইউক্রেন নিরেপেক্ষ হয়ে যাবে'। এ জন্য তার কনস্টিটিউশন সংশোধন করে এ কথাগুলো সেখানে ঢুকাবে। অন্য ভাষায় রাশিয়ার নিরাপত্তাবোধে অভাব সৃষ্টি করবে না, ন্যাটোর সদস্য হতেও আর চেষ্টা করবে না।

২। রাশিয়া ইউক্রেনকে অসামরিকীকরণের কাজ শেষ করবে।

৩। বিচ্ছিন্ন দুই প্রদেশ যার বাসিন্দারা এথনিক রাশিয়ান, সে দুই আবাসভূমিকে স্বাধীন দেশ বলে মানবে, ক্রাই-মিয়ার বিচ্ছিন্ন হয়ে রাশিয়ার সাথে যুক্ত হওয়াকেও মেনে নেবে।

এক কথায় তা হলে, এবিসির সাক্ষাৎকারটা হলো, রাশিয়া-ইউক্রেন কী কী ব্যাপারে আপস করবে এরই আগাম প্রতিশ্রুতি বিনিময়ের সাক্ষাৎকার। এসব বক্তব্যের ভিত্তিতে এখন রাশিয়া-ইউক্রেন বসে ফাইনাল খুঁটিনাটি চুক্তিপত্র ঠিক করে নেবে। অতএব কেস ফরফিট এবং যুদ্ধ থামার পথে।

তাহলে কী বাইডেনের অবরোধ এখন উঠে যাবে?

সরাসরি বললে, বাইডেন আশা করে আছেন এটিই সেই জায়গা। কিন্তু তাতে এখন ইউক্রেন রাশিয়ার সাথে কি আরো খারাপ কোনো চুক্তি করে রাশিয়ার ভিতর ঢুকে গেল কিনা সেদিকে বাইডেনের কোনো আগ্রহ নেই। তিনি চেয়েছিলেন রাশিয়ার ওপর অবরোধ জারি করতে– এখন তাই তিনি সেখানেই মনোযোগ দিতে চান। কিন্তু অন্তত এখানে কি বাইডেনের আশা পূরণ হবে?

সকালকে দেখলেই বোঝা যায় যে, দিনের বেলায় বাকি সময়ে আর কী হবে। এই তত্ত্ব-অনুসারে এবার ইউরোপ একেবারে পিছটান দিয়েছে। তারা বাইডেনের হাত ছেড়ে দিয়েছে এরই মধ্যে। কিভাবে?

ইইউর প্রভাবশালী নীতিনির্ধারক ধরা হয় ফ্রান্স ও জার্মানিকে। মানে এদের প্রভাবকে। এরই মধ্যে জার্মানি, ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডস পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে, রাশিয়ান তেল ও গ্যাস ছাড়া তারা চলতে পারবে না। জার্মান ডয়েচে ভেলের বরাতে ঢাকার এক বাংলা পত্রিকা রিপোর্টের শিরোনাম, 'রাশিয়ার তেল-গ্যাসে নিষেধাজ্ঞা চায় যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের অসম্মতি'। রাশিয়ান তেল-গ্যাসে এমনিতেই জার্মানির নির্ভরশীলতা প্রায় ৪৫ ভাগ। অন্য সবাইও কমবেশি নির্ভরশীল। এ দিকে ডাচ ও ফরাসি সরকারপ্রধানদ্বয় যৌথ সংবাদ সম্মেলনে পরিষ্কার করে বলে দিলেন, রাশিয়ার জ্বালানি ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য তা 'আনসাসটেইনেবল', মানে টেকা অসম্ভব।

সোজা ভাষায়, রাশিয়ান জ্বালানি ইস্যুতে আমেরিকা-ইইউ আলাদা আলাদা রাস্তা ধরে ফেলেছে এরই মধ্যে; অর্থাৎ পুতিনের হুমকিটাই যেন কার্যকর যে, তিনি বলেছিলেন, আমাদের তেল না নিলে 'ব্যারেল তিন শ ডলারে কিনতে প্রস্তুত হও'।

বাইডেন কি পোলাপান?

বাইডেন ধরে নিয়েছিলেন রাশিয়া তেল বেচতে না পারলে আর ট্রিলিয়ন ডলার সম্পদ আটকে থেকে গেলে রাশিয়ার কিছুই করার থাকবে না– সব স্তব্ধ হয়ে যাবে!! অথচ আমেরিকার একজন প্রেসিডেন্ট এসব মনগড়া অনুমানে কি চলতে পারেন? বাইডেনের অনুমান অবশ্য সত্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি ঘটনার একটি সাইড; যার অন্য সাইডের খবর নেয়া হয়নি। দুনিয়ার সব বেচাবিক্রি মানেই তা একপক্ষীয়ভাবে দেখা। কারণ যেটা বেচা সেটিই আরেক দিক থেকে কেনা। কাজেই রাশিয়া বেচতে না পারলে যেমন বিপদ প্রায় তেমনিই বিপদ জ্বালানি ক্রেতারও। বাইডেন এ দিকটা দেখতেই চাননি। ফলে বাস্তবতা হলো, ক্রেতা ইইউর সব সদস্যের জন্যই এটি রাশিয়ার মতোই সমান সঙ্কটের। কথা আরো আছে। যদি ইউরোপ রাশিয়ান তেল-গ্যাস না কিনে কাতার বা অন্য কোথাও থেকে কিনতে চায় তা হলে সেই বিকল্প জ্বালানি যদি পাওয়াও যায় তবু সেটি বিপদেরই হবে। কারণ অবকাঠামো কোথায়? এটি তো পাড়ার বাজার ফেলে কাওরানবাজারে বাজার করতে যাওয়া নয়। গ্যাস-তেলের জন্য এখন নতুন করে বিকল্প পাইপলাইন বসাতেও তো কমপক্ষে তিন বছর লাগবে। এ ছাড়া বিনিয়োগের খরচ তোলার ব্যাপার আছে। যে তেলের দাম এত দিন আশি ডলারে আটকে রাখার কসরত চলছিল এর মাঝেই এই যুদ্ধ এটিকে এরই মধ্যে ১১২ ডলারে নিয়ে গেছে। আর অনুমান হলো এটি এমন চলতে থাকলে ১৫০ ডলার পর্যন্ত উঠে যেতে পারে। বাইডেনের খায়েশ পূরণ করতে চাইলে তেলের দাম পুরনো ৮০ ডলারে ফিরে যাওয়া দূরে থাক এটি কি সত্যিই ৩০০ ডলারের দিকে যাত্রা শুরু করবে? করোনার ধাক্কা সামলাতে যেখানে সারা দুনিয়া মন্দা আর মুদ্রাস্ফীতির কবলে, সেখানে এই নতুন তেলের দামের বোঝা কয়টা দেশ সামলাতে পারবে? বাছবিচারহীন বাইডেনের এমন পদক্ষেপকেই সম্ভবত আক্কেলের অভাব বলে!

তাহলে এখন একা কে? পুতিন না বাইডেন?

আনপপুলার সিটিং প্রেসিডেন্টের উদাহরণ হবেন বাইডেন!

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক

স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম বীর বিক্রম ড. কর্নেল অলি আহমদ

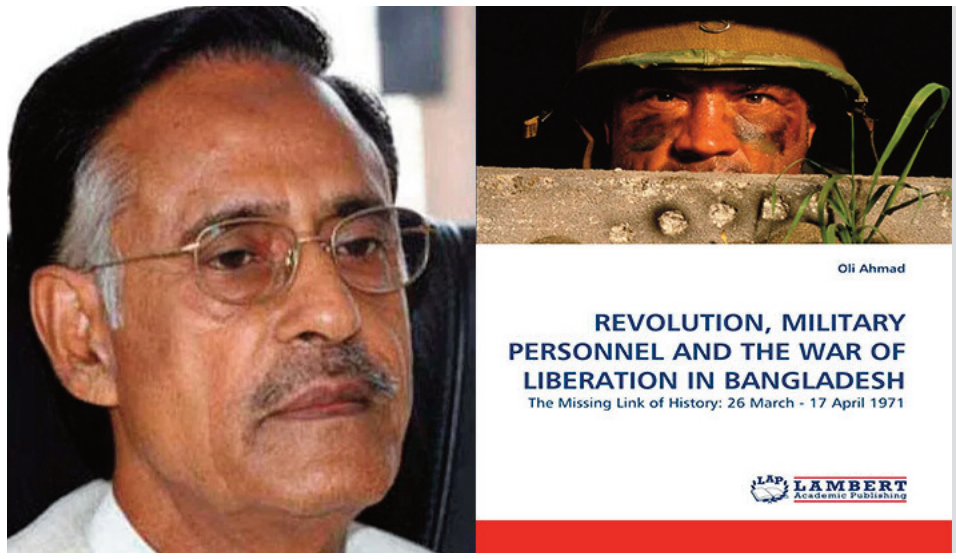
কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ আবদুল হক, পিএসসি

এ স্বাধীনতার মাসেই জন্মগ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখসমরের অন্যতম দুঃসাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কর্নেল অলি আহমদ বীর বিক্রম, যিনি পৃথিবীর সব মায়া ত্যাগ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মাধ্যমে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতাযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার তিনি অন্যতম সাক্ষী এবং দেশের প্রথম বীরত্বের প্রতীক 'বীর বিক্রম' খেতাবে ভূষিত হন। শ্রদ্ধেয় এ বীর বিক্রমকে তার ৮৪তম জন্মবার্ষিকীতে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

অলি আহমদ ১৯৩৯ সালের ১৩ মার্চ চট্টগ্রামের চন্দনাইশের বিখ্যাত 'কুতুব' পরিবারে বাবা মরহুম আমানত ছাফা ও মা বদরুন্নেছার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চন্দনাইশের গাছবাড়িয়া এনজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন এবং ১৯৬৪ সালে করাচির ন্যাশনাল কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ব্রুকস ইউনিভার্সিটি থেকে 'রেভ্যুলিশন, মিলিটারি পারসোনেল অ্যান্ড দ্য ওয়্যার অব লিবারেশন ইন বাংলাদেশ' শিরোনামের থিসিসের ওপর পিএইচডি লাভ করেন। আইন বিষয়ে অধ্যয়নকালে তিনি পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে যোগদান করেন এবং ১৯৬৫ সালে কমিশন লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে এবং ১৯৭০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে নিযুক্ত হন। চট্টগ্রামের ষোলশহরে সিডিএ মার্কেটে অবস্থিত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের তিনি ছিলেন প্রথম কোয়ার্টার মাস্টার। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তিনি পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেন, যখন তিনি ছিলেন ক্যাপ্টেন পদবির অফিসার। কালুরঘাট, মিরসরাই, মাস্তাননগর, তুলাতলী, করেরহাট, হেয়াকো, রামগড়, চিকনছড়া, বিলুনিয়া ও অন্যান্য কয়েকটি পয়েন্টের বিখ্যাত যুদ্ধে বীরত্বের সাথে তিনি লড়াই করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের (বিলুনিয়া, ফেনী নদী থেকে করেরহাট পর্যন্ত এলাকার) সাব-সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন।

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে তার বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সেক্টর কমান্ডার লে. জেনারেল মীর শওকত আলী লিখেন– 'In1971, The politicians under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman prepared the nation for all out resistance against Pakistan. But after the nightfall of 25th March, the people were deprived of their leadership. At this crucial time and transitional phase of the nation, Captain Oli Ahmad organized the 8th Battalion the East Bengal Regiment and revolted against Pakistan Army. '

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে তিনি বিখ্যাত 'জেড ফোর্সের' প্রথম ব্রিগেড মেজর নিযুক্ত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরোচিত ভূমিকা পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধকালীন সময়েই তিনি যুদ্ধের প্রথম 'বীর বিক্রম' খেতাবে ভূষিত হন। ১৯৭২ সালের অক্টোবরে মেজর পদে উন্নীত হন। অতঃপর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১৯, ৯, ১০ ও ষষ্ঠ ব্যাটালিয়নের উপঅধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লে. কর্নেল পদে উন্নীত হয়ে ২৪তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। অতঃপর তিনি সেনা সদর দফতরে জেনারেল স্টাফ অফিসার-১ (অপারেশন) হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। এরপর তার কর্মস্থল ছিল সেনাপ্রধানের দফতর, ডিসিএমএলএ ও পরে সুপ্রিম কমান্ডারের অফিস, সিএমএলএ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে। ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি কর্নেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১০ জানুয়ারি রাজনীতিতে নিজেকে সন্নিবেশিত করার লক্ষ্যে চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে (বিএনপি) যোগদান করেন। ১৯৮০, ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচনে চট্টগ্রাম ১৩ ও ১৪ নং আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।



ড. অলি আহমদ প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে, দ্বিতীয়বার ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী, তৃতীয়বার ১ অক্টোবর ২০০১ সালে। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালের মার্চে গঠিত মন্ত্রিপরিষদে তিনি বিদ্যুৎ, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। যোগাযোগমন্ত্রী হিসেবে তিনি ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। যমুনা সেতুর কাজ তার সময়েই শুরু হয়। ডক্টর কর্নেল অলি আহমদ তার বিভিন্ন বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ– ১. ক্যাম্পেইন স্টার; ২. ওয়ার মেডেল (১৯৬৫); ৩. তমঘা-ই-জং (১৯৬৫); ৪. লিবারেশন স্টার; ৫. বিজয় পদক; ৬. অর্ডার অব ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ তৃতীয় গ্রেড; ৭. বীর বিক্রম; ৮. 'জিয়া স্বর্ণপদক'; ৯. জাসাস স্বাধীন স্বর্ণপদক; ১০. মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বর্ণপদক-২০০২; ১১. চট্টগ্রাম সমিতি পদক ২০০২সহ বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০০১ সালে লন্ডন অক্সফোর্ড ব্রুক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল ডিগ্রি এবং ২০০৩ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। বিভিন্ন কমিটির সদস্য হয়ে বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। অসমসাহসিক বীরত্বের জন্য অনেকগুলো পুরস্কার অর্জন করেন। ড. কর্নেল অলি আহমদ ও বেগম মমতাজের দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের বাবা-মা। বেগম মমতাজও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

দীর্ঘকাল বিএনপির রাজনীতিতে যুক্ত থাকার পর ২০০৬ সালের ২৬ অক্টোবর তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সাথে লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গঠন করেন। তিনি 'রেভ্যুলিউশন, মিলিটারি পারসোনেল অ্যান্ড দ্য ওয়ার অব লিবারেশন ইন বাংলাদেশ' ও 'Battles That I Fought And Interviews Of Liberation War Heroes' নামক বই দু'টির লেখক। পরিশেষে, ৮৪তম জন্মদিনে এ খাঁটি দেশপ্রেমিক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কর্নেল অলি আহমদের দেশের ক্রান্তিলগ্নে সাহসী নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে দোয়া করছি।

লেখক: সামরিক ইতিহাসবিদ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক

হীরালাল সেন ঃ এক হারিয়ে যাওয়া প্রতিভাধর উদ্ভাবক

রিফাত আহমেদ

১৮৭০ সাল। মানিকগঞ্জের বগজুরি গ্রামের এক উচ্চাভিলাষী জমিদার বাড়িতে আসর বসেছে, আমোদ-ফূর্তির আসর। প্রতিবারের মতো আজও একজন বাইজি এসেছেন, নেচে-গেয়ে আনন্দ দিয়ে যাচ্ছেন জমিদার বাড়ির পুরুষদের। বাইজি নাচছেন এবং দর্শকরা তার পায়ের কাছে আবির ছুঁড়ে দিচ্ছেন। বাইজির প্রতিটি ছন্দোময় পদক্ষেপের সাথে সেই রঙছটা উড়ে উড়ে এক চমৎকার দৃশ্যের সৃষ্টি করছে। নাচের এই দৃশ্য দেখে শুধু অন্দর ঘরের ব্যক্তিরাই আনন্দ পাচ্ছেন না, আরও একজন দরজার ফাঁক দিয়ে সমস্তটাই দেখছে। লুকিয়ে লুকিয়ে নাচ দেখা সেই মানুষটি ছিলো একটি চার বছর বয়সী শিশু, তার নাম হীরা। হীরা ভীষণ মনোযোগ দিয়ে দেখতো সেই নাচ অনুষ্ঠান।

যতোই দেখতো, বিস্ময় ও মুগ্ধতা ঘিরে ধরতো তাকে। নিখুঁত অঙ্গ-ভঙ্গিমার মাধ্যমে পরিচালিত নাচ তো কোনো শিল্প থেকে কম কিছু নয়। আর কোনো শিল্পসত্তার প্রকৃত মূল্য দেয়া একজন শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। তাই ছেলেবেলা থেকেই এক সৃষ্টিশীল শিল্পীমন নিয়ে বিলাসবহুল পরিবেশে বেড়ে উঠছিলো হীরা। আমোদই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো না, বিশেষ দিনে বাইজির নাচ পরিবেশন জমিদার বাড়ির সংস্কৃতিরই একটি অংশ ছিলো। তবে নিছক এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছাপ কিছুটা হলেও হীরার জীবনে পড়েছিলো। প্রতিফলনও হয়েছিলো ভীষণভাবে। তাই তো জমিদার বংশের ছোট্ট হীরাই হয়ে ওঠেন পরবর্তীকালের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, হীরালাল সেন।

হীরালাল সেনের জন্ম ১৮৬৬ সালে, মানিকগঞ্জ জেলার বগজুরি গ্রামে। তিনি ছিলেন ঢাকার নামজাদা উকিল চন্দ্রমোহন সেনের ছেলে। হ্যাঁ, এই বাংলাদেশের আলো-বাতাসেই জন্ম নেন এই কিংবদন্তী। মিছে মিছে বলছি না, তাকে কিংবদন্তী বলার যথেষ্ট কারণ কিন্তু রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের তথা বাংলার চলচ্চিত্র সর্বপ্রথম হীরালাল সেনের হাত ধরেই এক ধ্রুব আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলো। শুধু তা-ই নয়, তিনি ছিলেন প্রচন্ড রকমের সৃষ্টিশীল ও সময়ের চেয়ে সবসময় এক ধাপ এগিয়ে ছিলো তার প্রতিটি কাজ।

হীরালাল সেন তার জীবনের শুরুটা করেছিলেন ফটোগ্রাফি দিয়ে। ব্রিটিশ ভারতের সেই সময়ে তিনি ছিলেন দেশের এক নম্বর ফটোগ্রাফার। 'বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড' কোম্পানির একটি ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন। কিন্তু এতো ছোট পরিসরে আবদ্ধ থাকা তার গন্তব্য ছিলো না। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব যার মস্তিষ্কের নিয়মিত ফলাফল, তার যেনো ফটোগ্রাফিতে পরিপূর্ণ শান্তি মিলছিলো না। সময়মতো ঠিকই নিজেকে তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। সিনেমার জগতে তিনি যেনো এক নতুন হীরালালকে পেয়েছিলেন।

একে তো জমিদার বাড়ির সন্তান, টাকা-পয়সার অভাব ছিলো না, তার উপর মা বিধুমুখীর বাধভাঙ্গা স্নেহ হীরালালের স্বপ্নপূরণের পক্ষে এক শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হলো। তবে শুধু মা-ই নন, হীরালাল তার প্রত্যেক প্রয়োজনে সবসময় পরিবারকে পাশে পেয়েছেন। ঢাকার এক সময়ের নামকরা আইনজীবী দাদা গোকুলকৃষ্ণের চোখের মণি ছিলেন তিনি। পরিবার থেকে সবসময়ই তিনি পেয়েছেন আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতা। তাই শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সফলভাবে পৌঁছাতে পেরেছেন কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে।

প্রথমে ফটোগ্রাফি বাদ দিয়ে বায়োস্কোপের পথে হাঁটতে শুরু করলেন হীরালাল এবং এক পর্যায়ে সিনেমেটোগ্রাফির নেশা পেয়ে বসলো তাকে। হীরালাল বুঝতে পারলেন, তার জায়গা এখানেই। সিনেমেটোগ্রাফির জন্য প্রয়োজন বিশেষ ক্যামেরা আর লাইটিং। মাকে জানালেন যে ক্যামেরা কেনার জন্য টাকা প্রয়োজন। বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রাণপ্রিয় ছেলেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিলেন মা। কেনা হলো হীরালালের সবচেয়ে প্রিয় ক্যামেরা। কিন্তু লাইটিং এর জন্য তো প্রয়োজন বিদ্যুৎ। সেই আমলে তো আর বিদ্যুৎ দুধভাত ছিলো না। তখনকার ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতার ইডেন গার্ডেন এবং হাওড়া স্টেশন ছাড়া কোথাও বিদ্যুৎ সহজলভ্য ছিলো না। কিন্তু হীরালাল সেন দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি অজস্র কাঠিন্য পার করে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করলেন এবং প্রথমবারের মতো উপমহাদেশে চালু হলো সিনেমেটোগ্রাফিতে বিদ্যুতের ব্যবহার।



প্রচন্ড রকমের সৃজনশীল ও প্রতিভাবান হীরালাল সেন একাধিক নতুন ধারণার সাথে মানুষকে পরিচয় করিয়ে গেছেন ঠিকই, কিন্তু এই উপমহাদেশ ও এই বাংলার মানুষ তাকে মনে রাখে নি। হয়তো কিছুটা ভাগ্যের নির্মমতা, কিছুটা তার নিজের ভুল, কিংবা হয়তো প্রিয়জনের হৃদয়ের নীরব রক্তক্ষরণই প্রকৃতির প্রতিশোধ হয়ে হানা দিয়েছিলো তার শেষ জীবনে এবং মুছে দিয়েছিলো তার সমস্ত কীর্তি।

১৮৯৮ সাল। দুই ভাই মতিলাল ও দেবকীলাল এবং ভাগ্নে কুমারশঙ্কর গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে হীরালাল শুরু করলেন 'রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি' এর যাত্রা। আস্তে আস্তে ডালপালা মেলে ছোট্ট সেই উদ্যোগ বিরাট সম্পদে পরিণত হতে লাগলো। হবেই বা না কেনো? হীরালাল সেনের সৃজনশীলতা তো সেই যুগের বিস্ময় থেকে কম কিছু ছিলো না। সেইবার প্রথমবারের মতো চলমান চিত্র প্রদর্শনের প্রচলন করলেন হীরালাল।

১৯০৩ সাল। প্রথমবারের মতো একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র দেখার স্বাদ পেলো এই দেশের মানুষ, নাম 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর'। ১৯০৫ সাল। হীরালাল তৈরি করলেন প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্র 'গ্র্যান্ড প্যারিওটিক ফিল্ম'। ১৯১২ সাল। প্রথম নিষিদ্ধঘোষিত রাজনৈতিক চলচ্চিত্র 'দ্য ভিজিট ফিল্ম'-ও তিনিই বানিয়েছিলেন। এমনকি বিজ্ঞাপন তৈরিতে সিনেমার ব্যবহারও হীরালাল সেনই সর্বপ্রথম করেছিলেন।

হীরালাল সেনের জীবনের এক স্বর্ণ অধ্যায় ছিলো স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবীর সাথে বিয়ে। হেমাঙ্গিনী দেবী নিজেও বিত্তশালী পরিবারের মেয়ে। কিন্তু স্বামীর ভালো ও খারাপ উভয় সময়েই বন্ধুর মতো পাশে থেকেছেন তিনি। এমনকি তখনকার সুখ্যাত চিত্রনায়িকা কুসুমকুমারীর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার পরও হীরালালকে ছেড়ে যান নি তিনি। হেমাঙ্গিনী যেমন স্বর্গসুখ নিয়ে হীরালালের জীবনে এসেছিলেন, তেমনি কুসুমকুমারীও এসেছিলেন ধ্বংস নিয়ে। হীরালালের জীবনে কুসুমকুমারীর প্রবেশ আস্তে আস্তে তার সব প্রিয়জনকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, যদিও ভুলগুলো হীরালালেরই বেশি ছিলো। এক সময়ের বিত্তশালী হীরালাল সেন সর্বস্ব হারিয়ে শেষ সময়ে পুড়েছিলেন দারিদ্র্যের আগুনে। দারিদ্র্য তার উপর এতোটাই জেঁকে বসেছিলো যে, শখের ক্যামেরাটিও বিক্রি করে দিতে হয়েছিলো শেষ পর্যন্ত। তার এমন দুঃসময়েও সমস্ত কিছু নীরবে সহ্য করে থেকে গিয়েছেন শুধু একজন, স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী।

কোলকাতায় অনেকটা সময় পার করলেও হীরালাল সেনের জন্ম ও বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই দেশের সঙ্গে। মানিকগঞ্জের সরিষাক্ষেতগুলো যেনো আজও দৌড়ে বেড়ানো দুরন্ত এক হীরার গল্প বলে আমাদের। স্নিগ্ধ কোনো চাঁদনি রাতে বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় মেতে থাকতো সে। ঢাকার জিন্দাবাহার লেনের গলিটা যেনো আজও হীরালালের সুরে কথা বলে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' এর সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন হীরালাল সেনের ফুপাতো ভাই। হীরালালের মেয়ে প্রতিভা সেনের দেবরের পুত্রবধূই ছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত চিত্রনায়িকা সুচিত্রা সেন।

প্রচন্ড রকমের সৃজনশীল ও প্রতিভাবান হীরালাল সেন একাধিক নতুন ধারণার সাথে মানুষকে পরিচয় করিয়ে গেছেন ঠিকই, কিন্তু এই উপমহাদেশ ও এই বাংলার মানুষ তাকে মনে রাখে নি। হয়তো কিছুটা ভাগ্যের নির্মমতা, কিছুটা তার নিজের ভুল, কিংবা হয়তো প্রিয়জনের হৃদয়ের নীরব রক্তক্ষরণই প্রকৃতির প্রতিশোধ হয়ে হানা দিয়েছিলো তার শেষ জীবনে এবং মুছে দিয়েছিলো তার সমস্ত কীর্তি। হ্যাঁ, ১৯১৭ সালের ২৯ অক্টোবর মরণব্যাধি ক্যান্সার ও দারিদ্র্যের রোষানলে দীর্ঘকাল ভুগে মৃত্যু হয় হীরালাল সেনের, আর তার মৃত্যুর দুই দিন আগেই তার ভাই মতিলাল সেনের রায়বাগান স্ট্রীটের বাড়িতে দুর্ঘটনাবশত আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায় হীরালালের তোলা ছবির সম্পূর্ণ মজুদ।

কোনো মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তবে হীরালাল সেনের জীবনের ভুলগুলো তাকে দ্বিতীয় কোনো সুযোগ দেয় নি। জায়গা দেয় নি ইতিহাসও। উপমহাদেশের গর্ব, বাংলার গর্ব, এই দেশের গর্ব যে ব্যক্তিটি, তাকে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে কখনোই স্মরণ করা হয় না। আসলে কি এতোটা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তিনি? নাকি সাধারণ মানুষই তার প্রকৃত বিবেকবোধ হারিয়ে অকৃতজ্ঞতার আসনে ইচ্ছেকৃতভাবে বসে আছে? বাস্তবতা যা-ই হোক, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোনো সৃষ্টিকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি সেই সৃষ্টির পেছনের স্রষ্টাকেও অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। হীরালাল সেনের অবদান এক চিরন্তন সত্য, একমাত্র সঠিক ইতিহাসের অবতারণা ও গভীর কৃতজ্ঞতাবোধই এমন হারিয়ে যাওয়া রত্নের স্বরূপ আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

লেখকঃ চেয়ারপার্সন, সিদ্দিকি'স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল'স এসিস্ট্যান্স ফাউন্ডেশন। ইতিহাস, বিজ্ঞান নিয়ে লেখা (বাংলা এবং ইংলিশ) ওয়েবসাইটের প্রতিষ্ঠাতা

দুর্নীতির দুর্লভ নীল তিমি এখন বাংলাদেশে



গোলাম মাওলা রনি

২০০১ সাল পর্যন্ত আমি বিটমানি নামক শব্দটির সাথে পরিচিত ছিলাম না। এমনকি টিআর, জিআর, কাবিখা-কাবিটা এগুলোর নাম পর্যন্ত শুনিনি। জনপ্রতিনিধিরা কিভাবে ঘুষ খেতে পারে, হাজার হাজার বিঘা খাস খতিয়ানভুক্ত জমি নিজের অথবা পরিবারের নামে দলিল করে নিতে পারে এবং নির্বাচনী এলাকায় চলমান রাষ্ট্রের উন্নয়নকর্ম থেকে মোটা অঙ্কের কমিশন হাতিয়ে নিতে পারে তা আমি এবং আমার বাবা-দাদারা পর্যন্ত জীবনে শুনিনি। জলমহাল দখল, ব্যক্তিগত জায়গাজমি দখল, অন্যের সুন্দরী বউ-কন্যাদের রাজনৈতিক প্রভাব দেখিয়ে আকর্ষিত করে অথবা জরবদস্তি করে আদিম লালসা চরিতার্থ করা এবং মুখে মধু-অন্তরে বিষ রেখে হরদম মোনাফেকি করার কৌশলের কথাও আমার অজানা ছিল। ফলে নবম সংসদের একজন নবীণ সদস্য হিসেবে দেশের প্রথাগত দুর্নীতি আমার জীবনকে কিভাবে দুর্বিষহ করে তুলেছিল সেই কাহিনীই আজ আপনাদের বলব।

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আজকের শিরোনাম প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলে নিই। দেশের সব গণমাধ্যমের হালনাগাদ গরম খবর হলো ফরিদপুরে দুর্নীতির অভিযোগে বাবর নামে একজন ব্যক্তিকে হাতকড়া পরিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আমি যা অনুমান করি তা হলো- হাতকড়া পরিহিত বাবরের নাটকীয় ছবিটি উঁচু মহলের নির্দেশে বেশ ঘটা করে এমন একটা সময়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে যখন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে রয়েছেন। বাবরের গ্রেফতার এবং তার হাতে হাতকড়া পরানোর ছবিকে ভাইরাল করা নিয়ে নানামুখী গল্প-কাহিনী, গুজব এবং তথ্যউপাত্ত কেবল বাংলাদেশ নয়; বরং সারা দুনিয়ায় বসবাসরত বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক গুঞ্জন সৃষ্টি করেছে।

আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কে এই বাবর তবে আমি বলতে বাধ্য হবো যে, এই বাবর কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ বাবর নন। অথবা তিনি বিএনপি জমানার প্রবল প্রতাপশালী স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরও নন। তিনি হলেন ফরিদপুরের মিস্টার ফিফটিন পার্সেন্টরূপে পরিচিত এবং স্বীকৃত খোন্দকার মোহতেশাম বাবর। তার পরিচয় সম্পর্কে পত্রপত্রিকা আমাদের এই তথ্য জানাচ্ছে যে, তিনি ফরিদপুর-৩ আসনের বর্তমান এমপি এবং সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ছোট ভাই। পত্রপত্রিকাগুলো তার বড় ভাই ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফের বিস্তারিত পরিচয় প্রকাশ না করলেও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং মারাত্মক তথ্য প্রকাশ করে পুরো জাতিকে অবাক করে দিয়েছে এবং তা হলো- বাবর একসময় বিএনপি করতেন এবং তিনি প্রয়াত বিএনপি নেতা চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফের প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন।

গ্রেফতার বাবর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে রাজনীতির দাবার চাল-দুর্নীতির সাগরচুরি এবং মহাসাগরের অতলান্তের দুর্লভ নীল তিমিকে দুর্নীতির জালে আটকে সেটির পেটে দুর্নীতির অর্থবিত্ত-সোনাদানা ঢুকিয়ে দিয়ে কিভাবে বগল বাজানো যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনার চেষ্টা করছিলাম এবং ভাবছিলাম নানামুখী রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির রুই-কাতলাদের উত্থান ও পতন নিয়ে। রাষ্ট্রীয় কর্মে জড়িত সরকারি কর্মচারী এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের যে অংশটি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন তা নিয়েও নানামুখী উঁচু মার্গের কথা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদের সাথে লেখাপড়া করেছি এবং যাদেরকে দেখেছি দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করার জন্য একটি টিউশনির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে সেই তারাই যখন সরকারি কর্মচারী বা জনপ্রতিনিধিরূপে হঠাৎ করে খোলস পাল্টে ফেলেন এবং নিজেদের অতীত ভুলে রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর, খানদানের শাহজাদারূপে হম্বিতম্বি শুরু করেন তখন নিজের বিবেকবোধ শরীর মনে নিদারুণ অস্থিরতা সৃষ্টি করেন। আমাদের দেশে দুর্নীতি ছিল, এখনো হচ্ছে এবং অতীতের দুর্নীতির ধারাবাহিক গড় প্রবৃদ্ধি পৃথিবীর যেকোনো জ্যামিতিক সূত্রকে বোকা বানিয়ে বাংলাদেশের জনগণের ওপর যে রাহুগ্রাস সৃষ্টি করেছে তা মহাকালের দুর্নীতির ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে অগুরুত্বপূর্ণ ফরিদপুরের মতো একটি জেলা শহরে দুই হাজার কোটি দুর্নীতির টাকা পাচারের অভিযোগে পুলিশ বাদি হয়ে যেভাবে বাবর গংদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে তার নজির যদি ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, কক্সবাজার, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার মতো বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ শহরে দুর্নীতির



পান্ডাদের অর্থপাচারের নজির খোঁজা হয় তবে ফরিদপুরের বাবরকে নবজাতক বলে মনে হতে পারে। বাবরের দুর্নীতি, তার দুর্নীতির নেপথ্যের অন্য দুর্নীতি এবং ছলচাতুরীর রাজনীতির দাবার চাল নিয়ে কথা না বাড়িয়ে এবার মূল প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করা যাক।

২০০৯ সালের বাংলাদেশে আমি ছিলাম উদাহরণযোগ্য একজন সফল যুবক। আমাদের সমাজে সফলতা বলতে দৃশ্যত যা বোঝায় তার প্রায় সবই আমার মধ্যে ছিল। পরিশ্রমলব্ধ এবং হালাল উপায়ে উপার্জিত অর্থকড়ি, অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং পেশাগত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সুন্দর একখানা স্বাস্থ্য। আল্লাহ প্রদত্ত চেহারাসুরত এবং বাবা-মায়ের কাছ থেকে শেখা পারিবারিক শিক্ষা এবং নিজের রুচি-অভিরুচিসম্মত পোশাক-পরিচ্ছদের কারণে রাজনীতির অঙ্গনের অনেকে আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকাতেন। প্রথম দিকে প্রথাগত রাজনীতিবিদরা যেমন আমার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকাতেন তেমনি কিছু দিন পর আমি নিজের নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতার গভীরতা আন্দাজ করে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ঝানু ঝানু রাজনীতিবিদের ঢিলেঢালা পাজামা-পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়ে ভাবতাম- ইস! ওনারা এতকিছু জানেন কিভাবে এবং রাজ্যের সব গুপ্ত ও উত্তপ্ত বিষয়াদি পাঞ্জামা-পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে তারা ধীরস্থির শান্ত মেজাজে খোশগল্পে মেতে ওঠেন কিভাবে। কিছু দিন পার হওয়ার পর রাজনীতির জটিলতা-দুর্নীতির কূটিলতা অর্থনীতির সর্বনাশ, আমলাতন্ত্রের পৌষমাস এবং দুর্নীতিবাজদের উদ্দাম নৃত্য দেখার পর মনে হলো- আমি নিতান্তই একজন অথর্ব-অকর্মণ্য এবং বেকুব প্রকৃতির লোক। আমার অর্জিত জ্ঞান বুদ্ধিতে মনে হলো সাধারণ মানের খেলনা পুতুলের মধ্যে যে সফটওয়্যার থাকে যার ফলে পুতুলগুলো সারাক্ষণ বকর বকর করতে থাকে সেই রকম কিছু একটা। আমার অর্থবিত্তের বড়াই সহসাই চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো মনে হতে থাকল। নিজের সুন্দর বাড়ি-গাড়ি-শিল্প-কলকারখানা টাকাপয়সা-রাষ্ট্রকে ট্যাক্স ভ্যাট প্রদান করা, ঘন ঘন বিদেশ যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে আমার যে পুলক ছিল এবং অন্যদের ছেঁড়া পাঞ্জাবি, গাড়ি-বাড়ি না থাকা, বিদ্যাবুদ্ধির অভাব, স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতনতা এবং সব কিছুতে গেঁয়ো ভাব, হাবাগোবা অভিব্যক্তি ইত্যাদি নিয়ে যে অভিযোগ ছিল তা মাত্র এক বছরের মাথায় পুরোপুরি রিভার্স হয়ে গেল। এর প্রধানতম কারণ ছিল প্রথাগত রাজনীতির গোপন কোড এবং দুর্নীতির টরেটক্কা সম্পর্কে আমার অনভিজ্ঞতা অনাগ্রহ এবং অপেশাদারি মনোভাব! কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

২০০৯ সালের একেবারে প্রথম দিকের ঘটনা। একটি বৈঠকে আমি নিমন্ত্রিত হলাম। উপস্থিত হওয়ার পর দেখলাম আমাদের পালের গোদা-প্রকৃতির ভদ্রলোকের বাসায় আমার মতো চারজন পদবিধারী এবং আরো দু'জন গুরুত্বপূর্ণ কর্তাসহ মোট ছয়জন উপস্থিত। আমি বৈঠকের কারণ এজেন্ডা ইত্যাদি কিছুই জানতাম না। বৈঠকের শুরুতে বিশাল ভূরিভোজ তারপর খোশ দিলে পালের গোদা বললেন, আগামী সপ্তাহে তমুকে এত টাকা বিটমানি দিয়ে যাবে। আমরা সবাই সমানভাগে ভাগ করে নেবো। বিটমানি এবং সেই বিটমানির পরিমাণ শুনে আমার চোখ কপালে ওঠার অবস্থা হলো। পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি টেন্ডারকে ম্যানিপুলেট করে কিভাবে বিটমানি সংগ্রহ করা হবে এবং কিভাবে তা ভাগ বাটোয়ারা হবে এই কথা শুনে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। দৈনিক ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করে সেই ১৯৯১ সাল থেকে ব্যবসাবাণিজ্য করে আমি যে টাকা উপার্জন করেছি সেই টাকার পরিমাণের সাথে বিটমানি অর্জনের সময় এবং বিটমানির পরিমাণের একটি তুলনার হিসাব কষতে গিয়ে আমার মাথায় চক্কর দিলো।

উল্লিখিত অবস্থায় আমার নির্বুদ্ধিতা অভদ্রতা অসৌজন্যতা পুরো বৈঠকের পরিবেশ নষ্ট করে দিলো। এত যত্ন করে যারা আমাকে ভূরিভোজ করাল তাদের প্রতি কোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে আমি যা করলাম তার ফলে অচিরেই সমাজচ্যুত হয়ে পড়লাম যা পরবর্তীকালে আমার জীবনের অনেক কিছুই তছনছ করে দিলো।

দ্বিতীয় যে ঘটনাটি আপনাদের বলব সেটি হলো কমিশন-সংক্রান্ত একটি গল্প। ঘটনাটি কত সালের তা বলা যাবে না। কারণ তাহলে আপনারা হয়তো লোকটিকে চিনে ফেলবেন। তাই সন-তারিখ উল্লেখ না করে শুধু কাহিনী বর্ণনা করব। লোকটির পদ ছিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং তিনি যে সংস্থায় কর্মরত ছিলেন সেই সংস্থার চিফ ইঞ্জিনিয়ারের পেছনে আমার মতো পদ-পদবিধারীদের মধ্যে যাদের জিহ্বা লোভের তাড়নায় বের হয়ে থাকে তারা সারাক্ষণ ঘুরঘুর করে। কেউ কেউ দেখা করার জন্য দিনের পর দিন অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে থাকে। তো সেই লোক হঠাৎ একদিন ফোন করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিবেদন জানান যে, তিনি আমার অফিসে একটু আসতে চান সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য। আমি যেন দয়া করে তাকে একটু সময় দিই এই জন্য তিনি পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। আমি ভদ্রলোকের ফোন পেয়ে একাধারে আবেগে আপ্লুত হলাম এবং অন্য দিকে তার আসার কারণ কী হতে পারে এসব চিন্তা করে আকাশকুসুম কল্পনা করতে থাকলাম। কারণ এসব পদকে কেন্দ্র করে যে শক্তিশালী সিন্ডিকেট থাকে যারা অনেককে যেমন মন্ত্রী বানাতে পারে তেমনি অনেকের মন্ত্রিত্ব খেয়ে ফেলতে পারে। সুতরাং কৌতূহলবশত আমি ভদ্রলোককে আমার অফিসে আসার অনুমতি দিলাম।

ভদ্রলোক নির্ধারিত দিনে এলেন এবং তাকে কে পাঠিয়েছেন এবং কেন পাঠিয়েছেন তা ফটাফট বলে ফেললেন। তিনি যা প্রতি মাসে আমার অফিসে এসে দিয়ে যেতে চাইলেন এবং বিনিময়ে কেবল মুখ বন্ধ রাখার নিবেদন জানালেন তাতে আমি খুব দ্রুত হিসাব করে দেখলাম যে, মাত্র ১২ মাস মুখ বন্ধ রাখলে শত কোটির অঙ্ক আমার পকেটে চলে আসবে। তার কথা শোনামাত্র উত্তেজনায় আমার বুদ্ধিনাশ ঘটল। আমি বললাম- আমাকে কি আপনার দরিদ্র এবং ভিক্ষুক বলে মনে হয়? আপনি আমার মেহমান! নইলে অপমান করে বের করে দিতাম। আমার কথায় ভদ্রলোক অপমানিত বোধ করলেন না; বরং আমার শিশুসুলভ বালখিল্য দেখে মুচকি মুচকি হাসলেন এবং ধীরেসুস্থ চা-নাশতা খেয়ে নির্বিকারচিত্তে বিদায় নিলেন। উল্লিখিত ঘটনার মাসখানেক পর তিনি বিনা নোটিশে হঠাৎ উপস্থিত হলেন এবং নিজের ব্যক্তিগত কিছু বিপদের কথা বললেন এবং কথা প্রসঙ্গে জানালেন যে, মুখ বন্ধ করার প্রস্তাব নিয়ে তিনি যার কাছে গিয়েছেন কেউ তাকে নিরাশ করেননি কেবল আমি ছাড়া!

প্রথম ঘটনাটির মতো দ্বিতীয় ঘটনা আমাকে সমাজচ্যুত করেননি বা কোনো বিপত্তিতে ফেলেনি; বরং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে আমার মানমর্যাদা ও সম্মান রীতিমতো কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। ফলে আজো যদি উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির যেকোনো বিভাগে ফোন করি সে ক্ষেত্রে নিম্নতন থেকে উর্ধ্বতন পর্যন্ত সবাই সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করে থাকেন।

বিটমানি ও কমিশনের পর আমি যদি টিআর, কাবিখা ইত্যাদি নিয়ে আপনাদের কাহিনী বলা শুরু করি তবে নির্ঘাত একখানা আরব্য রজনীর উপন্যাস রচিত হয়ে যাবে। সুতরাং কাহিনীর পরিধি না বাড়িয়ে শিরোনাম প্রসঙ্গে হালকা-পাতলা কিছু বলে আজকের নিবন্ধ শেষ করব। বাংলাদেশের দুর্নীতি ইদানীংকালে এমন এক স্তরে পৌঁছে গেছে এবং দুর্নীতির কলাকৌশল এবং ব্যাপ্তি এতটা আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে সারা দেশের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়েছে যে, মহাবিশ্বের দুর্নীতির ইতিহাসে রীতিমতো নতুন মাইলফলক সৃষ্টি হয়ে গেছে। এ দেশের দুর্নীতির বরপুত্ররা ইতোমধ্যে বিশ্বদুর্নীতির মানসপিতারূপে পূজিত হচ্ছে এবং অনেক দুর্নীতিবাজের প্রতিমূর্তি তৈরি করে সমুদ্রের জলদস্যু, বনভূমির, মরুভূমির এবং বরফের রাজ্যের চোর-ডাকাতরা নিজেদের কর্মে সফলতা লাভের আশায় সেসব মূর্তির অর্চনা শুরু করে দিয়েছে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

ইউক্রেন সংকট : নিষেধাজ্ঞা বুমেরাং হতে পারে

ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী রাশিয়া ইউক্রেনে সর্বাত্মক হামলা শুরু করার পর পশ্চিমা বিশ্ব মস্কোর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোনো সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে দেশটির অর্থনীতি পঙ্গু করে তাকে দুর্বল করার কৌশল গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসাবে ইতোমধ্যেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইতিহাসের কঠিনতম অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে। প্রেসিডেন্ট পুতিন ও পুতিনের সহযোগীদেরসহ রাশিয়ার সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সব ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রাশিয়াকে সুইফ্ট সিস্টেম থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়ার বাণিজ্য জাহাজগুলোর চলাচল নিয়ন্ত্রিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর আকাশসীমা রাশিয়ার বিমান চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গুগলসহ বিভিন্ন নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফরম ও সার্চ ইঞ্জিন থেকেও রাশিয়াকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পুতিনের ব্ল্যাকবেল্ট ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক তায়কোয়ান্ডো ও জুডো ফেডারেশন থেকেও তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এমনকি ফিফা, উয়েফাসহ সব আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গন থেকেও রাশিয়াকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এককথায়, রাশিয়া ও পুতিনকে বিশ্ব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে ফেলার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, পাশ্চাত্য কি রাশিয়ার ওপর আরোপিত এসব নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি কার্যকর করতে পারবে? এভাবে কি রাশিয়ার অর্থনীতি ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব হবে? পুতিন নিশ্চয়ই সর্বাত্মক হামলা শুরু করার আগেই এ বিষয়গুলোর হিসাবনিকাশ করেছিলেন। কী সেই হিসাবনিকাশ, যা পুতিন আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে?

২০১৪ সালে পুতিন যখন ক্রিমিয়ায় অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ইউক্রেনের কিছু অংশ দখল করে নেন, তখন প্রথম দফায় আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হন। এ থেকে তিনি একটি শিক্ষা গ্রহণ করেন আর তা হলো-ডলারের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। তখন থেকে তিনি ভাবতে থাকেন কী করে রাশিয়ার অর্থনীতিকে পাশ্চাত্যের নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে স্বাবলম্বী রাখা যায়।

এরপর সুইফ্ট সিস্টেম থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা মাথায় রেখে রাশিয়া তার অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করে। এরই অংশ হিসাবে রাশিয়া বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পাশ্চাত্যবহির্ভূত রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে নতুন ও বিকল্প বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। বাজেটের আকার কমিয়ে ধারাবাহিক ও নির্ভরযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জনের ওপর জোর দেয়। এর ফলে গত প্রায় এক দশকে রাশিয়া প্রতিবছর ১ শতাংশের কম মাত্রায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও তার অর্থনীতি হয়ে উঠেছে স্বাবলম্বী।

এ বছর জানুয়ারিতে প্রকাশিত রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, দেশটির বৈদেশিক লেনদেনের মাত্র ১৬ শতাংশ হয় ডলারে, যা মাত্র পাঁচ বছর আগেও ছিল ৪০ শতাংশ! বর্তমানে বৈদেশিক লেনদেনের ১৩ শতাংশ হয় চৈনিক মুদ্রায় এবং এটি ঊর্ধ্বমুখী।

এখন দেখার বিষয়, সুইফ্ট সিস্টেম থেকে বহিষ্কারের ক্ষতি রাশিয়া কীভাবে মোকাবিলা করে। পাশ্চাত্যের অর্থনীতি ডলার-ভিত্তিক এবং এটি যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সুইফ্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ট্রানজাকশন করে। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ব অর্থনীতির চালকের আসনে থাকায় তার নিয়ন্ত্রিত এ সিস্টেমের কোনো বিকল্পব্যবস্থা কার্যকর করা যায়নি।

একবিংশ শতকের প্রথম দশকে চীনের উত্থান এবং রাশিয়ার ঘুরে দাঁড়ানোয় বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। চীন ঈৎড়ংং ইড়ৎফবৎ ওহঃবৎ ইধহশ চধুসবহঃ ঝুংঃবস (ঈইওইচঝ) এবং রাশিয়া 'সিস্তেমা পেরেদাচি ফাইন্যান্সোভিখ সুবচেইনি' বা System For Transferring Financial Messages (এসপিএফএস) পদ্ধতি চালু করে। ২০১৪ সালে প্রবর্তিত এবং ২০১৭ সালে চালু হওয়া এই আর্থিক ব্যবস্থাপানার সঙ্গে বর্তমানে চীন, ইরান, ভারত, বেলারুশ, আর্মেনিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড যুক্ত রয়েছে। এ সিস্টেমের সঙ্গে সাবেক সোভিয়েতভুক্ত দেশগুলোর ২৪টি ব্যাংকসহ ৪০০ ব্যাংক যুক্ত এবং ২০২০ সাল নাগাদ রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির এক-পঞ্চমাংশ এ সিস্টেমে লেনদেন করে।

সুইফ্ট সিস্টেম থেকে বহিষ্কারের আশঙ্কা মাথায় রেখেই পুতিন ইউক্রেন আক্রমণের আগেই তার দেশের রিজার্ভ সিস্টেম পুনর্গঠন করেন। পুনর্গঠিত অর্থনীতির সুবাদে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাশিয়ার জাতীয় রিজার্ভ দাঁড়ায় ৬৫০ বিলিয়ন ডলার, আকারের দিক থেকে যা বিশ্বে চতুর্থ। ডলারনির্ভরতা কমানোর জন্য পুতিন এই রিজার্ভ স্বর্ণে রূপান্তরিত করেন।

রাশিয়া একটি বিশাল অর্থনীতির দেশ হওয়ায় সুইফ্ট সিস্টেম থেকে তাকে বাদ দিলে অন্যান্য দেশও তাদের নিজস্ব স্বার্থে বিকল্প ব্যবস্থায় আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করবে, এমনকি এসপিএফএস সিস্টেমকেই বিকল্প সিস্টেম (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

তাইওয়ান কেন ইউক্রেন নয়



মো: বজলুর রশীদ

রাশিয়া যখন থেকে ইউক্রেনে আগ্রাসনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে, তখন থেকে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও অন্যান্য জায়গায় ডানপন্থী ভাষ্যকাররা রাশিয়ার পদক্ষেপের জন্য চীনা সমর্থন, বেইজিং ও মস্কোর মধ্যে সম্ভাব্য সমন্বয় এবং তাইওয়ানের অনুরূপ আগ্রাসনের জন্য চীনা পরিকল্পনা সম্পর্কে ভিত্তিহীন বিবৃতি দিয়েছেন। পুতিন গত মাসের ৪ ফেব্রুয়ারী বেইজিংয়ে শীতকালীন অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চীনা নেতা শি জিন পিংয়ের সাথে দেখা করার সময় একটি পূর্ণ-স্কেল আক্রমণে তার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন এমন কোনো জোরালো প্রমাণ নেই।

চীনারা যদি পুতিনের পরিকল্পনার কথা জানত, তা হলে নিঃসন্দেহে ইউক্রেনে তাদের কূটনৈতিক কর্মীদের এবং সেখানে কর্মরত ও অধ্যয়নরত হাজার হাজার চীনা নাগরিককে রক্ষা করার পদক্ষেপ নিত। অন্য দিকে বাইডেন প্রশাসন আসন্ন আগ্রাসনের স্যাটেলাইট চিত্র ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তার কূটনৈতিক কর্মীদের সরিয়ে নেয় এবং সব আমেরিকানের চলে যাওয়ার আহ্বান জানায়। আজ অবধি অনেক চীনা কিয়েভে আটকা পড়ে আছেন। ২ মার্চ চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গুলিবিদ্ধ এক চীনা নাগরিকের মৃত্যুর খবরও দেয়।

পশ্চিমারা রাশিয়া ও ইউক্রেন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে আর চীন তাইওয়ান আক্রমণ করবে। এই সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ধারণাটি যারা প্রচার করছেন তাদের মধ্যে মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও রয়েছেন। ট্রাম্প বিগত ২ মার্চ ফক্স বিজনেসকে বলেন, 'চীন শিগগিরই আক্রমণ করবে', 'অবশ্যই চীন এটি করতে যাচ্ছে।'

ট্রাম্পের মতো অনেক বিশ্ব নেতা বিশ্বাস করেন যে চীন ইউক্রেনের সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে তাইওয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে এবং এক ঝটকায় বিজয় অর্জন করতে পারে। অন্যরা বলছেন, আজকের ইউক্রেন আগামীকালের তাইওয়ান আর যুদ্ধ শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে পরিত্যাগ করবে কি না, ন্যাটো যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসবে কি না, এসব বিষয় রয়েছে। তবে সদ্যসমাপ্ত আফগানিস্তান যুদ্ধে পশ্চিমা জোট তালেবানদের যে তাড়া খেয়েছে সেটি থেকে নিঃশ্বাস নিতে আরো কিছু সময় প্রয়োজন, আর্থিক বিষয় তো রয়েছেই। কে দেবে টাকা, জোট না যুক্তরাষ্ট্র? তাই ওয়াশিংটনের জন্য না ইউক্রেন না তাইওয়ান। ইউক্রেন ও তাইওয়ানের মধ্যে পার্থক্য যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক কৌশল এবং চীনের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার কারণে নানা মত ও ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে।

ইউক্রেন ও তাইওয়ানের অবস্থান দু'টি ভিন্ন। মার্কিন-রাশিয়া ও মার্কিন-চীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিজ নিজ ফ্রন্টলাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক রাজ-নীতিতে ভিন্ন বলেই বিশ্লেষকরা মনে করছেন। তাইওয়ানের নেতা সাই ইং-ওয়েনও মনে করেন তাইওয়ান ও ইউক্রেন ভূকৌশলগত, ভৌগোলিক পরিবেশ এবং বৈশ্বিক সরবরাহ চেইন ও গুরুত্বের দিক থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। আমরা জানি, রাশিয়া ও ইউক্রেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর দু'টি দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে ওঠে, কোনোটি অধীনস্থ হয়ে নয়। জাতিসঙ্ঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও তাদের দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

তাইওয়ান প্রণালীর দু'পক্ষ ৭০ বছরেরও বেশি ধরে বিভক্ত এবং তাইওয়ান 'গণতন্ত্রীকরণ' হয়েছে। মূল ভূখন্ডে এমন রাজনৈতিক অবস্থা নেই, আবার উভয়পক্ষই তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। তাইওয়ান সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে পদক্ষেপ নেয়নি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বারা স্বীকৃতও হয়নি। রাশিয়া-ইউক্রেন সম্পর্ককে আন্তর্জাতিক স্বাধীন সম্পর্ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে তাইওয়ান বিধিসম্মতভাবে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হবে না। তাইওয়ান প্রণালীর উভয়পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে চীনের সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ দীর্ঘায়িতও হতে পারে।

তাইওয়ানে আগ্রাসনের জন্য পিএলএর পদক্ষেপের মধ্যে আকাশ, স্থল ও সমুদ্র বাহিনীর বড় কৌশলগত সমাবেশ থাকবে এবং সামরিক ও বাণিজ্যিক উপগ্রহ সেন্সরে দৃশ্যমান হবে, ঠিক যেমন ইউক্রেনের চার পাশে রাশিয়ান সামরিক বিল্ডআপ পশ্চিমা মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে শুরু থেকে রিপোর্ট করা হয়েছিল।

পুতিন দাবি করেছেন, ইউক্রেন দখল করার কোনো পরিকল্পনা নেই- তার লক্ষ্য হচ্ছে 'ইউক্রেনের 'অসাম-রিকীকরণ ও অবমূল্যায়ন'। কিন্তু পুরো ইউক্রেন বা কিয়েভ দখল না করলে সেটি সম্ভব হচ্ছে না। এখানে দখলের সংজ্ঞাটি ভিন্ন। রাজনৈতিকভাবে পুতিন পশ্চিমপন্থী ইউক্রেনীয় সরকারকে উৎখাত করবেন এবং একটি নতুন রাশিয়াপন্থী সরকারকে সমর্থন দেবেন; যাতে

তাইওয়ানে আগ্রাসনের জন্য পিএলএর পদক্ষেপের মধ্যে আকাশ, স্থল ও সমুদ্র বাহিনীর বড় কৌশলগত সমাবেশ থাকবে এবং সামরিক ও বাণিজ্যিক উপগ্রহ সেন্সরে দৃশ্যমান হবে, ঠিক যেমন ইউক্রেনের চার পাশে রাশিয়ান সামরিক বিল্ডআপ পশ্চিমা মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে শুরু থেকে রিপোর্ট করা হয়েছিল।

ন্যাটোর পূর্ব দিকের সম্প্রসারণের হুমকি নির্মূল করা যায়। সাংস্কৃতিকভাবে তিনি রাশিয়ান জনগণকে আবার সম্পর্কিত করতে চান, সোভিয়েত যুগে আঞ্চলিক সমস্যাগুলোর 'ভুল সংশোধন' করতে চান। আরো একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ; যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপীয় নিরাপত্তা কাঠামো পুতিনের আমলে অনেক পরিবর্তিত হবে। তিনি অনেক নতুন শর্ত দেবেন, যা পশ্চিমাদের হজম করতে বেশ কষ্টকর হবে।

'গণতন্ত্র সম্মেলন' ও বেইজিং শীতকালীন অলিম্পিকের সময় পশ্চিমাদের 'অবরোধ' ও একঘরে রাখায় রাশিয়ার সাথে চীন তাদের জোটকে আপগ্রেড করেছে। ভারতীয় মিডিয়ায় প্রকাশ, ইউক্রেনে হামলার আগে পুতিন ৪০ বারের বেশি চীনের প্রেসিডেন্ট শির সাথে আলাপ করেছিলেন। চীন সর্বদা আঞ্চলিক অখন্ডতার পক্ষে সমর্থন করে আসছে। পশ্চিমাদের ইউক্রেন যুদ্ধে সরাসরি না জড়ানো চীনের জন্য তেমন সুবিধার নয়। চীন এ বছর সামরিক ব্যয় ও বাজেট বৃদ্ধি করেছে, যা গত দুই বছরের চেয়ে বেশি।

ইউক্রেন চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং চীনা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলোও ইউক্রেনে অনেক বিনিয়োগ করেছে। উপরন্তু ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পুতিনের সামরিক পদক্ষেপ চীনাদের ওপর যে অনন্য মানসিক প্রভাব ফেলতে পারে, তা অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। জানা যায়, জাতীয় ঐক্য অর্জনের জন্য পুতিন দ্বিধা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হয়েছিলেন। চীনের মূল ভূখন্ডে জাতীয়তাবাদের ওপর এর কী ধরনের মানসিক প্রভাব পড়বে তা চীন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বলয়ের উদ্বিগ্ন দেশগুলো মনে করে, যদি রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ এবং তাইওয়ান প্রণালীতেও এ সময়ে যুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে কি যুক্তরাষ্ট্র দুই ফ্রন্টের যুদ্ধ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে? এই উদ্বেগ অপ্রয়োজনীয়, কারণ বাইডেন প্রশাসন এখন পর্যন্ত জোর দিয়ে বলেছে যে, রাশিয়া-ইউক্রেন সঙ্কটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি সামরিকভাবে জড়িত হবে না। এখন বাইডেন ইউক্রেন ইস্যুতে 'অর্থ দাও, অস্ত্র দাও, অবরোধ দাও' পদ্ধতি শুরু করেছেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধের ক্রমিক যেন আর শেষ হচ্ছে না। রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞাগুলো বাণিজ্য, অর্থ ও শক্তি খাতে সীমাবদ্ধ।

সন্দেহাতীতভাবে রাশিয়া ও ইউক্রেন এবং তাইওয়ান প্রণালীর মধ্যে একই সময়ে যুদ্ধ শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্র উভয় ফ্রন্টে লড়াই করা থেকে বিরত থাকার সম্ভাবনাও আছে। এটি কেবল এ কারণে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে মার্কিন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরু করার জন্য সুরক্ষা ও ঝুঁকি নেয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না।

চীনকে আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সবচেয়ে বড় হুমকি মনে করে। রাশিয়া ভূকৌশলগত কারণে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চীনের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। তা ছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও স্থানে চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা প্রকটতর হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইউক্রেনের চেয়ে তাইওয়ান বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাইওয়ানকে পরিত্যাগ করার সম্ভাবনা কম। চীন-মার্কিন সম্পর্ক এবং তাইওয়ান ক্রস-স্ট্রেইট সম্পর্ক একই সাথে খারাপ হয়েছে। তাইওয়ান প্রণালীতে সঙ্কট সর্বদা থাকবে বলে মনে হয় তবে যুদ্ধ আসন্ন নয়। বর্তমানে চীনের প্রধান লক্ষ্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ- শক্তি বৃদ্ধি এবং তাড়াহুড়ো করে তাইওয়ানের সাথে একীভূতকরণ নয়। তাইওয়ান প্রণালী নিয়ে চীন সরকারের অবস্থান দীর্ঘ দিন ধরে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সঙ্ঘাতের কারণে এর কোনো পরিবর্তন হয়নি। একইভাবে চীন তার নিজস্ব উপায়ে ক্রস-স্ট্রেইট সম্পর্ক পরিচালনা করছে। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বে তাইওয়ানের সাথে যুদ্ধ পরিচালনার সুযোগটি চীন গ্রহণ করবে না মর্মে প্রতিভাত হচ্ছে। বেইজিং তাইওয়ানে শান্তিপূর্ণ একীভূতকরণ চায়। বেইজিং মনে করে যে, সময় ও শক্তি উভয়ই তার পক্ষে রয়েছে তাড়াহুড়া করে একীভূত করার জন্য অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোনো চাপ নেই।

তাইওয়ান প্রণালীতে যুদ্ধ শুরু হলে বা যুদ্ধ শুরু করতে চীন কোনো উসকানিদাতা হবে না মর্মে চীন বার্তা দিয়েছে। মার্কিন কৌশলীরা অনেকে মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তাইওয়ান প্রণালীতে কোনো 'কৌশলগত অস্পষ্টতা' নেই বিধায় 'কৌশলগত স্বচ্ছতা'র নীতি থাকা উচিত। তাইওয়ান প্রণালীতে যদি যুদ্ধ শুরু হয়, তা হলে পিপলস লিবারেশন আর্মি বা পিএলএ আমেরিকান সেনাদের হস্তক্ষেপকে আবশ্যিকভাবে মোকাবেলা করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কৌশলগত অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত হবে না। অন্যভাবে বলা যায়, একবার পিএলএ তাইওয়ানকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলে, কোনো বাহ্যিক শক্তি এটিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ মানুষ তাইওয়ান প্রণালীর উভয় পাশে এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশ- তাইওয়ান প্রণালীতে যুদ্ধ চায় না।

পুতিন বলেছেন, ইউক্রেন ও রাশিয়ার লোক 'একই মানুষ', কিয়েভ প্রশাসন তাদের ব্রেনওয়াশ করেছে। ৩ মার্চ ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। 'ওয়ান পিপল' নিয়ে শুধু এখন নয়, গত বছরের জুলাই মাসেই মূলত পুতিন 'রাশিয়ান ও ইউক্রেনীয়দের ঐতিহাসিক ঐক্য' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, রাশিয়ান ও ইউক্রেনীয়রা 'এক জাতি' ও 'একক সমগ্র'-এর অন্তর্গত। এটি পুতিনের ভেতরের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করেছে। তিনি ইউক্রেনকে একীভূত করার জন্যই আগ্রাসন চালিয়েছেন বলা হচ্ছে। অন্য দিকে চীনও মনে করে, তাইওয়ান ও চীন এক। তাইওয়ানের মূল ভূখন্ডে ফিরে যাওয়া উচিত।' তাইওয়ানের অনেক লোক যুদ্ধ চায় না। 'একই মানুষ' ও 'এক চীন' নীতির ফলে উভয়েই মূল জায়গায় ফিরে যাবে। এই 'এক তত্ত্বের' বিষয়টি বিশ্বব্যাপী ভূরাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে। 'বিশ্বসভা' তাইওয়ানকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা দেয়নি। সে দিক দিয়ে তাইওয়ানের অবস্থা আরো বেশি নড়বড়ে। সমালোচকরা বলেছেন, ওয়াশিংটনের গণতন্ত্র সম্মেলনে বিশ্বের সব দেশকে দাওয়াত দেয়া উচিত ছিল চীন ও রাশিয়াসহ। সেখানে গণতন্ত্রের বিষয়গুলো, সুযোগ ও সৌন্দর্যগুলো সবার কাছে বিকশিত করা যেত। তা না করে বিশ্বের বড় বড় দু'টি দেশ ও কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেশকে বাদ দিয়ে বিভাজন তৈরি করা হয়েছে এবং তাইওয়ানকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে চীনের সাথে সম্পর্কের রোষানলকে অহেতুক প্রজ্বলিত করা হয়েছে।

ইউক্রেন সঙ্ঘাত তাইওয়ান ক্রস-স্ট্রেইট সম্পর্কের জন্য একটি সতর্কতা জারি করেছে : শান্তি মূল্যবান ও যুদ্ধ বিপজ্জনক। তাইওয়ান প্রণালীর উভয় দিকের সরকারগুলোর জন্য, সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি হলো, কোনো ভুল হিসাব-নিকাশকে এড়ানো, ফেইক নিউজ এড়ানো এবং ভুল কোনো বিষয় শুধরে নিয়ে পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখা। এ কাজের জন্য শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা চীন নয়, তাইওয়ানের বর্তমান সরকারকে বেশি আন্তরিক হতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ বা দলগত স্বার্থকে বাদ দিয়ে বৃহত্তর কল্যাণের মাঝে ফিরে যেতে হবে। তাইওয়ান প্রণালীর উভয়পক্ষের জনগণ প্রজ্ঞার সাথে তাদের মতপার্থক্যের সমাধান করবে এবং যুদ্ধ থেকে অনেক দূরে থাকবে এটিই সবার কাম্য।

এমনও সম্ভাবনা নেই যে চীন, পরে তাইওয়ানে আক্রমণ শুরু করবে, যখন ইউক্রেনের সঙ্কট কোনোভাবে সমাধান হয়ে যায় বা কোনোভাবে 'হিমায়িত' হয়। চীনা নেতারা ভালোভাবেই জানেন যে, তাইওয়ানে আগ্রাসন ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হবে। কারণ তাইওয়ানকে মূল ভূখন্ড থেকে শত শত মাইল জলরাশি আলাদা করে রেখেছে। যদি চীনা বাহিনী কোনোভাবে তাইওয়ানের ওপর উভচর আক্রমণ পরিচালনা করে তবে তারা সম্ভবত ইউক্রেনে রাশিয়ান বাহিনীর তুলনায় আরো তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হবে, আন্তর্জাতিক ক্ষোভের সৃষ্টি করবে, কঠোর নিষেধাজ্ঞা পড়বে এবং মার্কিন হস্তক্ষেপের বড় সম্ভাবনা তো রয়েছেই, তার ওপর কোয়াড জোট ও অকাস জোট এগিয়ে আসবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমারা পুতিনের 'বিশেষ সামরিক অভিযানের' তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র বা ন্যাটো কেউই এ পরিস্থিতিকে রাশিয়ার মুখোমুখি সঙ্ঘাতে পরিণত করতে চায় না, তবে পশ্চিমাদের কঠোর নিষেধাজ্ঞাগুলো রাশিয়াকে নানাভাবে দুর্ভোগ পোহাবে। এই নিষেধাজ্ঞায় ইউরোপও ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করেছে খুব তাড়াতাড়ি। রাশিয়া-ইউক্রেন সঙ্কট যদি আরো বেড়ে যায়, তা হলে রাশিয়াকে মূল্য দিতে হবে। রুশ পর্যবেক্ষকরা বলছেন, গত জুলাই মাসে যখন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তখন তা মূলত অস্ত্রের আহ্বান ছিল। পুতিনকে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, ইউক্রেন সঙ্কটকে আশাব্যঞ্জক বলে মনে হচ্ছে না এবং এটি এমন একটি যুদ্ধ যা সবেমাত্র শুরু হয়েছে।

এ সপ্তাহের মধ্যে ইউক্রেন পরিস্থিতি আরো বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে পুতিনের পিয়ানো বাজানোর একটি ভিডিও ক্লিপ উইচ্যাট মোমেন্টেসে প্রকাশিত হয়, পুতিন শক্ত ও নরম বোঝানোর জন্য ভিডিওটি ছড়ানো হয়েছে। পুতিন জুডো, তাইকোয়ানডো, স্কিইং, সাঁতার ও আইস হকির মতো খেলাধুলায় পারদর্শী এবং রাশিয়ার সুদর্শন ব্যক্তি হিসেবেও একাধিকবার ভোট পেয়েছেন। তিনি একজন প্রেমিকও, সবই চমকপ্রদ! এই প্রথম বিশ্ব পুতিনের নৃ তাত্ত্বিকতার শক্তি ও তীব্রতা খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছে। তিনি যখন বাইডেনকে ইউক্রেন যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, 'এ যুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে আপনার ধারণা নেই।' তখন বুঝতে হবে পুতিন কী চান।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

(১৮ পাতার পর)

হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। তবে রাশিয়ার বিশ্বব্যাপী ইলেক্ট্রনিক নেটওয়ার্ক সীমিত হওয়ায় বিকল্প ব্যবস্থা জনপ্রিয় হতে সময় লাগবে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংকের কথা বলা যায়।

সুইফ্ট সিস্টেম থেকে রাশিয়াকে বাদ দেওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংক রাশিয়ার সঙ্গে লেনদেনে সতর্কতা জারি করলেও বিকল্প ব্যবস্থায় লেনদেনের পথও উন্মুক্ত রেখেছে। কারণ রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গভীর, বিশেষ করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়া-বাংলাদেশ প্রকল্প বাতিল করার কোনো সুযোগ নেই।

ইউক্রেনের জিডিপি ১৫৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার। দেশটি রাশিয়ার দখলে চলে গেলে রাশিয়ার অর্থনীতির সঙ্গে ৮ শতাংশ জিডিপি যুক্ত হবে। রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাণিজ্য ২২৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার।

এর অর্থ দাঁড়ায় রাশিয়াকে বাদ দিলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তাদের মোট রপ্তানি বাণিজ্যের ৫ শতাংশ হারাবে। এর মানে হলো রাশিয়াকে সুইফ্ট সিস্টেম থেকে বাদ দিলেও রাশিয়া ইউক্রেনের অর্থনীতি থেকে কিছু অংশ পুষিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

ইউক্রেন সংকট : নিষেধাজ্ঞা বুমেরাং হতে পারে

আবার তেল ও গ্যাসের ক্ষেত্রে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা কিছু দেশের জন্য মানা সহজ হলেও সবার জন্য সহজ হবে না। পুতিন জানেন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউ-নিয়ন ও যুক্তরাজ্যের কৌশলে এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও পার্থক্য থাকবে।

উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর গ্যাস চাহিদার ৪০ শতাংশ মেটে রাশিয়ার কাছে থেকে আর যুক্তরাজ্যের প্রয়োজন হয় মাত্র ৩ শতাংশ। যুক্তরাজ্য ব্রেক্সিটের মাধ্যমে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সুতরাং নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেবে, এটাই স্বাভাবিক। জার্মানি রাশিয়ার সঙ্গে তার নর্ড স্ট্রিম-২ গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প স্থগিত করায় রাশিয়ার অর্থনীতি ধাক্কা খাবে সন্দেহ নেই; কিন্তু এর সরাসরি প্রভাবে পশ্চিম ইউরোপের জ্বালানির যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে, সেই ক্ষতি ইউরোপ মোকাবিলা করতে পারবে কি না, তাও তাদের ভাবতে হবে বৈকি।

আবার রাষ্ট্রের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর না হওয়ার কথা চিন্তা করেই পাশ্চাত্য রাশিয়ার অভিজাত ধনকুবেরদের বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। উদ্দেশ্য, পুতিনকে শক্তিহীন করে ফেলা। এ প্রক্রিয়া ২০১৪ সালের পর থেকেই শুরু হয়েছে; কিন্তু পুতিনকে শক্তিহীন করা যায়নি। কেননা বিদেশে পুতিনের নিজ নামে কোনো সম্পদ নেই; পুতিনের একদল অন্ধ সমর্থকের নামে তার সম্পদ রাখা আছে। রাশিয়ার অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তিও একই কৌশল অবলম্বন করেছেন। সুতরাং ব্যক্তির ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা রাশিয়ার অলিগার্কিকে দুর্বল করতে পারবে বলে মনে হয় না।

এসব কারণে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরোপিত আর্থিক নিষেধাজ্ঞা খুবই হঠকারী সিদ্ধান্ত এবং এটি বুমেরাং হয়ে যেতে পারে। কারণ রাশিয়া বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হওয়ায় এর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কুফল সরাসরি এর সঙ্গে লেনদেনকারী যুক্তরাষ্ট্রীয় কিংবা সব ইউরোপিয়ান কোম্পানির ওপরও পড়বে। এ কারণে যতই দিন যাচ্ছে, সমস্যার কূটনৈতিক সমাধানের কোনো বিকল্প নেই বলেই প্রতিভাত হচ্ছে।

লেখক: অধ্যাপক ও সভাপতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে মিসাইল রক্ষণাবেক্ষণাগার বানাচ্ছে

(প্রথম পাতার পর)

এ নিয়ে ভারতের উদ্বেগের বিষয়টি সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনের দাবি- এ নিয়ে নয়াদিল্লি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তাদের উদ্বেগের বড় জায়গা হচ্ছে- বাংলাদেশের মতো ভারতের পুরনো মিত্রদের সঙ্গে খাতির তথা প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদার করে চীন ওই সব দেশের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলছে। চীনের এই তৎপরতাকে 'বাড়াবাড়ি' হিসেবেই দেখছে ভারত।

নীতা লাল লিখেন- ২০১১ সালে বাংলাদেশকে যে সারফেস টু এয়ার মিসাইল দিয়েছে, তা রক্ষণাবেক্ষণে চীন এমন ব্যবস্থা তৈরি করছে যাকে 'হাব' হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

আর এতেই নয়াদিল্লিতে অ্যালার্ম বেল বা বিপদ ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। 'রক্ষণাবেক্ষণ হাব' প্রতিষ্ঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যেকার চুক্তি নিয়ে বেইজিং বা ঢাকা কেউই এখনো মুখ খুলেননি। অর্থাৎ এ বিষয়ে অদ্যাবধি আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। তবে ঢাকার এক সিনিয়র কূটনীতিক নিক্কেই এশিয়াকে এটা নিশ্চিত করেছেন যে, এ নিয়ে দু'দেশের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। অবশ্য এ সংক্রান্ত একটি ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টাও করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কূটনীতিক।

উল্লেখ্য, বিশেষভাবে ডিজাইন করা এবং ভূমি থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী সারফেস টু এয়ার মিসাইল (স্যাম) যা গ্রাউন্ড টু এয়ার মিসাইল জিটিএএম বা সারফেস টু এয়ার গাইডেড উইপন (স্যাগউ) নামে পরিচিত। এই মিসাইলকে আধুনিক যুগের বিমান বিধ্বংসী ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়।

নিক্কেই এশিয়ার রিপোর্টের বিস্তারিত: নিক্কেই এশিয়ার প্রতিবেদনে বাংলাদেশি কূটনীতিকের বরাতে বলা হয়, বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা খাতের উন্নয়নের বিষয়টি বেইজিং এবং ঢাকা উভয়ে আড়ালে রাখতে চায়, কারণ চীন এখানে কি করছে তা পশ্চিমারা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে রেখেছে। তাছাড়া ক্ষেপণাস্ত্র বিষয়ক যেকোনো চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর থেকে বেশ জটিল হয়ে গেছে। ওই আগ্রাসন বিশ্বকে এমনভাবে নাড়িয়েছে যে আজ সবাই যেকোনো মূল্যে যুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য আকুতি জানাচ্ছে।

রিপোর্ট বলছে, বাংলাদেশকে প্রদেয় সুবিধায় চীনা কোম্পানি ভ্যানগার্ড অংশীদার, এটি চীনের মিলিটারি রিলেটেড বিনিয়োগ এবং সরবরাহের অংশ। যার মধ্যে রয়েছে যুদ্ধজাহাজ, নৌ-বন্দুক, জাহাজ-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র এবং সারফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেম। সুইডেন-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিসংখ্যান মতে, ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে চীনের সামরিক রপ্তানির ১৭ ভাগ গেছে বাংলাদেশে। যার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র গ্রাহকে পরিণত হয়েছে। অবশ্য বরাবরের মতো পাকিস্তান চীনের প্রধানতম অস্ত্র রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে রয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে নিক্কেই এশিয়াকে বলেন, যদিও বাংলাদেশ নিজেকে ভারতের 'ঘনিষ্ঠ মিত্র' বলে মনে করে, তবে তারা চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও সামরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

নিক্কেই এশিয়ার রিপোর্টে ওই কর্মকর্তার বরাতে বলা হয়, তিনি বলেন, '২০০২ সালে দুইপক্ষ একটি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি সই করে, যার মধ্যে অস্ত্র উৎপাদনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এবং এটি উভয়ের মধ্যকার প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে আরও গভীর করেছে, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণের জন্য পিপলস লিবারেশন আর্মি ইনস্টিটিউটেও যাচ্ছেন।'

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ তার নৌ-শক্তি বাড়াতে চীনের কাছ থেকে ২০৩ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে দুটি সাবমেরিন কিনেছে। চীনের সরবরাহকৃত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, বিশেষত ট্রেইনার এয়ারক্রাফট ও নৌ-ফ্রিগেট পরিচালনা সংক্রান্ত কারিগরি জটিলতা সত্ত্বেও এটি এসেছে। চীনের সরবরাহকৃত এফ-৯০ ক্ষেপণাস্ত্রের প্রযুক্তিগত ত্রুটি নিয়ে গত বছরও বাংলাদেশে বিতর্ক হয়েছে। এতদসত্ত্বেও প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান এবং ভিগোরাস মিলিটারি পার্টনারশিপ বাড়বে, যা ভারতের জন্য একটি বাড়তি চাপ! এ বিষয়ে নয়াদিল্লির জওহরলাল ইউনিভার্সিটির চায়নিজ স্টাডিজের প্রফেসর ড. শ্রীকান্ত কোন্দাপল্লির বলেন, 'একটি মিসাইল ফ্যাসিলিটি স্থাপন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের অন্যান্য মিলিটারি এনগেজমেন্ট ভারতের বিরুদ্ধে চীনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর মধ্যদিয়ে চীন ভারতকে ওই শক্তিশালী সংকেত পাঠাচ্ছে যে, দেশটি এখন চীনের কক্ষপথেই রয়েছে। তিনি আরও বলেন, এটি বাংলাদেশিদের সেন্টিমেন্টকে প্রভাবিত করবে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চীনপন্থি গোষ্ঠীগুলোর উত্থানের মতো অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পুনর্গঠনের দিকে পরিচালিত করবে এবং দেশের অভ্যন্তরে চীনের ফুটপ্রিন্টকে শক্তিশালী করবে।

কোন্দাপল্লী বলেন, ঢাকা-বেইজিং বন্ধুত্ব ভারতের জন্য কোনো অস্তিত্বের হুমকি সৃষ্টি করে না। আমরা (ভারত) তাদের দুই দেশের মধ্যকার সামরিক অংশীদারিত্বে আপত্তিও করতে পারি না, কারণ তারা সার্বভৌম রাষ্ট্র। তবে এতে চীনের একটি নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকা উচিত।' বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার অতীত সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না উল্লেখ করে ওই স্কলার বলেন, বেইজিং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টির সমালোচনায় মুখর ছিল। এমনকি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তি ঠেকাতে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে তারা তাদের প্রথম ভেটো পাওয়ার প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৭৪ সালে উভয়ের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং একে অন্যের কাছাকাছি আসতে শুরু করে।

সেই সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ-এ যোগ দেয় বাংলাদেশ। রিপোর্ট মতে, কিছু বিশ্লেষক বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতাকে শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে দুর্বল করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দেখেন।

এ প্রসঙ্গে কাজাকিস্তান, সুইডেন ও লাটভিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকারী কূটনীতিক অশোক সাজ্জানহার বলেন, 'এ কারণেই তারা (বেইজিং) নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল এবং ২০২১ সালে বাংলাদেশকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোয়াডে যোগদান থেকে বিরত থাকতে (আগাম) হুমকি দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান চতুর্দেশীয় ওই ব্লক বা কোয়াডের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ বা কোয়াডের কোনো সদস্য-কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে (অন-রেকর্ড) স্বীকার করেনি যে, তারা ঢাকাকে কোয়াডের নতুন সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

ওই কূটনীতিক বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে নয়াদিল্লি যথাযথভাবে ঢাকায় তার নিজের অবস্থান জোরদার করছে। তার মতে, বাংলাদেশকে প্রতিরক্ষা সামগ্রী আমদানির জন্য ভারত ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা দিয়েছে। সেই ঋণের অর্থে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ১৮টি ১২০ মি.মি মর্টার পায়, যা ছিল ঢাকা-দিল্লির প্রতিরক্ষা খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার অংশ।

বিশেষজ্ঞদের সতর্কতা: দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাদের (চীন) চেকবুক ডিপ্লোমেসি এবং অস্ত্র সরবরাহকারী হিসেবে ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিপরীতে ভারতকে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে পথ চলতে হবে। এ বিষয়ে দিল্লির প্রাক্তন বিদেশ সচিব কানওয়াল সিবাল বলেন, চীনের আগ্রাসন এবং ভূ-রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা দক্ষিণ এশিয়াকে শক্তি প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে পরিণত করেছে। এ অবস্থায় চীনকে ভারতের কৌশলগত আঙ্গিনা থেকে দূরে রাখতে ভারতকে অবশ্যই ত্রিমুখী কৌশলে লড়তে হবে। কৌশল ৩টি হচ্ছে- এক. উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য অভ্যন্তরীণ নীতিগুলোকে সমুন্নত রাখা। দুই. সব প্রতিবেশীর সঙ্গে সক্রিয়তা এবং সদ্ভাব বজায় রেখে চলা এবং (তিন.) প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা।

তবে এ বিষয়ে নয়াদিল্লির জওহরলাল ইউনিভার্সিটির চায়নিজ স্টাডিজের প্রফেসর ড. শ্রীকান্ত কোন্দাপল্লির মত হচ্ছে- বেইজিংয়ের বিরুদ্ধে অবশ্যই পাল্টা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে দিল্লিকে। এশীয় অন্যান্য দেশগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। তিনি বলেন, 'আমরা ভারতের ডেভেলপ করা ক্ষেপণাস্ত্র যেভাবে ফিলিপাইনে পাঠাচ্ছি; একইভাবে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনামের মতো অন্যান্য চীন-বিরোধী দেশগুলোতে তা পাঠাতে পারি। এ ছাড়া ঢাকার সঙ্গে আমরা এমন এক সমীকরণ পুনঃস্থাপন করতে পারি, যাতে চীনের নাম উল্লেখ না করে এ সংক্রান্ত যৌথ বিবৃতি দেয়া হবে; যেখানে জোর দিতে বলা হবে দিল্লি বা ঢাকা কেউই এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে এমন কোনো কিছুতে আমরা (উভয়ে) সম্পৃক্ত হবো না।'

আমদানি আটকে গেছে র‍্যাবের

(প্রথম পাতার পর)

থাকলেও তা দেশে আনা যাচ্ছে না। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত র‍্যাবের নামে আর নতুন করে এলসি খোলাও যাবে না।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পুরোনো ৯টি এলসি নিয়ে সমস্যায় পড়েছে র‍্যাব। এর মধ্যে দুটি এলসির বিপরীতে সাইপ্রাস থেকে ২১ কোটি টাকার নজরদারি যন্ত্রপাতি প্রস্তুত রয়েছে; কিন্তু আনা সম্ভব হচ্ছে না। অন্য দুটি এলসির বিপরীতে ৩২ কোটি টাকার একই যন্ত্রপাতি দেশে এলেও বিল পরিশোধ করা যাচ্ছে না। আরও পাঁচটি এলসি নিয়ে প্রায় একই রকম সমস্যায় পড়েছে সংস্থাটি। সরকারের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিটের (সিপিটিইউ) ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ ও ২০২১ সালে এসব পণ্য আমদানির জন্য দরপত্র আহ্বান করেছিল র‍্যাব।

র‍্যাবের যে ৯টি এলসির দায় পরিশোধে সমস্যা হয়েছে, তার মধ্যে চারটির বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে। এ তালিকায় রয়েছে- মোবাইল কমিউনিকেশন অ্যানালাইজার, ব্যাকপ্যাক আইএমএসআই ক্যাচার, জিএসএম ইউএমটিএস ভেহিকুলার সাপোর্ট সিস্টেম এবং ব্রেইন ফিঙ্গারপ্রিন্ট। সাধারণভাবে মোবাইল ফোনে নজরদারি, ব্যক্তির অবস্থান শনাক্তের কাজে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এসব প্রযুক্তিপণ্য ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে প্রথম তিনটি পণ্যের উৎপাদনকারী দেশ সাইপ্রাস। তবে পণ্য আসার কথা সিঙ্গাপুর থেকে। শেষ পণ্যটির জন্য এলসি খোলা হয়েছে যুক্তরাজ্যের সরবরাহকারীর অনুকূলে। এর বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি, চীনের দুটি এবং অস্ট্রেলিয়ার একটি এলসির ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছে, নাম প্রকাশ না করার শর্তে দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

সিপিটিইউর ওয়েবসাইটে এসব পণ্য ক্রয়কারী সত্তা হিসেবে নাম রয়েছে র‍্যাবের মহাপরিচালকের। চার পণ্যের মধ্যে মোবাইল কমিউনিকেশন অ্যানালাইজার এবং ব্যাকপ্যাক আইএমএসআই ক্যাচার কেনার ক্ষেত্রে এক ধাপ, দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এর অর্থের উৎস সরকারের অনুন্নয়ন ব্যয় খাত। এ ছাড়া জিএসএম ইউএমটিএস ভেহিকুলার সাপোর্ট সিস্টেম ও ব্রেইন ফিঙ্গারপ্রিন্ট কেনার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এর অর্থ এসেছে সরকারের উন্নয়ন বাজেট থেকে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানার সোনালী ও জনতা ব্যাংকে এলসি খোলা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, র‍্যাবের পণ্য আমদানির এলসির বিল পরিশোধ করতে না পারার বিষয়টি তারা এরই মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানিয়েছেন। তবে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে বিকল্প কোনো উপায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের জানায়নি। নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরণ করতে বলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে অর্থ পরিশোধ করলে সেই ব্যাংকও কালো তালিকায় পড়ার আশঙ্কা থাকে।

ওই কর্মকর্তা জানান, বৈদেশিক বাণিজ্যের বড় অংশই নিষ্পত্তি হয় ডলারে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকগুলোর নস্ট্রো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এসব লেনদেন করা হয়। যে কারণে র‍্যাবের পরিশোধের ক্ষেত্রে হয়তো সমস্যা হয়ে থাকতে পারে।

সূত্র জানায়, ১৭ কোটি ৯৮ লাখ টাকা ব্যয়ে মোবাইল কমিউনিকেশন অ্যানালাইজার কিনতে এলসি খোলা হয়। এ জন্য ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারীতে দরপত্র আহ্বান করে র‍্যাব। এতে গুলশানের থ্রিসিক্সটি টেকনোলজিস নামের লোকাল এজেন্ট এবং সিঙ্গাপুরের প্যানমার্ক ইমপেক্স বিদেশি এজেন্ট মনোনীত হয়। সোনালী ব্যাংকের ঢাকার ওয়েজ আর্নার করপোরেট শাখার মাধ্যমে এলসির বিদেশি ব্যাংক ছিল এইচএসবিসি সিঙ্গাপুরের একটি শাখা।

সোনালী ব্যাংকের একই শাখার মাধ্যমে ব্যাকপ্যাক আইএমএসআই ক্যাচার কিনতে দুই কোটি ৯৯ লাখ টাকার এলসি খোলা হয়। এই পণ্য কেনার দরপত্র আহ্বান করা হয় ২০২০ সালের ডিসেম্বরে। বনানীর ফাগুন ট্রেডিং লোকাল এজেন্ট এবং সিঙ্গাপুরের প্যানমার্ক ইমপেক্স বিদেশি এজেন্ট ছিল। পণ্য দুটি শিপমেন্টের তারিখ ছিল গত ২৬ জানুয়ারি। জাহাজীকরণের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২৫ ফেব্রুয়ারি। প্রাক্-জাহাজীকরণ পরিদর্শন রিপোর্ট ব্যতীত পণ্য ছাড় করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের কপি জমা দেওয়া হয়েছে। কোনো বিল পরিশোধ করা যায়নি। শিপমেন্টের তারিখ পার হলেও সাইপ্রাস থেকে মালপত্র জাহাজীকরণ হয়নি।

জিএসএম ইউএমটিএস ভেহিকুলার অ্যাকটিভ সাপোর্ট সিস্টেম কিনতে গত বছরের মার্চে দরপত্র আহ্বান করে র‍্যাব। সোনালী ব্যাংকের বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ শাখার মাধ্যমে এইচএসবিসি ব্যাংকের সিঙ্গাপুরের একটি শাখায় এলসি খোলা হয়। এলসি মূল্য ছিল ২৯ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। এ পণ্যের উৎপাদনকারী দেশও সাইপ্রাস। লোকাল এজেন্ট গুলশান-১ নম্বরের থ্রিসিক্সটি টেকনোলজিস এবং বিদেশি এজেন্ট সিঙ্গাপুরের প্যানমার্ক ইমপেক্স। গত বছরের ২৫ নভেম্বরের মধ্যে এই যন্ত্র দেশে এসেছে। এর বিপরীতে ১০ শতাংশ অর্থ পরিশোধ করলেও বাকি অর্থ পরিশোধ করতে পারছে না।

যুক্তরাজ্য থেকে 'ব্রেইন ফিঙ্গারপ্রিন্ট' আমদানির দরপত্র আহ্বান করা হয় গত বছরের মার্চে। দুই কোটি ৩৭ লাখ টাকায় এ পণ্য কেনার জন্য জনতা ব্যাংকের পুরানা পল্টনের ফরেন এক্সচেঞ্জ করপোরেট শাখায় এলসি খোলা হয়। এলসির বিদেশি ব্যাংক জনতা ব্যাংক আবুধাবি শাখা। পণ্য জাহাজীকরণের তারিখ ছিল গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি। এই পণ্যটিও দেশে আনার পর এনডোর্সমেন্টের মাধ্যমে ১০ শতাংশ বিল পরিশোধ হয়েছে। এখন বাকি ৯০ শতাংশ বিল পরিশোধে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশি এজেন্ট ছিল মিরপুরের সাউথ এশিয়ান সফটওয়্যার অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন। আর বিদেশি এজেন্ট দুবাইয়ের স্পিডপিয়াল ট্রেডিং।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক দুই কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আমাদের দেশের ব্যাংকের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা পরিপালনের আইনি কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এখানকার ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যের বড় অংশই যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আবার ইউএস প্যাট্রিয়েট অ্যাক্টের আওতায় দেশটির নিষেধাজ্ঞায় থাকা সত্তার অনুকূলে লেনদেন করলে তারা ব্যবস্থা নিতে পারে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, আমদানিকারকের সঙ্গে রপ্তানিকারকের সম্পর্কের ভিত্তিতে পণ্যমূল্য পরিশোধ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে পুরো অর্থ অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। কখনও পণ্য আসার আগে আংশিক পরিশোধ করতে হয়। তবে সাধারণভাবে পণ্য দেশে আসার সর্বোচ্চ ১৮০ দিনের মধ্যে পুরো বিল পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অবশ্য করোনার কারণে নীতি শিথিলতার ফলে আগামী জুন পর্যন্ত আমদানি দায় পরিশোধে ২৭০ দিন পর্যন্ত সময় দেওয়া আছে। কোনো কারণে নির্ধারিত সময়ে পুরো বিল পরিশোধ না হলে দেশের ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে গত বছরের ১০ ডিসেম্বর র‍্যাব এবং সংস্থাটির সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির ট্রেজারি বিভাগ ও পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে আলাদাভাবে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি জানানো হয়। ট্রেজারি বিভাগের নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা কর্মকর্তারা হলেন- র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও পুলিশের বর্তমান মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদ, র‍্যাবের বর্তমান মহাপরিচালক (ডিজি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স) খান মোহাম্মদ আজাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স) তোফায়েল মোস্তাফা সরোয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স) মো. জাহাঙ্গীর আলম ও সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স) মো. আনোয়ার লতিফ খান।

দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের আলাদা এক ঘোষণায় বেনজীর আহমেদ এবং র‍্যাব-৭-এর সাবেক অধিনায়ক মিফতাহ উদ্দীন আহমেদের ওপর দেশটিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। ২০১৮ সালের মে মাসে কক্সবাজারের টেকনাফে পৌর কাউন্সিলর একরামুল হককে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে সম্পৃক্ততার জন্য এ দুজনের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থার কথা জানানো হয়। বিষয়টি সুরাহার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে নেলসন মুলিন্স নামের একটি লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ করেছে সরকার। প্রতি মাসে ২০ হাজার ডলারে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে এক বছরের চুক্তি করা হয়েছে বলে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিকদের জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম।

র‍্যাবের বক্তব্য: আমদানি দায় পরিশোধ করতে না পারার বিষয়ে র‍্যাবের মহাপরিচালক (ডিজি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে টেলিফোন করে জানতে চাইলে তিনি সংস্থাটির মুখপাত্রের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন সমকালকে জানান, র‍্যাব খুব বেশি জিনিস আমদানি করে, তেমন নয়। র‍্যাবের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিস আসে পুলিশ সদর দপ্তরের মাধ্যমে। শুধু গোয়েন্দা সরঞ্জাম আলাদাভাবে কেনা হয়।

তিনি বলেন, এর আগে বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিভিন্ন সরঞ্জাম কেনার ধারাবাহিকতায় এবারও দেশটির কিছু দরপত্র গ্রহণ করা হয়। এটা করা হয়েছিল নিষেধাজ্ঞার আগে। নিষেধাজ্ঞার পর এখন যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক দরপত্রের বিপরীতে সরাসরি পরিশোধে সমস্যা হচ্ছে। তবে এমন না যে, জিনিস আসেনি বা আর আসবে না। বরং পরিশোধ পদ্ধতি কী হবে, কীভাবে পরিশোধ করা হবে- এসব নিয়ে আমাদের ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির সঙ্গে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের আলোচনা চলছে।

সাইপ্রাসে উৎপাদিত সরঞ্জাম সিঙ্গাপুর থেকে আমদানি এবং যুক্তরাজ্য থেকে আমদানির দায় পরিশোধে সমস্যার বিষয়ে জানতে চাইলে খন্দকার আল মঈন বলেন, মূল সমস্যা যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক পণ্যের পরিশোধের ক্ষেত্রে। যেহেতু আমাদের পণ্য কেনা হয় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে। দেখা গেল নিলামে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠান কাজটি পেয়েছে। কিংবা পণ্যটি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক। তবে সরাসরি তারা অংশ না নিয়ে হয়তো অন্য দেশে নিবন্ধিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ক্রয়াদেশ পেয়েছে।

বিশ্বে হঠাৎ খারাপ লোকের সংখ্যা বাড়ছে কেন?

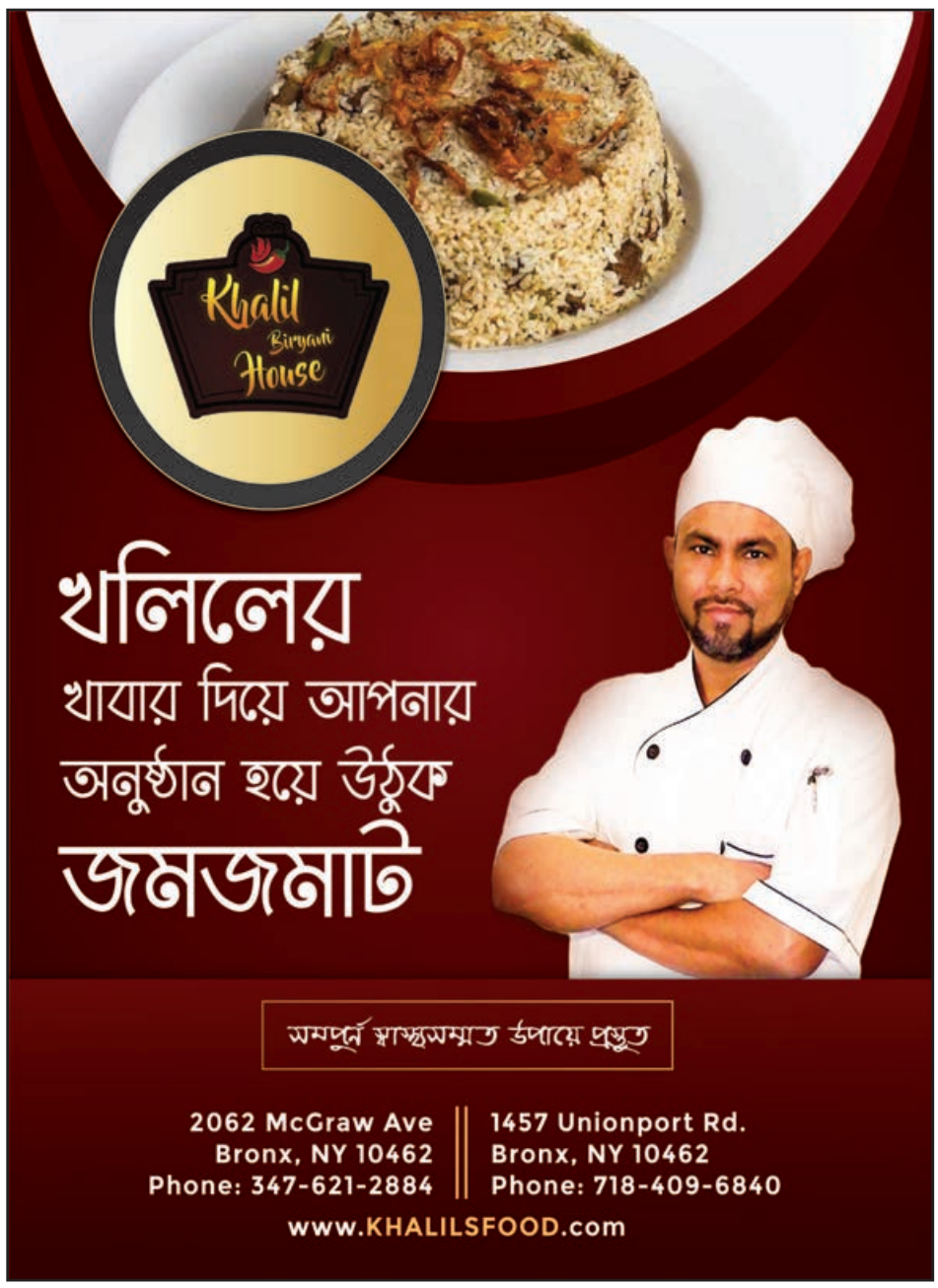
(প্রথম পাতার পর)

তবে আরও বিস্ময়কর বিষয় হল যে পুতিন কিন্তু একা নন। আমাদের বিশ্ব আজ পুতিনের মতোই কর্তৃত্ববাদী, জাতীয়তাবাদী এবং স্বৈরচারী শাসক দ্বারা পরিপূর্ণ। যাদের জন্য আমরা আজ গণতন্ত্রবিরোধী এক সমাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের চেয়েও আরও বড় কিছু অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য -তা হল সভ্যতা এবং মানবজাতির আবেগের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। এই রূপান্তর আমাদের ঘোর অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। শুধু তাই নয় কর্তৃত্ববাদ এবং দুর্নীতি কিছু অসাধু মানুষ বাদ দিয়ে বাকিদের জীবন দুঃসহ করে তোলে। স্বৈরাচার কোনো সমাজের ভিত্তি হতে পারে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথায় আসা যাক। এটা সত্য যে ৮০ বছর আগে হিটলার, মুসোলিনি, ইম্পেরিয়াল জাপান এবং তাদের হাতের পুতুলরা একটি নৃশংস বিশ্বযুদ্ধ চালিয়েছিল। তাদেরকে খুনি হিসেবেও বর্ণনা করা যায়। কিন্তু সেদিনের স্বৈরাচারী শক্তিগুলি আজকের কর্তৃত্ববাদীদের তুলনায় বিশ্ব জনসংখ্যার অনেক কম অংশ নিয়ন্ত্রণ করেছিল। আজকের বিশ্ব - পুতিন, শি, বলসোনারো, এরদোগান, অরবান, খামেনির মত কয়েক ডজন স্বৈরশাসক দ্বারা পরিপূর্ণ। এদের মধ্যে কেউ সামরিক স্বৈরশাসক, কেউ জনপ্রিয়ভাবে নির্বাচিত এবং কেউ নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা মানবজাতি নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে এদের মধ্যে মিল আছে তা হল- বিশ্ববাদের প্রতি ঘৃণা, মানবাধিকার এবং মিডিয়াকে দমন , রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কারাগারে পাঠানো, কখনো কখনো তাদের হত্যা করা। ঠিক যেমনটা এখন ইউক্রেনে চলছে। সবচেয়ে জনবহুল ১০ টি দেশের দিকে তাকানো যাক: চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ব্রাজিল, নাইজেরিয়া, বাংলাদেশ, রাশিয়া এবং মেক্সিকো। ১০ টি সবচেয়ে জনবহুল দেশের জন্য, মাত্র চারটি; যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রাজিল (যা গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য স্বৈরশাসনের মধ্য দিয়ে গেছে) গণতান্ত্রিক দেশগুলির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। বাকিরা সবাই তালিকার নিচে, ১৭৯ টি দেশের মধ্যে ১৭২ নম্বরে চীন এবং ১৫১ নম্বরে আছে রাশিয়া। এই রিপোর্ট তৈরী করেছে Varieties of Democracy বা-উবস নামে একটি সুইডিশ এনজিও। ভি-ডেম দেখেছে যে বিশ্বের ৭০ %, বা ৫.৪ বিলিয়ন মানুষ স্বৈরাচারী জীবনযাপন করছে, যা ২০১১ সালে ছিল ৪৯ %। প্রতিবেদনে আরও দেখা গেছে যে শুধুমাত্র ১৫ টি দেশ গণতন্ত্রীকরণ করছে- যা বিশ্বের জনসংখ্যার ৩ % কভার করে।

এটি কেন ঘটছে?

ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তির পরে গণতন্ত্রের এমন একটি বিস্ফোরণ দেখা গিয়েছিল যার পর সম্ভবত আমরা একটি স্বাভাবিক বসতি স্থাপন করতে পেরেছি। একই সময়ে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে গণতন্ত্রের পাল্লা এখনও স্বৈরাচারের চেয়ে বেশি ভারী। বলছেন মিশিগান স্টেটের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক এরিকা ফ্রান্টজ। ফ্রান্টজ আরও মনে করেন পুতিনের আগ্রাসন হয়তো শেষ পর্যন্ত ব্যাকফায়ার করতে পারে এবং কর্তৃত্ববাদের অগ্রগতিকে ধীর করে দিতে পারে। পেন স্টেটের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক জোসেফ রাইট আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, অতিরিক্ত সম্পদের চাহিদা থেকেই জন্ম নিয়েছে স্বৈরাচার। পুতিনের মতো লোকদের এই ধরনের আক্রমনা





IRS Enrolled Agent



Md. Chowdhury Nizam, CEO
BS in Accounting (CUNY)
MBA in Finance (CU)

Contact
917-856-8809
718-350-1323
info@itradeincs.com
www.itradeincs.com

37-66, 72nd St, 3FL
Jackson Heights
New York- 11372

iTrade Inc

আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

আমাদের সেবাসমূহ: IRS e-file



- ট্যাক্স ফাইল
- একাউন্টিং এন্ড পেরোল
- সিটিজেনশীপ ফরম পুরন
- ইমিগ্রেশন ভিসা আবেদন
- গ্রীনকার্ড নবায়ন আবেদন
- হাউজিং এর আবেদন
- সিটি, স্টেট ও ফেডারেল জব সহায়তা

AICPA Member of American Institute of CPAs®

IRS ENROLLED AGENT

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে নবান্ন রেস্টুরেন্ট এর
পক্ষ থেকে প্রবাসের সকল ভাই-বোনদের জানাই

রমজানুল মোবারক

স্বাগতম মাহে রমজান

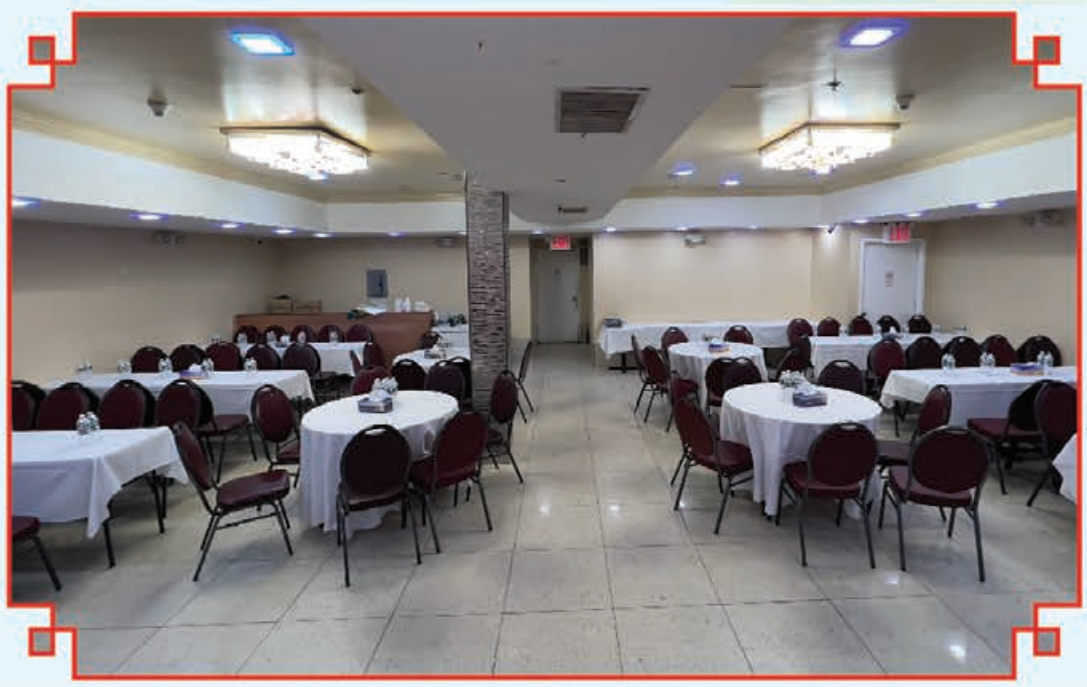
১০% ছাড়ে পার্টি হলের
অগ্রিম বুকিং চলছে

917 580 6565

সুলভে ঐতিহ্যবাহী ইফতারীর সুস্বাদু আয়োজন









নবান্ন পার্টি সেন্টার বুকিং ও যেকোন ক্যাটারিং এর জন্য যোগাযোগ করুন ৯১৭ ৫৮০ ৬৫৬৫

NABANNO RESTAURANT & PARTY CENTER

Nabanno Restaurant & Party Center

37-22 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 718-734-6000, Cell: 917-580-6565 (Shimul)

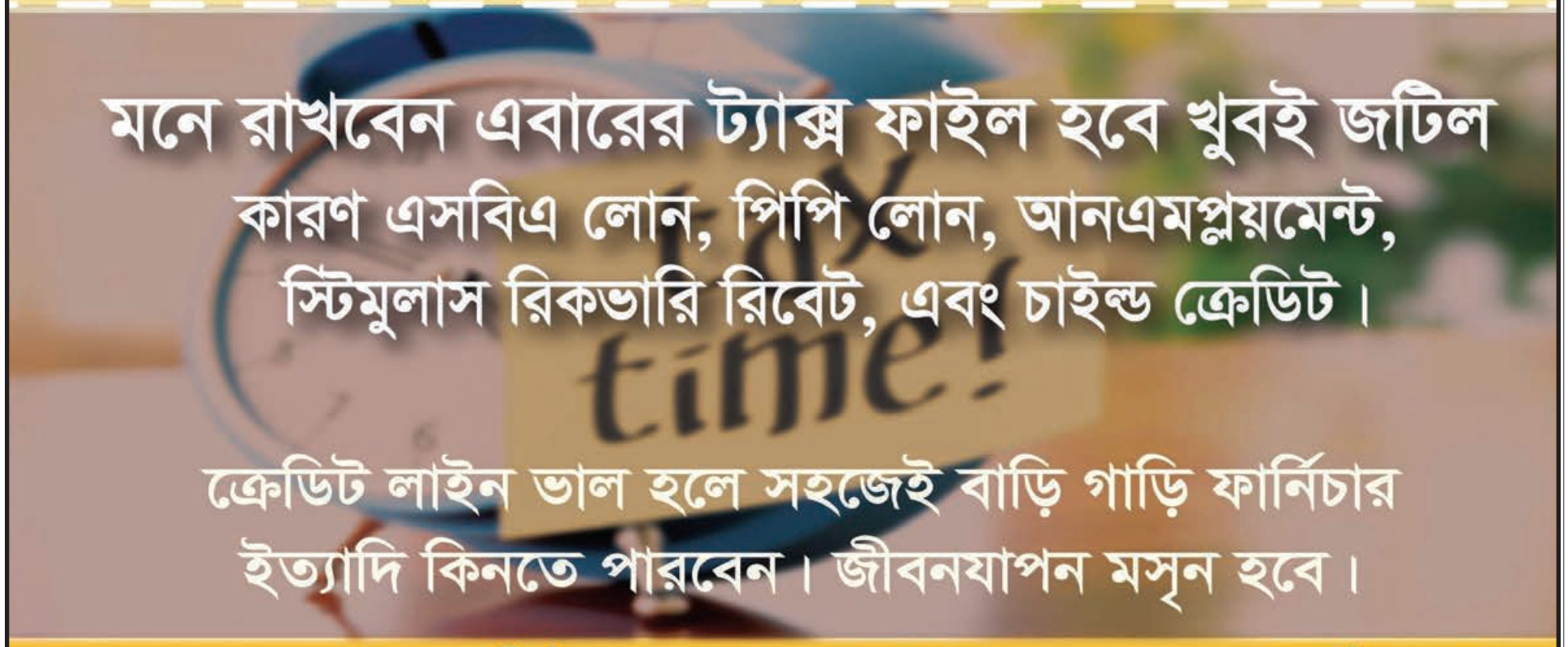
www.nabannorestaurant.com

সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ
দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।
যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।



মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল
কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট,
স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার
ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে
আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.

Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com





টাঙ্গাইল সোসাইটির সাধারণ সভা ২০ মার্চ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলাসীদের সামাজিক সংগঠন টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র সাধারণ সভা আগামী ২০ মার্চ রোববার। এদিন সন্ধ্যা ৬টায় জামাইকার পার্সন্স বুলেবার্ডস্থ নবাবী রেষ্টোরেন্টে সভাটি অনুষ্ঠিত হবে বলে অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সংগঠনের কার্যকরী কমিটির এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। খবর ইউএনএ'র।

টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কার্যকরী কমিটির সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মনিরুজ্জামান আরিফ। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী সাধারণ সভায় ২০২২-২০২৩ সালের নতুন কমিটি গঠন করা হবে। এছাড়াও আগামী দুই বছরের জন্য সোসাইটির কর্ম পরিকল্পনাও নির্ধারণ করা হবে বলে সকল প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীকে সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অনুরোধ জানিয়েছেন।



ব্যবহৃত বা ইউজড কারের জন্য চাকা কেনার সময় কিভাবে ঝামেলা এড়াতে হয়

করোনা মহামারির সময় ব্যবহৃত অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। এর উৎকর্ষ সাধনের জন্য অর্থও ব্যয় করতে হয়েছে। তাই চালনাকালে আপনি অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন। প্রকৃতপক্ষে আপনার আগ্রহান্বিত কারের মূল্য দিয়ে অনুসন্ধান শুরু করুন। অতঃপর কার কেনার আগেই অর্থের যোগানদাতার সন্ধান করুন- ব্যাঙ্ক, ক্রেডিট ইউনিয়ন, ফাইন্যান্সিং (অর্থ লগ্নিদাতা) কোম্পানীগুলোর সাথে যোগাযোগ করুন। ডিলারের (ব্যবসায়ির) মাধ্যমে আপনাকে অর্থের যোগান দিতে হবেনা।



যখন মনে করবেন আপনার পছন্দের কার পেয়ে গেছেন তখন



- **ডিলার বা ব্যবসায়িকে কল করুনঃ** আপনি ডিলারশিপ বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার আগেই লটে আপনার পছন্দের কারটি বাস্তবে আছে কি-না তা নিশ্চিত হোন এবং আউট-দ্য-ডুর (দরজার বাইরের) দাম কত তা লিখিতভাবে জেনে নিন।



- **যানবাহনটির ঐতিহাসি রিপোর্ট বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করুন এবং ক্রয় নির্দেশিকা বা গাইড যাচাই করুনঃ** রিপোর্ট বা প্রতিবেদন থেকে কারের ইতিহাস জানা যাবে এবং ওয়ারেন্টী আছে কি-না কিংবা যেভাবে আছে সেভাবেই বিক্রি হবে তা নির্দেশিকা বা গাইড থেকে জানা যাবে।



- **ডিলারের সাথে ফ্যাইন্যান্সিংয়ের (অর্থের যোগানদানের) ব্যাপারে কথা বলতে চাইলে প্রথমেই আউট-দ্য-ডুর প্রাইস (দরজার বাইরের) দাম সম্পর্কে আলোচনা করুনঃ** এর অর্থ ট্যাক্স, ফীসহ মোট কত খরচ হবে তা ফাইন্যান্সিংয়ের আগেই জেনে নিন।



- **আরও কিছু যোগ করার আগেই না বলা সঠিক কিংবা বড় জোর দাম জেনে নিন।** কারের সাথে ডিলার এক্সটেন্ডেড (সম্প্রসারিত) ওয়ারেন্টী ও সার্ভিস চুক্তির মত বাড়তি কিছু পরিষেবার প্রস্তাব করবে। সেগুলো আপনি জানেন এবং তাতে কত খরচ হবে এবং এই বাড়তি ব্যয়ের ফলে আপনার মাসিক কিস্তি কিভাবে বদলে যাবে তা পুরোপুরি নিশ্চিত হোন।



- **খরিদ এবং ফাইন্যান্সিং পেপারে স্বাক্ষর করার আগেই শর্তগুলো আবার পর্যবেক্ষণ করুনঃ** আপনি যে সকল শর্তে রাজি হয়েছেন সংগুলো লিখা হয়েছে- এ বিষয়ে নিশ্চিত হোন। মৌখিক প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা কঠিন। এফটিসি.গভ/উইজডকারস থেকে আরও কিছু জেনে নিন। ভূয়া বা খারাপ ব্যবসায়িক অনুশীলনের কোন কিছু শনাক্ত করতে পারলে তা রিপোর্টফ্রড/এফটিসি.গভ এ ফেডারেল ট্রেড কমিশনকে অবহিত করুন।

FEDERAL TRADE COMMISSION

আরও জেনে নিন visit **ftc.gov/usedcars.**
কোন কিছু ভূয়া শনাক্ত করতে পারলে তা ফেডারেল ট্রেড কমিশনকে অবহিত করুন **ReportFraud.ftc.gov**

সৈয়দ কাউছার আটলান্টিক সিটি মিউনিসিপ্যাল

(৪ পাতার পর)

আটলান্টিক সিটিতে বসবাসরত বাংলাদেশী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও আটলান্টিক সিটির ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া উপস্থিত ছিলেন। শপথ গ্রহন শেষে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সৈয়দ মোহাম্মদ কাউছারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। জানা যায়, সৈয়দ মোহাম্মদ কাউছারের নাম প্রস্তাবনায় কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি আটলান্টিক সিটি মিউনিসিপ্যাল ইউটিলিটি অথরিটির বোর্ড মেম্বারের সন্মানজনক এই পদটি পেয়েছেন।

ইতিপূর্বে আটলান্টিক সিটি মিউনিসিপ্যাল ইউটিলিটি অথরিটির বোর্ড মেম্বার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন মোহাম্মদ দিদার। বর্তমানে আটলান্টিক সিটি মিউনিসিপ্যাল ইউটিলিটি অথরিটির বোর্ড মেম্বার হিসাবে বিশিষ্ঠ দুইজন বাংলাদেশীর নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্টের নিউজার্সীর আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশীদের এগিয়ে যাওয়ার গল্পের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

এদিকে সৈয়দ মোহাম্মদ কাউছারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মাষ্টার্স এলামনাই এসোসিয়েশন অব নিউজার্সীর সভাপতি আকবর হোসাইন ও সাধারন সম্পাদক মীর হোসাইন, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সভাপতি শহীদ খান, ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য সাব্বির ভূইয়া, সিনিার সহ-সভাপতি মিরাজ খান, সাংগাঠনিক সম্পাদক ফরহাদ সিদ্দিক, সাউথজার্সী মেট্রো আওয়ামী লীগ সভাপতি শামসুল ইসলাম শাহজাহান, নিউজার্সী ষ্টেট জাসাস সভাপতি হূমায়ুন কবির রানা, সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সীর সিনিয়ার সহ-সভাপতি নুরুন্নবী চৌধূরী শামীম, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি অব নিউজার্সী সাউথের সাধারণ সম্পাদক রহমান বাবুল, নিউজার্সী বিএনপি নেতা এম এইচ রেজা, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির প্রাক্তন সভাপতি এবং সন্দীপ সোসাইটি অব নিউজার্সীর সাধারণ সম্পাদক সেলিম সুলতান, আটলান্টিক সিটি গীতা সংঘের ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য বিপ্লব বরন দাশ, জালালাবাদ সোসাইটি অব সাউথজার্সীর সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শহীদ, এশিয়ান আমেরিকান সোসাইটি অব আটলান্টিক সিটির সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া, বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব অব আটলান্টিক সিটির সভাপতি ফারুক তালুকদার, আলহেরা মসজিদের ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস, আলহেরা মসজিদের প্রাক্তন সভাপতি জসিম উদ্দিনসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।









আনুষ্ঠানিকভাবে শাহ নেওয়াজ

(শেষের পাতার পর)

দেশী-বিদেশী বিপুল সংখ্যক আমেরিকান। আগামী ২৮ জুন এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, ২৪ ডিস্ট্রিক্ট এ'র অধীনে এলাকাগুলো হচ্ছে: জ্যামাইকা, ব্রায়ারউড, কিউ গার্ডেন, ফ্রেশ মিডোস, হিল ক্রেইস্ট, জ্যামাইকা এস্টেট, জ্যামাইকা হলিস, কুইন্স ভিলেজ। খবর ইউএনএ'র।

সিটির উডসাইডস্থ কুইন্স প্যালেস মিলনায়তনে বৃহস্পতিবার (১০ মার্চ) সন্ধ্যায় স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট ২৪ থেকে ডিস্ট্রিক্ট লীডার পদপ্রার্থী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, নিউইয়র্ক ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ এবং গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার-এর কর্ণধার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট লায়ন শাহ নেওয়াজ-এর সমর্থন আয়োজিত 'মিট অ্যান্ড গ্রীল' অনুষ্ঠানে বক্তারা তাকে সমর্থনের কথা জানান এবং ভোট দিয়ে তাকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান। ফ্রেন্ডস ফর শাহ নেওয়াজ-এর ব্যানারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বাইবেল থেকে পাঠ করার পর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন আইটিভি'র পরিচালক মওলানা মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন শাহ নেওয়াজ-এর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির ক্যাম্পেইন ডিরেক্টর জেনারেল আব্দুর রশীদ। এছাড়াও শাহ নেওয়াজ-এর সামাজিক ও মূলধারায় কর্মকান্ড ডিজিটাল স্লাইড শোর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শাহ নেওয়াজকে কমিউনিটির বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তিনি এতোদিন কমিউনিটিকে দিয়ে এসেছেন, এখন সময় এসেছে তাকে দেওয়ার। তাছাড়া মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশী কমিউনিটি এগিয়ে চলেছে। কমিউনিটির এই চলার পথে নেতৃত্ব দিতে শাহ নেওয়াজ-এর মতো ডায়নামিক, এনার্জেটিক, ফ্যামিলিম্যান ও বন্ধুবৎসল নেতার প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে শাহ নেওয়াজ তার বক্তব্যে নিউইয়র্ক সিটির আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪-কে সুন্দর, শান্তিময় এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে তাকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যদিও এই দায়িত্ব পালন সহজ নয়, বরং চ্যালেঞ্জিং। সবার সহযোগিতা পেলে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব।

নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩৫ এর অ্যাসেম্বলী মেম্বার পদপ্রার্থী ও সাবেক ষ্টেট সিনেটর হাইরাম মানসেরাত, অপর অ্যাম্বেলীম্যান পদপ্রার্থী এটর্নী এলবার্ট বালডিও সহ মূলধারার বিপুল সংখ্যক নেতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তাকে সমর্থন জানান এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, আগা মোহাম্মদ সালেহ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, রিপাবলিকান নাসির আলী খান পল, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার, আব্দুর রহীম হওলাদার, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ আলী ও আহসান হাবীব, বাংলাদেশী-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব নিউইয়র্ক-এর সভাপতি লায়ন আহসান হাবীব, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ নিশান রহীম, জেবিবিএ'র একাংশের সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, জেবিবিএ'র অপরাংশের সভাপতি হারুন ভূইয়া এবং সাধারণ সম্পাদক ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফাহাদ সোলায়মান, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আসিফ বারী টুটুল, ফিরোজ আলম, মাকসুদুল হক চৌধুরী, জে মোল্লা সানি, এম কে জামান, হাসান জিলানী, জেড আলম নমি, নুরুল আজিম, আমীন মেহেদী বাবু, এএফ মিসবাহউজ্জামান, সৈয়দ রাব্বী, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মইনুল ইসলাম, শো টাইম মিউজিক-এর কর্ণধার আলমগীর খান আলম, সঙ্গীত শিল্পী সেলিম ইব্রাহীম, শেখ গালিব রহমান প্রমুখ। এছাড়ও পরিবারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব শাহ নেওয়াজ-এর কন্যা সাদিয়া নেওয়াজ জারিন। যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রবাসের বিশিষ্ট উপস্থাপক আশরাফুল হাসান বুলবুল ও বিশিষ্ট নিউজ প্রেজেন্টার দিমা নেফারতিতি।

দ্বিতীয় পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রিজিয়া পারভীন ছাড়াও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে চন্দন চৌধুরী, রানো নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, কামরুজ্জামান বকুল, শামীম সিদ্দিকী, চন্দ্রা রায়, ফারজানা ইয়াসমীন তুলি, অনিক রাজ। এই পর্ব উপস্থাপনায় ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা মনিকা রায়।

অনুষ্ঠানে জনাব শাহ নেওয়াজের জন্য ফান্ড রেইজও করা হয়। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ছবি: নিহার সিদ্দিকী

আপনি COVID-19 চিকিৎসার জন্য যোগ্য হতে পারেন

যারা COVID-19 এর পরীক্ষায় ইতিবাচক ফল লাভ করেছেন তারা হয়তো উপসর্গ নিয়ে সহায়তার জন্য এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এড়াতে আউটপেশেন্ট চিকিৎসা পেতে পারেন। উপসর্গ শুরু হওয়ার পরে দ্রুত শুরু করলে চিকিৎসা সব চেয়ে ভালো কাজ করে, অতএব অবিলম্বে পরীক্ষা করান।

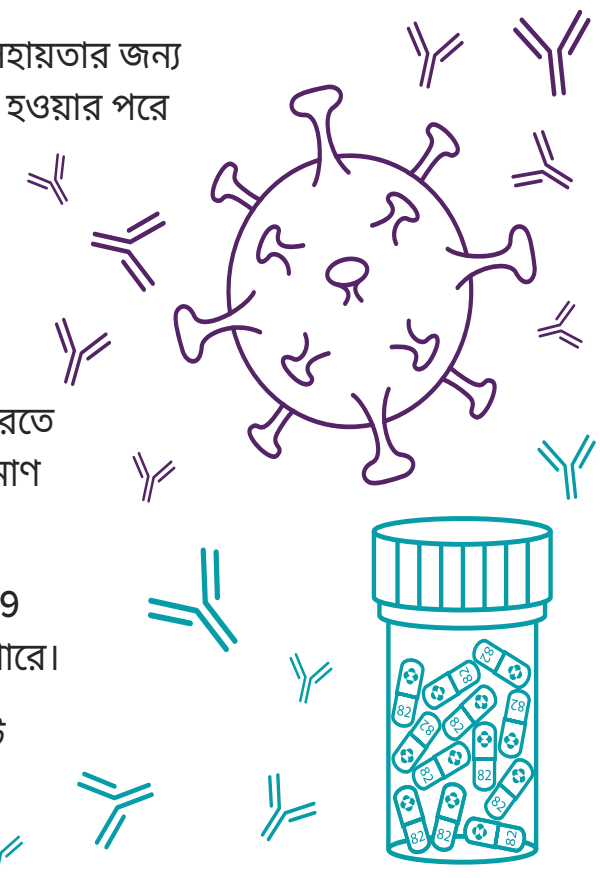
মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি চিকিৎসা একটি এককালীন IV বা ইনজেকশন COVID-19 এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করার জন্য যখন আপনার রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম তার নিজের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে।

মুখে খাওয়ার অ্যান্টিভাইরাল বড়ি পাঁচ দিনের জন্য নেওয়া হয় এবং ভাইরাসটি বন্ধ করতে এবং সেটি রেপ্লিকেট করা বন্ধ করতে সাহায্য করে, যা আপনার শরীরের ভাইরাসের পরিমাণ হ্রাস করে। বর্তমানে দুটি অনুমোদিত বড়ি আছে - প্যাক্সলভিড এবং মোলুনপিরাভির

মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এবং মুখে খাওয়া অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা আপনার COVID-19 এর কারণে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এড়াতে পারে।

COVID-19 চিকিৎসাগুলি টিকাকরণের বিকল্প নয়। COVID-19 টিকা এবং বুস্টার শট COVID-19 এর কারণে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার বিরুদ্ধে সেরা সুরক্ষা হয়ে রয়েছে।

আপনার যদি COVID-19 এর উপসর্গ থাকে, বা আপনি যদি ইতিবাচক পরীক্ষার ফল লাভ করে থাকেন, আপনার চিকিৎসকের সাথে কথা বলুন, বা 212-268-4319 এ কল করুন।



NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY

NYC Health



সুচরিতা, ডিপজল, অরুণা বিশ্বাস, জায়েদ খান ও জয় চৌধুরীকে শপথবাক্য পড়াচ্ছেন নবনির্বাচিত সভাপতি ইলিয়াস কাঞ্চন। ছবি : সংগৃহীত



শপথ নেওয়া শিল্পী সমিতির নতুন কমিটির ৫ সদস্যকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিলেন ইলিয়াস কাঞ্চন। পাশে আছেন আগে শপথ নেওয়া অঞ্জনাও। ছবি : সংগৃহীত।

আদালতের রায়ের কপি দেখিয়ে শপথ নিলেন জায়েদ

বিনোদন ডেস্ক: উচ্চ আদালতের রায়ের পর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের চেয়ারে বসতে আর বাধা রইলো না জায়েদ খানের। ২৮ জানুয়ারীর শিল্পী সমিতির নির্বাচনের ৩৫ দিন পর অনেক ঝড়-ঝাপ্টা পেরিয়ে অবশেষে শপথ নিলেন জায়েদ খান। তার সঙ্গে আরো শপথ নেন তাঁর প্যানেলের বিজয়ী ডিপজল, সুচরিতা, অরুনা বিশ্বাস ও জয় চৌধুরী। শুক্রবার (৪ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এফডিসিতে তাদের শপথ পাঠ করান শিল্পী সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি ইলিয়াস কাঞ্চন।

শপথ পাঠ করানোর আগে ইলিয়াস কাঞ্চন গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আমরা কার্যক্রম চালিয়ে যাব। গঠনতন্ত্রের বাইরে আমাদের যাওয়ার সুযোগ নেই। সাধারণ সম্পাদক পদটি নিয়ে জটিলতা ছিল। জায়েদ খান আমাকে আদালতের রায়ের সার্টিফায়েড কপি দেখিয়েছে, তাই তাকে আমি শপথ পাঠ করাচ্ছি। আদালতের রায় তো আর অমান্য করতে পারি না।'

সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার কারণে এর আগে শপথ নিয়েছিলেন ১১ জন সদস্য। তবে তাতে অংশ নেননি ২৮ জানুয়ারীর নির্বাচনে মিশা সওদাগর-জায়েদ খান প্যানেলের জয়ী কেউই। সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে সুরাহা না হওয়া এবং জায়েদ খান তার চেয়ার ফিরে না পাওয়ায় কেউই আপাতত শপথ নিতে চান না। তবে পরবর্তী সময়ে ব্যতিক্রম হিসেবে তাদের প্যানেল থেকে শপথ নেন অঞ্জনা। আর এবার শপথ নিলেন জায়েদ খানসহ মোট পাঁচজন।

এর আগে জায়েদ খান বারবার বলেছিলেন, শিল্পী সমিতির গঠনতন্ত্রে শপথ নেওয়ার কোনো বিধান নেই। এবার নিজেই শপথ নিলেন। জায়েদ জানান, 'মূলত শিল্পী সমিতির প্রথম মিটিং ডেকেছেন সভাপতি ইলিয়াস কাঞ্চন। সেই সুবাদে আমরা শপথগ্রহণ করে নিয়েছি। তবে মিশা-জায়েদ প্যানেলের জয়ী সদস্য মৌসুমী, রুবেল, আলীরাজ, রোজিনা ও চুন্নু এখনো শপথ নেননি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হলেন বিবি রাসেল-তারিক আনাম খান

বিনোদন ডেস্ক: সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাশন ডিজাইন বিভাগে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্যাশন আইকন বিবি রাসেল এবং নাট্যকলা বিভাগে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তারিক আনাম খান সাম্মানিক শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাশন ডিজাইন বিভাগে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্যাশন আইকন বিবি রাসেল এবং নাট্যকলা বিভাগের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তারিক আনাম খান সাম্মানিক শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হয়েছেন।



বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ পরিচালক (যোগাযোগ) শুভজিত দাস বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'দুজনই সম্প্রতি নিয়োগপপ্রাপ্ত হয়েছেন। প্রথমে তারিক আনাম খান, তারপর বিবি রাসেল সাম্মানিক শিক্ষক হিসেবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে সম্মত হন।'

সাম্মানিক শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্যাশন আইকন বিবি রাসেল বলেন, 'ফ্যাশনের সঠিক ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষা এখন সময়ের দাবি।

রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাশন ডিজাইন বিভাগের কোর্সগুলো এমনভাবে সাজানো হবে যেন একজন শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন এবং বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে পারেন।'

বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তারিক আনাম খান জানান, সৃষ্টিই আসলে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, সৃজনশীলতাই সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখে। তিনি বলেন, 'আমরা যারা নাট্যকলার চর্চা করি তারা আসলে ভীষণ রকমের সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে যাই। আমার খুব সৌভাগ্য যে সৃজনশীল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরেছি।'

এর আগে দেশবরেণ্য সংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, বিশিষ্ট অভিনেত্রী শম্পা রেজা, নন্দিত নৃত্যশিল্পী লায়লা হাসান, শিবলী মোহাম্মদ, শামীম আরা নীপা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হয়েছেন।



'কাঁচা বাদাম' খ্যাত ভুবন গাড়ি কিনেছেন, চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা



বিনোদন ডেস্ক: 'কাঁচা বাদাম'খ্যাত ভুবন বাদ্যকর গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। সদ্য কেনা চার চাকার একটি গাড়ি চালাতে গিয়ে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। বর্তমানে ভারতের সিউড়ির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন তিনি। তবে হাসপাতালের চিকিৎসকরা বলেছেন, তার অবস্থা গুরুতর নয়।

সম্প্রতি 'সেকেন্ড হ্যান্ড' চার চাকার একটি গাড়ি কিনেছেন ভুবন বাদ্যকর। গাড়িটি চালানো শেখার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন। ভুবন বাদ্যকর গাড়িটি চালাতে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা দিয়েছেন। তাঁর বুকে এবং মুখে আঘাত লেগেছে। তাঁর বুকের এক্স-রে করানো হয়েছে।

ভুবন বাদ্যকর দিন কয়েক আগে জানিয়েছেন, বাদাম বিক্রি ছেড়ে গানেই মনোনিবেশ করবেন। এরই মধ্যে বোলপুরে বাদাম গানের কপিরাইট কেনা গোধূলি বেলা মিউজিক সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর হাতে দেড় লাখ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

ওই সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আরো দেড় লাখ টাকা তাকে দেওয়া হবে। সেই টাকা দিয়েই গাড়িটি কিনেছিলেন ভুবন বাদ্যকর। সূত্র : আনন্দবাজার।

ইভ্যালি কান্ড তাহসান-মিথিলা-ফারিয়ার সংশ্লিষ্টতা পায়নি পুলিশ

বিনোদন ডেস্ক: ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালি কর্তৃক গ্রাহককে প্রতারিত করার অভিযোগের সঙ্গে তাহসান খান, রাফিয়াত রশিদ মিথিলা ও শবনম ফারিয়ার সংশ্লিষ্টতা পায়নি পুলিশ। বুধবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে ধানমন্ডি থানা পুলিশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তাই তাদের অব্যাহতি প্রদানে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ইভ্যালির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ রাসেল এবং তার স্ত্রী শামীমা নাসরিনের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দেওয়া হয়েছে।

আদালত সূত্র জানায়, ইভ্যালির প্রতারণামূলক কর্মকান্ডে সহযোগিতা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে এক গ্রাহকের করা মামলায় সাক্ষ্য-প্রমাণে তাহসান, মিথিলা ও ফারিয়াসহ পাঁচজনের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি- এমন প্রতিবেদন দিয়ে আদালতে তাদের অব্যাহতির আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

ইভ্যালির এক গ্রাহক ৪ ডিসেম্বর গায়ক অভিনেতা তাহসান খান, রাফিয়াত রশিদ মিথিলা ও শবনম ফারিয়াসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে ধানমন্ডি থানায় মামলা করেন। মামলায় ইভ্যালির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রাসেল, চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনকেও আসামি করা হয়।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বাংলাদেশের ওপর প্রভাব

দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিতে পড়বে ব্যবসা-বাণিজ্য

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিও এর ফলে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, যুদ্ধ দীর্ঘস্হায়ী হলে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে বড় ধরনের ব্যাঘাত ঘটবে। এমনিতেই করোনার কারণে বিশ্বব্যাপী পণ্যমূল্য বেড়েছে। বেড়েছে পরিবহন খরচও। বাংলাদেশে মাদার ভেসেল আসার সুযোগ না থাকায় ফিডার ভেসেলে পণ্য আনা-নেওয়ায় খরচও বেড়ে যাচ্ছে। যদিও ফিডার ভেসেলও পর্যাপ্ত নয়। যুদ্ধের ফলে এই সংকট আরো গভীর হচ্ছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় পুরোটাই ইউরোপ ও আমেরিকা-নির্ভর। তাই এ যুদ্ধ যতই জোরদার ও দীর্ঘায়িত হবে, এর নেতিবাচক প্রভাব ততই বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে, যাতে বাংলাদেশ সংকটের মুখে পড়তে পারে।

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে দেশের বাজারে নিত্যপণ্যের দর বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে তেলের দাম আরো বেড়ে যাবে। চাপ বাড়বে মূল্যস্ফীতিতে, যা বাড়িয়ে দেবে সরকারের ভর্তুকির পরিমাণ। একই সঙ্গে ব্যবসায় স্হবিরতা নামার ঝুঁকি আছে তৈরি পোশাকসহ রপ্তানিমুখী শিল্পে।

ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (পিআরআইবি) নির্বাহী পরিচালক অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর বলেন, এখন আমাদের রাশিয়ার কথা ভুলে যেতে হবে। ব্যবসা করতে হলে বিকল্প ব্যবস্হা দেখতে হবে। আর যতটুকু পণ্য রপ্তানি হয়েছে তা লস ফ্যাক্টর হিসেবে দেখতে হবে।

বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে কোনো ব্যাংকের পক্ষে রাশিয়ার এলসি খোলা নিরাপদ না। যেগুলো খোলা হয়েছে সেগুলো হয়তো সেটেলমেন্ট হবে না। যে পণ্য পাঠানো হয়েছে, সেটার টাকা হয়তো আর পাওয়া যাবে না। জাহাজ তো আর যাচ্ছে না। বড় কোম্পানিগুলো সব বয়কট করছে রাশিয়াকে। কাজেই রাশিয়ার সঙ্গে আগামীদিনে আর কোনো সম্পর্ক, বিশেষ করে ফাইন্যান্সিয়াল, গভর্নমেন্ট রিলেশনশিপ–এগুলো রাখা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। বাংলাদেশের বড় প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রসঙ্গে এ অর্থনীতিবিদ বলেন, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রেও আমার মনে হয় না যে রাশিয়ার পক্ষে ফান্ডিং করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)-এর নির্বাহী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাতেম বলেন, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। ইতিমধ্যে জ্বালানি তেলের দাম অস্বাভাবিক বেড়েছে, যা অর্থনীতির জন্য বড় আঘাত। এ পরিস্হিতি দীর্ঘায়িত হলে সার্বিকভাবে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে তিনি মনে করেন।

পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, গত অর্থবছরে আমরা রাশিয়ায় যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করেছিলাম চলতি অর্থবছরে তা আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা ছিল। যেসব কোম্পানি সে দেশে রপ্তানি করেছে, তাদের অর্থ ফেরত পাওয়া নিয়ে আমরা এখন আশঙ্কায় পড়ে গিয়েছি। যদিও অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, বিকল্প পদ্ধতিতে আমরা অর্থ ফেরত আনতে পারব। তবে সেই অর্থ ফেরত পেতে কত সময় লাগবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। সেটা যদি দীর্ঘমেয়াদি হয় তাহলেই সমস্যা। তিনি বলেন, এ যুদ্ধের ফলে আমাদের ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারও কিছুটা নষ্ট হচ্ছে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে শুধু পোশাক নয়, আমাদের দেশের পুরো রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতির মুখে পড়বে।







সাহিত্য সাময়িকী

একজন

মাহবুব হাসান

আশাকে বুকের গভীরে ঘুমুতে পাঠিয়েছি
আর দুরাশা নাচছে যেন টিট্টিভ,
সে কি আশারই প্রতিচ্ছায়া?
নাকি আমার অন্তর?
কে জানে! কে জানে!
এর কি মানে?
ওই তো নীল আকাশ
কিছু মেঘ শাদা- কালো মিলেমিশে
লং আইল্যান্ডের মাথায়,
কি নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে।
এর কী কোনো মানে নেই!
কে জানে? কে জানে তার খেই?
একজন।

স্বাধীন বাংলাদেশ

সৈয়দুল ইসলাম

আমরা স্বাধীন বীর বাঙালী
বিজয়ের মাস পেয়ে,
আনন্দ উল্লাসে মাতি
বিজয়ের গান গেয়ে।

রক্তে কেনা বিজয় কেতন
বাড়ায় চেতন মনে,
লালসবুজের রঙ মেখে গায়
ছুটি জনে জনে।

ফুলে ফুলে শ্রদ্ধা জানাই
শহীদ ভাইয়ের তরে,
বেঁচে আছে লাখো শহীদ
জনতার অন্তরে।

গান কবিতায় বিজয় বরণ
আনন্দের নেই শেষ,
রক্তক্ষয়ে পেয়েছি আজ
স্বাধীন বাংলাদেশ।

স্বাধীন দেশের রূপ বৈচিত্র
মুগ্ধ করে রোজ,
সোনার ধানে বাংলা গানে
করি সুখের খোঁজ।
হাসারচর, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

বসন্ত কথা

শফিক ইমতিয়াজ

যদি দুধভাতে এসে পড়ে বাউকুড়ানির ধুলো
বসন্তকে গালমন্দ কোরো না
যদি ক্ষুধিত ভ্রমর কোন
এসে বসে তোমার টবের ফুলে
কালো বলে নিন্দাও কোরো না
উসন্ত দুচোখবাঁধা কানামাছি-র যুবতী
যাকে খুশি তাকে ছুঁতে পারে!
বসন্ত মুক্তদেয়াল,
শোভন পোস্টার লাগাতে নিষেধ নেই
মানুষ ও প্রকৃতির সুন্দর অহংকারের
রেণু দিয়ে ভরা ওর অতল অন্তর
তাই তো সে ঋতুরাজ!
বসন্ত হাসপাতালশূন্য, মূলত ব্যাধিসম্মত;
সংক্রমণ ধর্ম তার!

যার ডাকে পেলাম

বিচিত্র কুমার

যার ডাকে পেলাম আমরা অধিকার এই স্বাধীনতা
রক্তজবাতে রাঙানো লাল সবুজের উড়ন্ত পতাকা,
আমি বলছি সেই বীরপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা
যার শোকে রক্তাক্ত আগস্ট কাঁদে জাতি পায় ভীষণ ব্যথা।

তিনিই ফিরিয়ে দিয়েছেন আমাদের লক্ষকোটি শহীদের রক্তের বিনিময়ে
এই দেশ এই মাটি নদ নদী বন
গাছ ভরা ফুল ফল নদী ভরা জল গোলা ভরা ধান পাখির কণ্ঠে গুঞ্জন,
চাঁদ তারা ফুল পাখি জোছনা ও জোনাকিদের অবাধ মিলন
গ্রহ পৃথিবী আকাশ বাতাসের এই মধুর বন্ধন।

সে এদেশের মানুষের মুখে ফুটিয়েছিলো একরাশ হাসি
মাঠে-ঘাটে রাখাল বাজিয়েছিলো বিজয়ের বাঁশি,
যিনি এই ভাষায় এই সুরে এই সংগীতে স্বপ্ন এঁকেছিলো বুকের ভিতর
একটা স্বাধীন ভূ-খন্ডের এই স্বাধীন বাংলাদেশের।
আলতাফনগর, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

কেউ কারো নয়

দেওয়ান মাসুদা সুলতানা

তুমি, আমি, আমরা
একেবারে অন্যরকম
অজানা পথিক।
জীবনের বোধে, ব্যাক্যের ছলে করে,
ভুল করে বলি নাই অনুভব অনুভূতির অব্যক্ত কথা।
এইটুকু জীবন, এই আছি এই নেই!
তবু যেন কেউ কারোর নয়।

ভালোবাসার জন্মদিন

নাসরীন রশীদ

চালতা ফুলে চাঁদের মায়া
পুস্কুনিতে তোমার মুখ
তোমার ভিতর ডুবছি আমি
তোমার মাঝেই আমার সুখ।
বেতের ঝোঁপে জোনাক জ্বলে
মধ্যরাতে ঝাকে ঝাঁক
স্বপ্ন গুলোও ভয় কাতুরে
তোমার কাধেই রাখুক হাত,
রাত বাড়লেই মন টা কেমন
হাসনা হেনা ছড়ায় ঘ্রান
ছলাৎ ছলাৎ বুকের ঢেউ এ
ঘুড্ডি উঠায় মাতাল প্রান
ভালোবাসার জন্মদিন আজ
চলোনা দু'জন কেক সাজাই
তোমার চোখের দৃষ্টি দিয়ে
সুখ অসুখের গান বাজাই।

বসন্ত বিলাস

মোঃ আরমান হিমেল

দক্ষিণা হাওয়ার টানে
কোকিলের কুহু গানে
ঋতুরাজ আসলো আবার বছর ঘুরে,
শিমুল পলাশ ফুলের হাসি বৃক্ষ জুড়ে।

প্রকৃতিতে ঋতুরাজ
বাসন্তিতে নবসাজ
বসন্তবাউরি ফুলের শাখে খুনসুটিতে মাতে,
সন্ধ্যামালতি সুবাস ছড়ায় গভীর রাতে।

ঝর ঝর ঝর পাতা ঝরে
সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা ধরে
ডালে ডালে কচি পাতা দেখে জুড়ায় আঁখি,
শিমুল ডালে বসে কোকিল করে ডাকাডাকি।

মাঠে মাঠে মটরশুঁটি
ছোট ছোট আমের গুটি
ফুলপরাগে ভ্রমর আসে নতুন ফুলের গন্ধে,
গান গেয়ে যায় মনের সুখে গুন গুন ছন্দে।

অপরূপ এই প্রকৃতিটা
নাচন ধরায় মনের ভিটা
বসন্তবিলাসের আঁখিপাতে কলমটাকে ধরা,
তাইতো এই ক্ষুদ্র কবির নতুন কাব ্য গড়া।
শাহবাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ

কোভিডে বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ মানুষের মৃত্যু

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে। এমনটাই বলছে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রখ্যাত জার্নাল ল্যানসেটে প্রকাশিত এক গবেষণা। বাংলাদেশে সরকারি হিসাব অনুযায়ী করোনায় মারা গেছে ২৯ হাজার ১০৫ জন। কিন্তু গবেষণা অনুযায়ী মৃত্যুর আসল সংখ্যা এর ১৫ গুণ। মহামারির দুই বছরে সরকারি হিসেবের থেকেও অতিরিক্ত ৪ লাখ ১৩ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে গবেষকরা।

গত ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার ওই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে ল্যানসেট। এতে অবশ্য জানানো হয়েছে, শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই কোভিডে মৃত্যুর ভুল হিসাব প্রচার করা হয়েছে। বিশ্বের সরকারগুলো যে তথ্য দিয়েছে তাতে এই মহামারিতে বিশ্বজুড়ে ৫৯ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। তবে গবেষকরা বলছেন, প্রকৃতপক্ষে এ মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি।

গবেষণায় দেখা গেছে, করোনায় সারাবিশ্বে মৃত্যু হয়েছে হিসাবের চেয়ে তিন গুণ। অর্থাৎ গত দুই বছরে ১ কোটি ৮২ লাখের বেশি মানুষ করোনাভাইরাসে সরাসরি বা সংক্রমিত হয়ে মারা গেছে।

ল্যানসেটের প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারি হিসাবে বাংলাদেশে প্রতি এক লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে কোভিডে ৯.২ জন মারা গেছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এই হার প্রতি এক লাখে ১৩৪.৭ জন। গবেষণায় দেখা যায়, করোনায় সাতটি দেশে বিশ্বের মোট মৃত্যুর অর্ধেক ঘটেছে। এগুলো হলো ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, মেক্সিকো, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তান। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সরকারি পরিসংখ্যান বলছে দেশটিতে ৪ লাখ ৯০ হাজার মানুষ কোভিডে মারা গেছেন। কিন্তু ল্যানসেটের গবেষণা বলছে দেশটিতে কোভিডে মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা ৪১ লাখের বেশি। করোনায় বিশ্বে যত মানুষ মারা গেছে, তার ২২ শতাংশই ঘটেছে ভারতে।

বিবিসি জানিয়েছে, স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় মহামারির বছরগুলোতে কী পরিমাণ বেশি মৃত্যু হয়েছে তার তুলনা করেই এ সিদ্ধান্তে এসেছেন গবেষকরা। এ জন্য তারা বিভিন্ন সরকারি ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এরমধ্যে আছে, ওয়ার্ল্ড মর্টালিটি ডাটাবেজ, দ্য হিউম্যান মর্টালিটি ডাটাবেজ এবং দ্য ইউরোপিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস। এই অতিরিক্ত মৃত্যুর সংখ্যা দেশ ও অঞ্চলভেদে আলাদা বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। তবে বৈশ্বিক হিসেবে এই সংখ্যা ছিল প্রতি এক লাখ জনে ১২০ মৃত্যু। অর্থাৎ, স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় প্রতি লাখে ১২০ জন মানুষের বেশি মৃত্যু হয়েছে মহামারি কালে। সামগ্রিক হিসেবে গত দুই বছরে মোট ১ কোটি ৮২ লাখ মানুষ অতিরিক্ত প্রাণ হারিয়েছে।

যেসব দেশে সবথেকে বেশি অতিরিক্ত মৃত্যু দেখেছেন গবেষকরা তা হলো, বলিভিয়া, বুলগেরিয়া, এস্বাতিনি, উত্তর মেসিডোনিয়া ও লেসোথো। অপরদিকে সবথেকে কম পাওয়া গেছে আইসল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, নিউজিল্যান্ড ও তাইওয়ানে। বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা সরকারি হিসাবের কাছাকাছিই রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি হিসাবে ৯ লাখ ৬০ হাজার মৃত্যুর কথা বলা হলেও প্রকৃত মৃত্যু ১১ লাখ ৩০ হাজারের কাছাকাছি। বৃটেনে এ সময়ে ১ লাখ ৭৩ হাজার মানুষ করোনা সংক্রমণে মারা গেছে। দেশটিতে প্রতি ১ লাখে ১৩০ জন এ রোগে মারা গেছেন।

ফ্লাইটে অজ্ঞান হয়ে পড়েন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

থেকে টার্কিশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসার পর তাকে সিএমএইচে নিয়ে যাওয়া হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাই, পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও ঢাকা ডেল্টা হসপিটাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ এস এ মুয়িয সুজন এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তুরস্ক থেকে আসার পথে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিয়মিত ঘুম হয়নি। তুরস্কে ঠান্ডা ছিল, দুবাইয়ে তাপমাত্রা বেশি ছিল, এসব কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঢাকা ফেরার পথে টার্কিশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে সিএমএইচে নিয়ে যাওয়া হয়।

সুজন আরও জানান, চিকিৎসকেরা তাদের বলেছেন, ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চিকিৎসার বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবেন তারা। তবে এখন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।

গত ৭ মার্চ সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে যান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। সেখান থেকে তুরস্কে দ্বিতীয় অ্যান্তালিয়া ডিপ্লোমেসি ফোরামের এক গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে শুক্রবার (১১ মার্চ) আমিরাত থেকে আঙ্কারায় পৌঁছান ড. মোমেন।

শনিবার আঙ্কারায় গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য দেন। এর পাশাপাশি তিনি সাইড লাইনে তুরস্ক, অস্ট্রিয়া ও কিরগিজস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পৃথক তিনটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

প্রশাসনিকভাবে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশ

(প্রথম পাতার পর)

রেসকোর্স ময়দানে যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সে অসহযোগ কার্যত পুরো বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে প্রশাসনিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা যে নির্দেশই দিক না কেন তা মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ। এভাবেই মার্চ মাসের দিনগুলো এগিয়ে যাচ্ছে।

একাত্তরের ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্দোলনকে আরও বেগবান করার জন্য ছাত্র-জনতার প্রতি আহ্বান জানান। সেদিন সকালে ধানমন্ডির বাসভবনে ন্যাপ নেতা আবদুল ওয়ালী খানের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অন্য আওয়ামী লীগ নেতারাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের সংগ্রাম স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। জনগণের সার্বিক স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলবে।' রাতে এক বিবৃতিতে তিনি সবাইকে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানিয়ে ৩৫ দফা নির্দেশনা জারি করেন। আগের দিনের জারি করা সামরিক ফরমানের প্রতিবাদের ঢাকায় মিছিল করেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের বেসামরিক কর্মচারীরা।

এদিন ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলো একটি যৌথ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল 'আর সময় নেই'।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সম্পদ পাচার রোধের অংশ হিসেবে ঢাকার কয়েকটি স্থানে চেকপোস্ট বসায়। চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদ সারা শহরে মিছিল করে। হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষের এই মিছিল জয় বাংলা ধ্বনিতে প্রকম্পিত করে সারা চট্টগ্রাম শহর। জাতীয় লীগ নেতা আতাউর রহমান খান অস্থায়ী সরকার গঠনের জন্যে শেখ মুজিবুর রহমানকে আহবান জানান।

এদিকে ১৪ মার্চ করাচিতে জুলফিকার আলী ভুট্টো এক সমাবেশে এক পাকিস্তান ও দুই অঞ্চলে দুই দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে একটি 'ফর্মুলা উদ্ভাবনের' প্রস্তাব দেন।

সৌদি আরবে এক দিনে ৮১ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

(প্রথম পাতার পর)

এক প্রতিবেদনে শনিবার (১২ মার্চ) এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এসব মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে নারী ও শিশুসহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা এবং আইএস ও আলকায়েদার মতো বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ ছিল। এ ছাড়া 'বিপথগামী' বিশ্বাসের জন্যও এদিন কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে সৌদি সরকার।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, সৌদি আরবে এদিন মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ইয়েমেনের সাতজন ও সিরিয়ার একজন নাগরিক রয়েছেন।

সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সৌদি আরবে এর আগে এক দিনে এতজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা ঘটেনি। ২০১৬ সালে এক দিনে ৪৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিল সৌদি আরব। এ ছাড়া গত বছর দেশটিতে মোট ৬৭ জনের ও ২০২০ সালে ২৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

কূটনৈতিক আলোচনায় যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা কতটা

এ কে এম আতিকুর রহমান

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন গত ২৪ ফেব্রুয়ারী একটি টেলিভিশন ভাষণে ঘোষণা দিলেন যে ইউক্রেনের ক্রমাগত হুমকির কারণে রাশিয়া তার 'নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও অস্তিত্ব' নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে না। তিনি আরো বলেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল পীড়ন ও গণহত্যার শিকার হওয়া মানুষগুলোকে রক্ষা করা এবং ইউক্রেনকে 'অসামরিকীকরণ ও নাসিকরণ' মুক্ত করা। এর পরই রাশিয়ার যুদ্ধবিমানগুলো ইউক্রেনের প্রধান প্রধান শহর ও স্থাপনায় বোমাবর্ষণ শুরু করে, একই সঙ্গে বিমানবন্দর ও সামরিক সদর দপ্তরগুলোতেও আক্রমণ চালায়।

স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগে–ইউক্রেনকে 'অসামরিকীকরণ ও নাসিকরণ' মুক্ত করার বা ইউক্রেনে গণহত্যা থেকে মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব জনাব পুতিন কার কাছ থেকে পেলেন।

অন্যান্য দেশ আছে, ইউক্রেনীয়রা আছে, তাদের কাছ থেকে এমন কিছু কেউ শুনেছে বলে মনে হয় না। পুতিনের মতে, যদি এ রকম কিছু হয়েও থাকে, স্থায়ী সদস্য হওয়ায় রাশিয়া সহজেই জাতিসংঘে এসব সমস্যা উত্থাপন করতে পারত। পুতিন কিভাবে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ইউক্রেনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে, যে রাষ্ট্রটি ৩০ বছরেরও বেশি সময় আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছেড়ে চলে গেছে? ইউক্রেনের পক্ষ থেকে কি এমন কোনো হুমকি ছিল, যা রাশিয়াকে ইউক্রেন আক্রমণ করতে বাধ্য করেছিল? অথবা এটি কি শুধুই পুতিনের মনে হওয়া, যা তাঁকে ইউক্রেন আক্রমণ করার জন্য এতটা পাগল করে তুলেছিল? রাশিয়ার সাধারণ জনগণ মনে হয় না পুতিনের এসব কর্মকান্ডে সহমত পোষণ করবে।

ইউক্রেনের ভূখন্ডে রুশ বাহিনীর এটাই প্রথম আগ্রাসনের ঘটনা নয়। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন ইউক্রেনের রাশিয়াপন্থী প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল, তখন রাশিয়ার সেনারা ইউক্রেনে প্রবেশ করে এবং ওই বছরের মার্চ মাসে ক্রিমিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ফলে যে সংকটের সৃষ্টি হয় তা জাতিগত বিভাজন বাড়িয়ে তোলে এবং দুই মাস পর পূর্ব ইউক্রেনের দোনেস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চলের রাশিয়াপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য একটি গণভোটের আয়োজন করে। রাশিয়াসমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদী বাহিনী এবং ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে সহিংসতা ওই এলাকায় একটি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়। ওই পরিস্থিতিতে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া ও ইউক্রেন 'মিনস্ক চুক্তি'র মাধ্যমে সহিংসতা বন্ধ করার চেষ্টা করে। তবে ওই চুক্তি তেমন কোনো ইতিবাচক ফল আনতে ব্যর্থ হয়।

অন্যদিকে ২০১৬ সালের এপ্রিলে ন্যাটো পূর্ব ইউরোপে চার ব্যাটালিয়ন সেনা মোতায়েন করার ঘোষণা দেয়, ওই সেনারা এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ডে ঘুরে ঘুরে ইউরোপের অন্যত্র, বিশেষ করে বাল্টিক অঞ্চলে সম্ভাব্য রুশ আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করবে। অধিকন্তু ন্যাটো বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ডে দুটি আমেরিকান সেনাবাহিনীর ট্যাংক ব্রিগেড মোতায়েন করা হয়। এমনকি ২০১৮ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র ও সাতটি ন্যাটো দেশের সঙ্গে পশ্চিম ইউক্রেনে অনুষ্ঠিত এক বিশাল বিমান মহড়ায় ইউক্রেন অংশ নেয়। ইউক্রেন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়ায় অবশ্যই তার পররাষ্ট্রনীতির সমীকরণ নির্ধারণের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাশিয়া বা অন্য কোনো দেশ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু যেহেতু রাশিয়া ধরে নিয়েছে ইউক্রেনকে ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত করা বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কোনো বিশেষ চুক্তিতে যাওয়া রাশিয়ার জন্য ভবিষ্যতে একটি সম্ভাব্য হুমকি হতে পারে, তাই রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০২১ সালের ডিসেম্বর একগুচ্ছ দাবি জারি করে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইউক্রেনের ন্যাটোতে যোগদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর সেনাসংখ্যা হ্রাস করা। কিন্তু সেসব দাবি যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর অন্য মিত্ররা প্রত্যাখ্যান করে। ওই সময় ইউক্রেন আক্রমণ করলে রাশিয়াকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাসহ প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়।

রাশিয়ার সেনারা এরই মধ্যে ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি শহর ও স্থাপনা দখল করেছে এবং তাদের আগ্রাসন অভিযান সম্ভবত অব্যাহত থাকবে যত দিন না পুরো দেশটি রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে আসে। পুতিনের পরিকল্পনা অনুসারে রাশিয়ার বাহিনী এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে হয়তো পুরো ইউক্রেন দখলে নিয়ে আসবে। বিক্ষিপ্তভাবে হলেও যুদ্ধবিরতির জন্য যেসব আলাপ-আলোচনা (আন্তর্জাতিক পর্যায়সহ) চলছে পুতিনকে সম্মত করাতে এসব প্রচেষ্টা কতটুকু সফল হবে তা একমাত্র পুতিনই বলতে পারবেন।

ইউক্রেনের বর্তমান জনসংখ্যা ৪৩.৩ মিলিয়ন। ইউএনএইচসিআরের মতে, এরই মধ্যে ২০ লাখের বেশি শরণার্থী ইউক্রেন ছেড়ে প্রতিবেশী দেশ পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, মলদোভা ও রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। এমনকি ইউক্রেনের ভেতরেও বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষের সংখ্যা হবে কয়েক লাখ। নিহতের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গেছে। যুদ্ধের ভবিষ্যৎই নির্ধারণ করবে ইউক্রেনে রাশিয়ার নৃশংসতা ও ধ্বংসলীলার পরিমাপ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

রাশিয়ার সেনারা এরই মধ্যে ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি শহর ও স্থাপনা দখল করেছে এবং তাদের আগ্রাসন অভিযান সম্ভবত অব্যাহত থাকবে যত দিন না পুরো দেশটি রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে আসে। পুতিনের পরিকল্পনা অনুসারে রাশিয়ার বাহিনী এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে হয়তো পুরো ইউক্রেন দখলে নিয়ে আসবে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য ন্যাটো দেশগুলোর ভূমিকা এবং উদ্ভূত সংকটের সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আমরা সম্ভাব্য কিছু পরিস্থিতি চিন্তা করতে পারি। ১. ইউক্রেন নিশ্চয়তা দিয়েছে যে তারা ন্যাটোতে বা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান করবে না। এই ঘোষণা একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার চলমান আলোচনার গতি বেগবান করতে পারে, যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করতে পারে। ২. ইউক্রেন দখলে রেখে রাশিয়া সেখানে একটি রাশিয়াপন্থী সরকার অধিষ্ঠিত করবে (এমনকি সামরিক সরকারও হতে পারে) এবং ওই সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া অবধি রাশিয়ার সামরিক বাহিনী ইউক্রেন ত্যাগ করবে না। ৩. পুতিন যদি আরো বড় ভুল করতে চান, তাহলে তিনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখবেন। তবে প্রেসিডেন্ট পুতিন কত দিন তাঁর বাহিনী ইউক্রেনে রাখতে সক্ষম হবেন সে বিষয়টিও তাঁকে ভাবতে হবে। ৪. পুতিন পুরো ইউক্রেন নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর দোনেস্ক ও লুহানস্কের মতো দেশটিকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করার চিন্তাও করতে পারেন। ৫. যদি রাশিয়া অন্য প্রতিবেশী দেশগুলোকে, বিশেষ করে ন্যাটোভুক্ত কোনো সদস্যকে আক্রমণ করার কোনো ইচ্ছা পোষণ করে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই বিশ্বব্যাপী এক মহাবিপর্যয় ডেকে আনবে এবং তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। ৬. জাতিসংঘের যেকোনো উদ্যোগ কার্যকর হবে, যদি সেটি পাঁচ স্থায়ী সদস্যসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা সমর্থিত হয়। এরই মধ্যে রুশ বাহিনীর জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ইইউ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকের কথা জানিয়েছে। তবে জাতিসংঘ রাশিয়ার বিরুদ্ধে আদৌ কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে কি না সন্দেহ। ৭. যদিও এই মুহূর্তে কোনো পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে না, তবে সে রকম কিছু ঘটলে বিশ্ববাসী যে কী ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করবে তা কল্পনাও করা যায় না।

আমরা এরই মধ্যে রাশিয়ায় একটি খুব ইতিবাচক দিক লক্ষ করছি। রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল সংস্থাটি ইউক্রেনের সংঘাত বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। কম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদ ইউক্রেনের দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে সশস্ত্র সংঘাত বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। রাশিয়ার এ আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তারা আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেছে এবং কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি ও সমস্যার সমাধান করার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। আমরা মনে করি, রাশিয়ার সুধীসমাজ, বিশেষ করে শান্তিপ্রিয় জনগণ তাদের সরকারকে যুদ্ধখেলা বন্ধ করার জন্য চাপ দিলে ইতিবাচক কিছু ঘটতে পারে। কারণ ধ্বংস ও হত্যাকা কোনো দেশের জন্যই শান্তি ও উন্নয়ন বয়ে আনে না। চলমান পরিস্থিতির মধ্যেও রাশিয়া বা ইউক্রেন জুড়ে রাস্তায় যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যদি দেখা যায় যে রাশিয়ার বাহিনী খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছে, তাহলে বোঝা যাবে, পুরো আক্রমণটি শুধু ইউক্রেন সরকারকে ভয় বা শক্তি দেখানোর জন্য করেছিল। উদ্দেশ্য হতে পারে 'রাশিয়ার কথা শোনো, অন্যথায় তোমাদের এমন খেলারই মুখোমুখি হতে হবে এবং কেউ তোমাদের রক্ষা করতে আসবে না।' অন্যদিকে কূটনৈতিক আলোচনার ফলেও এ সংকটের রাতারাতি উত্তরণ ঘটতে পারে, যদি পুতিনের ভেতর আন্তরিকতার মানসিকতা থাকে।

লেখক: সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized IRS e file Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ূম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law

225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007

Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



বাংলাদেশের স্বাধীনতা লক্ষ প্রাণের দান

মহান স্বাধীনতার এই মাসে

সকল বীর শহীদদের প্রতি

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ইউক্রেন সংকট : আগ্রাসনের পক্ষে কথা বলা যায় না

ডা. জাহেদ উর রহমান

মিউচুয়ালি অ্যাশিওর্ড ডেস্ট্রাকশন (ম্যাড) আধুনিককালের যুদ্ধকৌশলে খুবই আলোচিত কথা। দুই বা ততোধিক পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মধ্যে সর্বাত্মক একটি যুদ্ধ বেধে যাওয়ার মানে হচ্ছে একে অপরের দিকে ফিশন, ফিউশন উভয় ধরনের পারমাণবিক অস্ত্রবাহী আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) এবং সাবমেরিন থেকে উৎক্ষেপিত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (এসএলবিএম) ছুড়ে দেবে। এর মানে, তারা নিশ্চিতভাবেই পরস্পরকে ধ্বংস করবে। এটাই হচ্ছে 'মিউচুয়ালি অ্যাশিওর্ড ডেস্ট্রাকশন'।

বলা হয়, এমন বাস্তবতাই দুটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশকে পরস্পরের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে নিবৃত্তকারী (ডেটারেন্ট) হিসাবে কাজ করে। তাই প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, দুটি পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে না।

ইউক্রেনের ওপর রাশিয়া যে আক্রমণ চালিয়েছে এটা একটা সর্বাত্মক যুদ্ধ। অবশ্য রাশিয়া কোনোভাবেই এটিকে যুদ্ধ কিংবা আগ্রাসন বলতে নারাজ। রাশিয়ার যেসব বেসরকারি মিডিয়া এ শব্দগুলো ব্যবহার করেছে, সরকার তাদের এ সংক্রান্ত সব খবর মুছে ফেলতে বাধ্য করেছে। রাশিয়ার ভাষ্য-তারা ইউক্রেনে একটি বিশেষ সামরিক অভিযান পরিচালনা করছে, যার মাধ্যমে তারা ইউক্রেনকে নিরস্ত্র করতে চায়। ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের দনবাস (দনেস্ক, লুহানস্ক) অঞ্চলে নব্য নাৎসিদের হাতে রুশ ভাষাভাষীদের গণহত্যা বন্ধ করতে এ নিরস্ত্র করার প্রয়োজন পড়েছে, বলছে রাশিয়া। এভাবে আক্রান্ত হয়ে ইউক্রেনের আফসোস হতেই পারে আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগে নিজের হাতে থাকা পারমাণবিক অস্ত্রগুলো ছেড়ে দেওয়া তাদের জন্য ভয়ংকর ভুল হয়েছে। সেগুলো হাতে থাকলে নিশ্চয়ই 'মিউচুয়ালি অ্যাশিওর্ড ডেস্ট্রাকশন'-এর ভয় এমন একটি সর্বাত্মক আক্রমণ করা থেকে রাশিয়াকে নিবৃত্ত করত। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর রাশিয়া ছাড়াও আরও তিনটি দেশে দেশটির পারমাণবিক অস্ত্রের ঘাঁটি অথবা পারমাণবিক ওয়ারহেড যুক্ত ভ্রাম্যমাণ ক্ষেপণাস্ত্র ছিল। দেশগুলো হচ্ছে ইউক্রেন, কাজাখস্তান ও বেলারুশ। এদের মধ্যে ইউক্রেনের হাতেই ছিল ৩০০০ পারমাণবিক বোমা। অর্থাৎ বোমাগুলো হাতে থাকলে ইউক্রেন হতো আমেরিকা এবং রাশিয়ার পর তৃতীয় শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তি। বর্তমান পৃথিবীতে আমেরিকা ও রাশিয়া ছাড়া তৃতীয় সর্বোচ্চ দেশ ফ্রান্স-চীনের কাছে মাত্র ৩০০-এর মতো পারমাণবিক ওয়ারহেড আছে।

পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে নতুন কোনো দেশ বৈধভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে পারে না। যেসব দেশ ১৯৬৭ সালের ১ জানুয়ারির আগে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে, সেসব দেশকে পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তারপর চেষ্টা শুরু হয় আর কোনো দেশ নতুন করে যেন পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে না পারে। ভাবনাটা ছিল পারমাণবিক হামলা চালানোর বোতামে যত কম হাত থাকে সেটা পৃথিবীর জন্য তত নিরাপদ হবে। যদিও এরপর আরও বেশ কয়েকটি দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়েছে-ভারত, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া ও ইসরাইল।

যাই হোক, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলো চায়নি সোভিয়েত পারমাণবিক বোমার উত্তরাধিকার রাশিয়া ছাড়া আর কারও কাছে থাকুক। তারা সবাই চেয়েছিল রাশিয়া ছাড়া অপর তিনটি দেশ তাদের পারমাণবিক অস্ত্র রাশিয়াকে দিয়ে দিক অথবা সেগুলো অকার্যকর করে ফেলে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি স্বাক্ষর করুক। শেষ পর্যন্ত দেশগুলো রাজি হয় এবং স্বাক্ষরিত হয় চুক্তি, যেটি বুদাপেস্ট মেমোরেন্ডাম নামে পরিচিত। এতে পূর্বোল্লিখিত দেশগুলোর সঙ্গে পরাশক্তি রাশিয়া, আমেরিকা এবং ব্রিটেন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। সেই চুক্তির ছয়টি ধারার পঁাচটিতে বেলারুশ, কাজাখস্তানসহ ইউক্রেনকে পরাশক্তিগুলো যেসব গ্যারান্টি দিয়েছিল, সেগুলো এ রকম-১. ইউক্রেন, বেলারুশ ও কাজাখস্তানের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং বিদ্যমান সীমান্তকে পূর্ণাঙ্গভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো, ২. দেশগুলোকে বলপ্রয়োগ এবং যে কোনো প্রকার হুমকি প্রদান করা থেকে বিরত থাকবে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো, ৩. ইউক্রেন, বেলারুশ ও কাজাখস্তানকে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকবে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো, ৪. দেশগুলোর ওপরে যদি পারমাণবিকসহ যে কোনো ধরনের আগ্রাসনের হুমকি তৈরি হয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব আনার মাধ্যমে তাদের সাহায্য করতে হবে, ৫. স্বাক্ষরকারী কোনো দেশ ইউক্রেন, বেলারুশ ও কাজাখস্তানের ওপরে পারমাণবিক বোমা হামলা করবে না।

যাই হোক, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলো চায়নি সোভিয়েত পারমাণবিক বোমার উত্তরাধিকার রাশিয়া ছাড়া আর কারও কাছে থাকুক। তারা সবাই চেয়েছিল রাশিয়া ছাড়া অপর তিনটি দেশ তাদের পারমাণবিক অস্ত্র রাশিয়াকে দিয়ে দিক অথবা সেগুলো অকার্যকর করে ফেলে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি স্বাক্ষর করুক। শেষ পর্যন্ত দেশগুলো রাজি হয় এবং স্বাক্ষরিত হয় চুক্তি, যেটি বুদাপেস্ট মেমোরেন্ডাম নামে পরিচিত।

ন্যাটোর সদস্য হতে চেয়ে এবার সর্বাত্মক আগ্রাসনের মুখে পড়েছে ইউক্রেন। একটি সামরিক জোটের অংশ হওয়াকে রাশিয়া তার নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসাবে দেখাতে চাইছে। কিন্তু ইউক্রেন সংকটে পড়েছিল আরও আগেই। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগদানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ইউক্রেন। দেশটির পূর্ণাঙ্গ সদস্য হওয়ার পথে অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ-ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্তকরণ চুক্তি (দ্য অ্যাসোসিয়েশন এগ্রিমেন্ট) স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত ছিল ২০১৩ সালে। এ চুক্তির অধীনে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগদানকারী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আইনি কাঠামো ইউরোপের মানের সমপর্যায়ের করে গড়ে তুলতে হয়। কিন্তু ইউক্রেনের তৎকালীন রাশিয়া সমর্থিত প্রেসিডেন্ট ভিক্তর ইয়ানুকোভিচ এ সংযুক্তকরণ চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেননি। তার এ সিদ্ধান্তের পর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষে ইউক্রেনের হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ আন্দোলন ইউরো ময়দান নামে বিখ্যাত। আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং তীব্রতার তোড়ে টিকে থাকতে পারেননি ইয়ানুকোভিচ। পদত্যাগে বাধ্য হন তিনি এবং পালিয়ে যান তাকে মদদ দেওয়া রাশিয়ায়।

এরপর ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখল করে রাশিয়া। এ ব্যাপারে ভ্লাদিমির পুতিনের বক্তব্য ছিল, ইউক্রেনে বিপ্লব হয়েছে এবং বিপ্লবের মাধ্যমে একটা নতুন রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে। আমরা এ ইউক্রেনের সঙ্গে কোনো চুক্তি করিনি, করেছি আগের ইউক্রেনের সঙ্গে।

ইউক্রেনে রাশিয়ান আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে অনেক প্রতিশ্রুতির কথা সামনে আসছে। এর মধ্যে রাশিয়ার পক্ষ থেকে খুব জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, ১৯৯০ সালে নাকি তৎকালীন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচভকে আমেরিকার পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল যে ন্যাটো ইউরোপে আর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ করবে না। এটাকে ইউক্রেনের ওপরে হামলা করার ন্যায্যতা দেওয়ায় আরেকটি যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করছেন পুতিন। আমেরিকা সেই মৌখিক নিশ্চয়তা দিয়েছিল।

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গে অনেকেই নানা যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন কেন ইউক্রেনই এ যুদ্ধের জন্য দায়ী। বীরের মতো নেতৃত্ব দেওয়া প্রেসিডেন্টকে কমেডিয়ান বলে কটাক্ষ করে অনেকেই বলছেন, তিনি কেন পশ্চিমাদের 'হাতের পুতুল' হলেন? আমরা যদি বাস্তব জ্ঞান নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং ভূরাজনীতি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব বহু ক্ষেত্রেই এটা যুক্তি, নীতি-নৈতিকতা মেনে চলে না। সেক্ষেত্রে সহজে বলে দিলেই হয় রাশিয়া অর্থনৈতিকভাবে খুব না হলেও সামরিকভাবে তো ভীষণ শক্তিশালী, তাই সে যা ইচ্ছে তা-ই করবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যে বিশ্বব্যবস্থায় আমাদের বসবাস, তাতে একটা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে এভাবে যাচ্ছেতাই তুচ্ছ করা যায় না। আর একটা স্বাধীন দেশ তার পছন্দমতো যে কোনো জোটে যাওয়ার অধিকার রাখে। সর্বোপরি ইউক্রেনের পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে দেশটি রাশিয়াকে বিশ্বাস করে তার পারমাণবিক অস্ত্র হস্তান্তর করেছিল। বলা বাহুল্য, সেগুলো নিজের হাতে না রেখে তারা প্রতারিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে পশ্চিমাদের অনেক অন্যায় আছে; কিন্তু পশ্চিমাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাশিয়ার আগ্রাসনের পক্ষে কথা বলা যায় না।

লেখক: শিক্ষক, অ্যাক্টিভিস্ট

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

আমাদের আরও রয়েছে কাউস, লেহারি, চাকার, টিটি কুরবানী ও রাত্রা মোড়ক, বাজি ঈদ, ঈদ ও কোরবানের ডিম

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
জোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99
আমুর লতি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99c
আয়োডাইজ সল্ট (২টি)	.99c

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইউক্রেন সংকট নিয়ে যত প্রশ্ন

কিয়েভ ঘিরে লড়াই কি আসন্ন

রাশিয়ার জন্য একটি ভূরাজনৈতিক বিপর্যয় বলে মনে করেন পুতিন। তারপর থেকে রাশিয়া দেখছে, সামরিক জোট ন্যাটো ধীরে ধীরে তাদের ঘিরে ফেলছে।



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউক্রেনে রুশ সামরিক অভিযান ১১ মার্চ ১৬তম দিনে গড়িয়েছে। অভিযান শুরুর পর আজই প্রথম ইউক্রেনের লুটস্ক ও ডিনিপ্রো শহরে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। শহর দুটিতে দফায় দফায় বিকট বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেছে। রুশ বাহিনী ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের দিকে আরও অগ্রসর হয়েছে। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় তারা কিয়েভ অভিমুখে ৩ মাইল এগিয়েছে। এখন তারা শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে মাত্র ৯ মাইল দূরে রয়েছে।

স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা গেছে, রুশ বাহিনী ধীরে ধীরে কিয়েভের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারা কিয়েভের আশপাশের এলাকায় নিজেদের অবস্থান জোরদার করছে। রাশিয়ার অনুরোধে ১১ মার্চ জরুরি বৈঠকে বসে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। ইউক্রেনে জীবাণু অস্ত্র তৈরিতে যুক্তরাষ্ট্র অর্থায়ন করছে বলে রাশিয়া যে অভিযোগ তুলেছে, তা নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকে আলোচনা হবে। রাশিয়ার অভিযোগ নাকচ করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেন। দেশ দুটির দাবি, রাশিয়া ইউক্রেনে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র ব্যবহারের অজুহাত খুঁজছে।

তুরস্কের আন্তালিয়া শহরে গত ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার শান্তি আলোচনায় বসেন রাশিয়া ও ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা। কিন্তু কোনো ফলাফল ছাড়াই এই আলোচনা শেষ হয়। তবে উভয় পক্ষ আলোচনা চালিয়ে যেতে রাজি হয়েছে। চলমান ইউক্রেন সংকট নিয়ে পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন আছে। বিবিসি অবলম্বনে সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা রইল এ প্রতিবেদনে।

সংকটের শুরু কবে

সাম্প্রতিক ইতিহাস বিবেচনায় নিলে চলমান সংকটের সূত্রপাত ২০১৪ সালে। তবে এ সংকটের মূলে যেতে ফিরে তাকাতে হবে সোভিয়েত আমলে। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল ইউক্রেন।

ইউক্রেনে দুটি রাজনৈতিক ধারা প্রবল। একটি ধারা পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) যোগ দেওয়ার পাশাপাশি পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য হতে আগ্রহী। অপর ধারাটি রুশপন্থী। তারা রাশিয়ার বলয়ে থাকতে চায়। ইউক্রেনের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ রুশভাষী। তারা জাতিগতভাবেও রুশ। রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক-সামাজিক ঘনিষ্ঠতা আছে।

বিক্ষোভের মুখে ২০১৪ সালে ইউক্রেনের রুশপন্থী প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের পতন হয়। তিনি দেশ ছেড়ে পালান।

ইয়ানুকোভিচ ইইউর সঙ্গে বড় ধরনের বাণিজ্য চুক্তি করতে চেয়েছিলেন। তখন পুতিন চাপ বাড়ান। চাপে পড়ে ইয়ানুকোভিচ ইইউর সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসেন। ফলে ইউক্রেনে তাঁর বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ শুরু হয়।

ইয়ানুকোভিচের পর যাঁরা ইউক্রেনের ক্ষমতায় আসেন, তাঁরা ইইউপন্থী বলে পরিচিত। তাঁদের নানা পদক্ষেপে পুতিন ক্ষুব্ধ হন।

ইয়ানুকোভিচের পতনের পর পূর্ব ইউক্রেনের ক্রিমিয়া অঞ্চল দখল করে নেয় রাশিয়া।

কেন ক্রিমিয়া দখল

প্রায় ২০০ বছর ধরে রাশিয়ার অংশ ছিল ক্রিমিয়া। ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ তৎকালীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ইউক্রেনের কাছে ক্রিমিয়া হস্তান্তর করেন। তখন রুশ নেতৃত্ব ভাবতে পারেনি যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হবে।

ক্রিমিয়ার ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক। কৌশলগত কারণে রাশিয়ার কাছে ক্রিমিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সুযোগ পেয়ে ইউক্রেনের কাছ থেকে ক্রিমিয়া দখল করে নেয় রাশিয়া।

কোথায় গিয়ে থামবেন পুতিন

রাশিয়ার দাবি কী

পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য নয় ইউক্রেন। তবে দেশটি ন্যাটোর সদস্য হতে চায়। বিষয়টি মানতে নারাজ রাশিয়া। এ কারণে রাশিয়া পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে এমন নিশ্চয়তা চায় যে ইউক্রেনকে কখনো ন্যাটোর সদস্য করা হবে না।

রাশিয়ার চাওয়া অনুযায়ী, এ ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা দিতে রাজি নয় পশ্চিমা দেশগুলো। পুতিন মনে করেন, রাশিয়াকে চারদিক থেকে ঘিরে পশ্চিমা দেশগুলো ন্যাটোকে ব্যবহার করছে। ইউক্রেনকেও এ উদ্দেশ্যে ন্যাটোতে নেওয়া হতে পারে। এ কারণে পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর সম্প্রসারণের বিরোধিতা করছেন তিনি।

রাশিয়ার অভিযোগ, গত শতকের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোকে পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি রাখা হয়নি। রাশিয়ার অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের পাশাপাশি ইউক্রেনকে ন্যাটো জোটে অন্তর্ভুক্ত না করার যে দাবি মস্কো জানাচ্ছে, তা নাকচ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

অন্যদিকে ন্যাটো বলছে, এটি একটি আত্মরক্ষামূলক সামরিক জোট। প্রতিটি দেশের প্রতিরক্ষার পথ বেছে নেওয়ার অধিকার আছে।

১৯৯০-এর দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। এ ভাঙনকে সংগত কারণেই রাশিয়া তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

১৯৯৯ সালে চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড ন্যাটোতে যোগ দেয়। ২০০৪ সালে যোগ দেয় বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া, রোমানিয়া ও স্লোভাকিয়া। ২০০৯ সালে যোগ দেয় আলবেনিয়া।

জর্জিয়া, মলদোভা বা ইউক্রেনেরও ন্যাটোতে যোগ দেওয়া আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু রাশিয়ার কারণে এখন পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। তবে এই তিন দেশে রুশপন্থী বিদ্রোহী আছে। এই দেশগুলোর কোনোটি যদি ন্যাটোতে যোগ দেয়, তবে তা রাশিয়ার জন্য মেনে নেওয়া কঠিন হবে।

সমরাস্ত্র ছাড়া রাশিয়ার একটি বড় হাতিয়ার হলো তার জ্বালানি। ইউরোপের মোট তেল-গ্যাস সরবরাহের ২৫ শতাংশ যায় রাশিয়া থেকে। ইউরোপে গ্যাস সরবরাহে রাশিয়ার প্রবেশদ্বার ইউক্রেন। রাশিয়া থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রধান গ্যাস পাইপলাইনগুলো ইউক্রেনের ভেতর দিয়ে গেছে। ফলে ইউক্রেন যদি রাশিয়ার প্রভাববলয়ের বাইরে চলে যায়, তাহলে গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে রাশিয়া তার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে।

ন্যাটোর প্রধান জেনস স্টলটেনবার্গ বলেছেন, এ জোটের মূল কাজ হলো সব মিত্রের সুরক্ষা দেওয়া। একজনের ওপর আক্রমণ মানে সবার ওপর আক্রমণ। জোটের নীতিনির্ধারণী পর্ষদ অন্যান্য দেশকে রক্ষার যে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা রয়েছে, সেটা সক্রিয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ যেখানে প্রয়োজন হবে, সেখানে ন্যাটো সেনা মোতায়েন করা হবে।

তবে পশ্চিমা কোনো দেশ এখন পর্যন্ত ইউক্রেনে সেনা পাঠাতে সম্মত হয়নি। কিন্তু অস্ত্র, গোলাবারুদসহ সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ২৭টি দেশ। মার্কিন গণমাধ্যম স্কাই নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, ইউক্রেনে যেসব অস্ত্র পাঠানো হচ্ছে, তার মধ্যে গোলাবারুদ, ট্যাংক ও বিমান বিধ্বংসী অস্ত্রের মতো প্রাণঘাতী অস্ত্র রয়েছে।

দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে স্বীকৃতি

ইউক্রেন সীমান্তে লাখো সেনা মোতায়েন নিয়ে পশ্চিমাদের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি দেশটির রুশপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী-নিয়ন্ত্রিত দনবাসের দুটি অঞ্চল দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। একই সঙ্গে 'প্রজাতন্ত্র' দুটিতে রুশ সেনাদের 'শান্তিরক্ষী' হিসেবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন তিনি।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর রাশিয়াকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞায় বিশ্বের সব দেশকে ছাড়িয়ে গেছে রাশিয়া। হামলার ১৩ দিনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ২ হাজার ৭৭৮টি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এর আগে দেশটির বিরুদ্ধে ২ হাজার ৭৫৪টি নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। এ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার সংখ্যা সাড়ে ৫ হাজার ছাড়িয়েছে।

প্রেসিডেন্ট পুতিন ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের পাশাপাশি রাশিয়ার বিভিন্ন ব্যাংকপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা সুইফট থেকে দেশটির কয়েকটি ব্যাংককে নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাজ্য, জার্মানি, পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্রসহ ইউরোপের বেশির ভাগ দেশের আকাশসীমায় রাশিয়ার উড়োজাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

জরুরি অবস্থা

২৩ ফেব্রুয়ারী রাতে ইউক্রেনে ৩০ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। ইউক্রেনের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড ডিফেন্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি ওলেক্সি দানিলভ জানান, দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক ছাড়া সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি থাকবে। রুশ আক্রমণ প্রতিরোধে ইউক্রেন তাদের সংরক্ষিত সেনাদের নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে। যুদ্ধের জন্য ইউক্রেনের নাগরিকদেরও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে এক ভাষণে বলেন, তাঁর দেশে রুশ আক্রমণ ইউরোপে একটি বড় যুদ্ধের সূচনা করতে পারে।

অভিযান শুরুর নির্দেশ

পূর্ব ইউক্রেন সীমান্তে রাশিয়ার লাখো সেনা মোতায়েন নিয়ে পশ্চিমাদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে মস্কোর উত্তেজনা চলছিল। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারা বলে আসছিল, ইউক্রেনে হামলার পরিকল্পনা করছে রাশিয়া। তবে রাশিয়া বলে আসছিল, ইউক্রেনে হামলার পরিকল্পনা নেই মস্কোর। শেষ পর্যন্ত সেই আশঙ্কাই সত্যি হয়।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ভোরে টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে পূর্ব ইউক্রেনের বিচ্ছিন্নতাবাদী-নিয়ন্ত্রিত দনবাস অঞ্চলে বিশেষ সামরিক অভিযান শুরুর নির্দেশ দেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। সামরিক অভিযান শুরুর ঘোষণা দিয়ে পুতিন পূর্ব ইউক্রেনে থাকা ইউক্রেনের সেনাদের অস্ত্র ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান।

তিন দিক থেকে হামলা

পুতিনের নির্দেশের পরপরই স্থানীয় সময় ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোরে স্থল, আকাশ ও জলপথে ইউক্রেনে হামলা শুরু করেন রাশিয়ার সেনারা।

রাশিয়ার সেনাবাহিনী আক্রমণ চালায় উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে। বেলারুশ থেকেও হামলা হয়। সেখানে আগে থেকেই অবস্থান করছিলেন রুশ সেনারা।

পুতিন দুই দিনের মধ্যে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ দখলের পরিকল্পনা করেছিলেন বলে দাবি করেন মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান। তবে প্রতিরোধসহ নানা কৌশলের মাধ্যমে রুশ সেনাদের অগ্রগতি ধীর করে দিতে সক্ষম হয়েছে ইউক্রেনের বাহিনী। ইউক্রেন যুদ্ধের প্রথম দুই সপ্তাহে রাশিয়ার আনুমানিক পাঁচ থেকে ছয় হাজার সেনা নিহত হয়েছেন বলে ধারণা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা।

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ৎধরহ ঃড় ৩০ আব, ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CPA
ARMAN CHOWDHURY, CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

AUTHORIZED e-file PROVIDER

WELCOME 7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

কে সত্য বলছেন? সাকিব নাকি পাপন?

ঢাকা, ১১ মার্চ : সাকিব আল হাসানকে নিয়ে দেশের ক্রিকেটে ডামাডোল আর থামছেই না। তিন দিন আগেই তিনি বিজ্ঞাপনের কাজে দুবাই গেছেন। যাওয়ার আগে বলে গেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কোনো ফরম্যাটেই তিনি খেলবেন না। এর অনেক আগে থেকেই সাদা পোশাকের প্রতি সাকিবের অনাগ্রহ দেখা যাচ্ছে। তারপরও সাকিবকে চলতি বছরের কেন্দ্রীয় চুক্তির তিন ফরম্যাটেই রাখা হয়েছে! এই চুক্তি নিয়ে সাকিব এবং বিসিবি সভাপতির পরস্পরবিরোধী মন্তব্য বেশ কৌতূহলোদ্দীপক?



দুবাই যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে সাকিব সাংবাদিকদের বলেছিলেন, টেস্ট নিয়ে তিনি খুব একটা আগ্রহী নন। কেন্দ্রীয় চুক্তির ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এবার আসলে হয়নি এখনো। ওই লেটার, ফর্মটা পাইনি যেখানে জানাব যে আমি অ্যাভেইলেভল ফর টেস্ট, ওডিআই বা অন্য কিছু।' তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন, 'যদি সবার কাছে অপশনটা দিয়ে দেওয়া যায়, সবার মতামত নেওয়া হয় কিংবা বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমার জন্য মনে হয় এটা সবার জন্য ভালো।'

সাকিব চলে যাওয়ার পরদিন দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বলেন, কে কোন ফরম্যাটে খেলবে- সেই কাগজ সাকিবকে দেওয়া হয়েছে তিন-চার মাস আগেই! পাপনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'সাকিব তো শুনলাম বলেছেন, বিসিবি থেকে এখনো কোনো ফরমই তাদের সরবরাহ করা হয়নি। যেখানে তিনি জানাতে পারেন যে কোন সংস্করণে খেলবেন আর কোনটিতে খেলবেন না।' জবাবে বিসিবি সভাপতি বলেন, 'একদম ভুল। আরো তিন-চার মাস আগেই ওদেরকে ফরম দেওয়া হয়েছে। ক্রিকেট অপারেশনস থেকে আমাকে সেসব পাঠানোও হয়েছে। ওখানে সাকিবের ফরমও আছে। যেখানে সেসব সংস্করণে খেলার সম্মতি দিয়ে রেখেছে। এখন খেলব বলে দুই দিন পর পর এসব করছে, কী করব বলেন? খেলুক না খেলুক, টাকা তো পাচ্ছে, কী করব?'

দুজনের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের পর আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে ২০২২ সালের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা। যাতে সাকিবসহ পাঁচ ক্রিকেটার আছেন তিন ফরম্যাটেই। চুক্তিভুক্ত করার আগে কে কোন ফরম্যাটে খেলতে চান- তার কাগজ অবশ্যই ক্রিকেটারদের হাতে দেওয়ার কথা। সেই কাগজে অবশ্যই ক্রিকেটাররা নিজেদের পছন্দমতো ফরম্যাটে সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু দুবাই যাওয়ার আগে সেটি অস্বীকার করেছেন সাকিব। তাহলে সত্যিটা বলছেন কে?

ম্যাচ হেরে দোন্নারুম্মার সঙ্গে বিতন্ডা, অস্বীকার নেইমারের



ঢাকা ডেস্ক, ১১ মার্চ : প্রথম লেগের জয় আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) খেলোয়াড়দের। এরপর দ্বিতীয় দেখায় প্রথমার্ধের লিডে ম্যাচের লাগাম হাতিয়ে নেয় লা প্যারিসিয়ানরা। দুই লেগ মিলিয়ে ২-০ গোলের লিডে নিঃসন্দেহে চালকের আসনে ছিল পিএসজি। তবে ৬১ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকেও শেষ রক্ষা হয়নি মাউরোসিও পচেত্তিনোর দলের। করিম বেনজেমার ১৮ মিনিটের তা'বে দৃশ্যপটে আসে নাটকীয় পরিবর্তন। হারা ম্যাচে জয় তুলে চ্যাম্পিয়নস লীগের শেষ আটে পৌঁছে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। এগিয়ে থেকেও ৩ গোল খাওয়ায় একে অপরকে দোষারোপ করে ড্রেসিংরুমে বাক বিত'ায় জড়িয়ে পড়েন নেইমার ও জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা। খবরটি দিয়েছে স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা।

তবে বিষয়টি অস্বীকার করেছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড নেইমার। ৬১তম মিনিটে ম্যাচে বেনজেমার সমতা ফেরানো গোলটিই খেলার গতি পরিবর্তন করে দেয়। সতীর্থের ব্যাক পাস পেয়ে মাঠের ডানপ্রান্তে আশরাফ হাকিমিকে পাস দিতে চান জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা। তবে দ্রুত এগিয়ে আসা বেনজেমাকে কাটিয়ে কিছু সময় নিয়ে পাসটি দিতে ব্যর্থ হন দোন্নারুম্মা। বল পেয়ে যান ভিনিসিউস জুনিয়র। এরপর ব্রাজিলিয়ান ইয়াং স্টারের পাসে সহজেই লক্ষ্যভেদ করেন বেনজেমা। দোন্নারুম্মা সময় না নিয়ে বলটি আগেই পাস করে দিলে গোল পেতো না রিয়াল মাদ্রিদ। আর নেইমারের অভিযোগটা ঠিক এখানেই।

মার্কার প্রতিবেদনে বলা হয়, নেইমার দোন্নারুম্মাকে রাগ ঝাড়তে চেয়েছিলেন। দোন্নারুম্মাও ছেড়ে কথা বলেননি। দ্বিতীয় গোলে কিছুটা ভুল ছিল নেইমারের। সেটা নিয়েই পাল্টা রাগ ঝাড়েন তিনি। এরপর সতীর্থদের মধ্যস্থতায় ঝগড়া আর বাড়েনি।

তবে ওই ঘটনা অস্বীকার করেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার ও দোন্নারুম্মা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দুজনের কথোপকথনের একটি স্ক্রিনশট প্রকাশ করেন নেইমার। যেখানে দেখা যায় হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে নেইমারকে দোন্নারুম্মা লিখেছেন, 'নেইমার, গতকালের জন্য দুঃখিত। এই সংবাদ অগ্রহণযোগ্য।' জবাবে নেইমার লিখেছেন, 'শান্ত হও বন্ধু। ফুটবলে এমন হয়। আমরা খুবু তরুণ দল আর আমরা তোমার সঙ্গে আছি। তুমি এখনও অনেক তরুণ আরো অনেক কিছু জিতবে। উঠে দাঁড়াও আর চালিয়ে যাও।'

আরেক বিবৃতিতে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুয়া বলে দাবি করেন নেইমার। তিনি বলেন, 'আমি এই নিউজটা নিয়ে কথা বলাকে ঘৃণা করি। নিউজটা মিথ্যা। ড্রেসিং রুমে কোনো মারামারি হয়নি। সাংবাদিকরা আলোচনায় আসতে এমনটা করছে।'

এ আর রহমানের কনসার্টে মুজিববর্ষ আয়োজন করবে বিসিবি, থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রীও



ঢাকা, ১১ মার্চ : করোনা মাহমারিতে থমকে গিয়েছিল মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা। ক্রিকেটেও পড়ে এর প্রভাব। তবে দুই বছরে কেটে যাচ্ছে সেই আতঙ্ক। মাঠে আবারো ফিরেছে দর্শক। সবশেষ আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে মিরপুর শেরেবাংলার গ্যালারি ছিল 'হাউস ফুল'। এবার সেখানেই বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সেখানে থাকবেন ভারতের প্রখ্যাত সুরকার এ আর রহমান। তার সুরে মুজিববর্ষের থিম সং বাজবে কনসার্টে।

২০২০ এর মার্চেই এ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। তবে করোনার থাবায় তা স্থগিত করতে বাধ্য হয় বিসিবি। আর পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় সেই অনুষ্ঠান আয়োজন আর করতে পারেনি দেশের ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থাটি। তবে এই মাসের শেষ সপ্তাহে ফের সেই কনসার্ট করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ জন্য সেই সময় অনুষ্ঠেয় ঢাকা প্রিমিয়ার লীগের কিছু ম্যাচ মিরপুরের পরিবর্তে আয়োজন হবে ইউল্যাব মাঠে। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়টি দৈনিক নিশ্চিত করেছেন বিসিবির মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান তানভীর আহমেদ টিটু। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আমাদের মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানটি করোনার কারণে স্থগিত করা হয়েছিল। ভারতের সুরকার এর আর রহমান একটি থিম সং তৈরি করেছিলেন জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে। সেই অনুষ্ঠানটিই আমরা ফের আয়োজন করতে যাচ্ছি। প্রথমে কথা ছিল ১৭ই মার্চ করা হবে। তবে এটি হতে পারে মার্চের শেষ সপ্তাহে। খুব সম্ভবত ২৯শে মার্চ। হ্যাঁ, সেখানে এ আর রহমান তো থাকবেনই। কারণ, কনসার্টটা তারই থিমে হবে।'

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হয়তো উপস্থিত থাকবেন। শতভাগ নিশ্চিত না করলেও মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন সম্ভাবনার কথা। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী থাকবেন কিনা সেটি আমরা এখনো নিশ্চিত নই। যেহেতু বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান সেক্ষেত্রে তার থাকার একটা সম্ভাবনা তো অবশ্যই আছে।' ২০২০ এ ঢাকায় করোনাভাইরাসে রোগী শনাক্ত সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। তখন ক্রিকেট পাড়ায় গুঞ্জন ছড়ায় করোনা আতঙ্কে বাতিল হয়ে যেতে পারে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিসিবি আয়োজিত এ আর রহমানের কনসার্ট এবং এশিয়া একাদশ ও বিশ্ব একাদশের মধ্যকার দু'টি প্রীতি ম্যাচও। শেষ পর্যন্ত হয়ও তাই। সেই সময় বিসিবির সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বলেন, 'আমাদের হাতে দুইটি অপশন ছিল। এ আর রহমানের যে কনসার্ট, সেটা আমরা ছোট করে করতে পারতাম, পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এটা বড় করে হবে, যেভাবে করার পরিকল্পনা হয়েছিল। তাই আমরা এটাকে এখন পিছিয়ে দিয়েছি। পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে, পরবর্তীতে কোনো একটা সময় আমরা এটা আয়োজন করবো।' দেশের করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। মাঠে ফেরানো হয়েছে শতভাগ দর্শকও। আর তাই মুজিববর্ষের অনুষ্ঠান বড় করেই আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। তানভীর আহমেদ বলেন, 'এখন করোনা পরিস্থির উন্নতি হয়েছে। যে কারণে অনুষ্ঠান আয়োজনের এই সিদ্ধান্ত। আশা করি সবকিছু ঠিক থাকবে। অনুষ্ঠানটি আমরা সফলভাবে আয়োজন করতে পারবো।'

ঢাকা লীগের কিছু ম্যাচ ইউল্যাব মাঠে

১৫ই মার্চ থেকে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে গড়াবে ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লীগ। এছাড়াও এই লীগের আরো দুটি ভেন্যু বিকেএসপির- ৩ ও ৪ মাঠ। তবে মার্চের শেষ সপ্তাহে মুজিববর্ষের কনসার্টের কথা ভেবে বিকল্প ভেন্যু হিসেবে ইউল্যাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠকে বেছে নিয়েছে লীগের আয়োজক 'ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিস (সিসিডিএম)'। সব মিলিয়ে এবার লীগের ভেন্যুর সংখ্যা চারটি। জানা গেছে, ২৩ মার্চ থেকে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত মিরপুর স্টেডিয়ামের ম্যাচগুলো হতে পারে ইউল্যাব মাঠে। মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান বলেন, 'যেহেতু মার্চের শেষ দিকে অনুষ্ঠান মিরপুর স্টেডিয়ামে। তার জন্য আয়োজনের একটা ব্যাপার আছে। আমরা তাই সেই সময়ের ম্যাচগুলো ইউল্যাব মাঠে করার চিন্তা করেছি।' অন্যদিকে প্রশ্ন উঠছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ঢাকা লীগের ম্যাচ আয়োজন নিয়ে। কতটা মানসম্পন্ন হবে এই ভেন্যু তা নিয়ে সিসিডিএমের সদস্য সচীব আলী হোসেন বলেন, 'আমরা বঙ্গবন্ধুর অনুষ্ঠানটির কারণে কিছু ম্যাচ ইউল্যাব মাঠে রেখেছি। তবে এখনো আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত নই যে অনুষ্ঠানটি হবে কিনা। তবে হবে ধরেই সূচিটা করা অছে। শেষ পর্যন্ত না হলে সব খেলা মিরপুরেই হবে। আর ইউল্যাব স্টেডিয়াম ঢাকা প্রিমিয়ার লীগের খেলার জন্য উপযুক্ত। অনেক ভালো মাঠ, উইকেটও ভালো। আশা করি এ নিয়ে কোনো অভিযোগ থাকবে না।'



নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা

দুই 'ফর্মুলা'য় বিএনপিসহ বিরোধী জোটে মতানৈক্য ভাবনায় 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের' রূপরেখাও জাতীয় পার্টিসহ সমমনাদের ভাবনা একই

ঢাকা ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে 'সরকারব্যবস্থা' নিয়ে বিরোধী জোটে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। বিএনপিসহ কয়েকটি দল নির্বাচনকালীন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের দাবি জানালেও তাদের সঙ্গে একমত নন জোটের একাধিক শরিক।

আ স ম আবদুর রবের জেএসডি ও কর্নেল (অব.) ড. অলি আহমদের এলডিপিসহ কয়েকটি দল জাতীয় সরকারের পক্ষে। এ দুই ফর্মুলা নিয়েই জোটের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। এটা নিরসনে বিকল্প হিসাবে 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের' প্রস্তাব নিয়েও কাজ করছেন বিএনপি ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের গুরুত্বপূর্ণ তিন নেতা। নির্বাচনকালীন সরকার ইস্যুতে ঐকমত্যে পৌঁছাতে ইতোমধ্যে দলগুলোর শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন তারা। একাধিক ফর্মুলা নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। ফর্মুলা চূড়ান্ত হওয়ার পর রূপরেখা নিয়ে কাজ শুরু হবে। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এসব তথ্য।

নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ ও জাতীয় সরকার-এ দুই 'ফর্মুলার' পক্ষে যুক্তি তুলে ধরছে দলগুলো। বিএনপি বলছে, নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেই তা অবাধ ও সুষ্ঠু হবে, জনগণ নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

আর জাতীয় সরকারের পক্ষে দলগুলোর যুক্তি হচ্ছে-দীর্ঘদিন যারা ক্ষমতায়, তারা পুরো প্রশাসন নিজেদের মতো করে সাজিয়ে রেখেছেন। মাত্র তিন মাসে নির্দলীয় ব্যক্তিদের পক্ষে এই প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো সম্ভব না। তাই অন্তত দুই বছর জাতীয় সরকার ক্ষমতায় থাকতে হবে।

এরপর তাদের অধীনে আগামী নির্বাচন হবে। ঐক্যফ্রন্টের শরিক নাগরিক ঐক্য জাতীয় সরকার এবং নির্দলীয় সরকারের বিষয়ে আপত্তি তুলছে। তাদের দাবি, কোনো ব্যক্তিই নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় নন, সুতরাং এ দাবি অযৌক্তিক।

আর জাতীয় সরকার বলতে যদি সেখানে আওয়ামী লীগেরও প্রতিনিধি থাকে, তা জনগণ কখনো গ্রহণ করবে না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে-যাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে, তাদের প্রতিনিধি জাতীয় সরকারে থাকলে বিরোধী দলগুলো জনগণের কাছে কী জবাব দেবে?

সূত্র জানায়, এ দুই ফর্মুলার বাইরে 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের' প্রস্তাব করেছে ঐক্যফ্রন্টে থাকা একটি দল। প্রস্তাবটি নিয়ে বিএনপি নেতারা গত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে আলোচনাও করেছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নানা দিক নিয়ে পর্যালোচনাও হয়।

নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে একটি 'ফর্মুলায়' ঐকমত্যে পৌঁছাতে ইতোমধ্যে বিএনপির মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না দলগুলোর সঙ্গে কথা বলছেন। এর সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছেন গণফোরামের ড. কামাল হোসেনও। তিনিও এ নিয়ে কয়েকটি দলের সঙ্গে কথা বলেছেন। নেতারা আশা করছেন, সব দলের সঙ্গে আলোচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য ফর্মুলা বের করা সম্ভব হবে।

এ বিষয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আমাদের দলের দাবি-কোনো দলীয় সরকার নয়, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনেই আগামী নির্বাচন হতে হবে। কেউ যদি জাতীয় সরকারের কথা বলে থাকে, এটা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন। প্রতিটি দলেরই বক্তব্য-বিবৃতি দেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। এ নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব বা সমস্যা হবে না। যে যার জায়গা থেকে সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আমরা। আলোচনার মাধ্যমে সব ইস্যুতে ঐকমত্য হবে বলে আশা করছি।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম দল গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন বলেন, সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে চাই। সেটা করতে হলে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকার বা জাতীয় সরকার-কোনটা হবে, সেটা আলোচনার বিষয়। যেটার ওপর ঐকমত্যে আসা যায়, সেটার পক্ষে আমি। আমরা কোনো দাবি জানিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাই না। আমরা চাই-বৃহত্তর ঐক্য তৈরি হোক। সবাইকে নিয়ে বসব, দেখি কীভাবে ঐকমত্যে আনা যায়।

গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক ড. রেজা কিবরিয়া বলেন, আমরা নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলার সঙ্গে একমত। জাতীয় সরকারের বিষয়টি তো পরিষ্কার নয়। এটিতে কি আওয়ামী লীগও থাকবে?

আওয়ামী লীগ ছাড়া যদি জাতীয় সরকার হয়, তাহলে আমাদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য। আর যদি এ দুই ফর্মুলা গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে জাতিসংঘের অধীনে নির্বাচনের দাবি আমাদের। তিনি বলেন, নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো পরীক্ষিত, সেটার দিকে যাওয়াই ভালো। বাকি ফর্মুলা তো পরীক্ষিত নয়। আমি মনে করি, এ নিয়ে মতবিরোধ খুব বেশি নয়। কারণ যারা জাতীয় সরকারের কথা বলছেন, তারা অবশ্যই নিরপেক্ষ সরকারও মানবে। বরং তর্কবিতর্ক হতে পারে সময় নিয়ে। এটা ওয়ান-ইলেভেনের মতো হবে নাকি তিন মাসের মতো হবে। সেটা নিয়েও আলোচনা হতে পারে।

বিএনপির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণকারী ঐক্যফ্রন্টের শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রব বলেন, মূল দাবিটা হলো এই সরকারের পরিবর্তন। দেশে সরকার পরিবর্তনের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেদিকে যাবে, তা ঠেকানের জন্য একক দলের পক্ষে সম্ভব হবে না।

শ্রমজীবী, পেশাজীবী, সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে যথাসম্ভব জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। কারণ জনগণ বারবার ধোঁকা খেয়েছে। জনগণ দলীয় সরকারের পরিবর্তে আরেকটি দলীয় সরকার চায় না। তারা তাদের অংশগ্রহণ ও অধিকার চায়। অতএব সেটা করার জন্য জাতীয় সরকার ছাড়া বিকল্প নেই।

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপির প্রেসিডেন্ট কর্নেল (অব.) ড. অলি আহমদ বলেন, বিএনপির দাবির সঙ্গে আমাদের দাবির কোনো পার্থক্য নেই। দুটিই একই ধরনের দাবি; কিন্তু শব্দচয়নগুলো আলাদা।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে-বিগত ১৩-১৪ বছরে নির্বাচন কমিশনসহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ করা হয়েছে। ওই প্রতিষ্ঠানগুলো বিরাজনীতিকরণ ছাড়া নির্বাচনে গেলে কোনো লাভ হবে না।

বিগত দিনে যেভাবে রাতে ভোট লুট হয়েছে, তাদের কারণে একই ধরনের সমস্যা হবে। আমরা চাই-জনগণ যেন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে ভোট দিতে পারে। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। সবার ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। ক্ষমতায় যাওটা প্রধান লক্ষ্য হতে পারে না, জনগণের সরকার গঠন করাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

জাতীয় সরকারে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিও থাকবে কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীও জাতীয় সরকারের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলেন, জাতীয় সরকার হলে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে নয়।

বিএনপির প্রতিনিধি থাকলে আওয়ামী লীগেরও প্রতিনিধি থাকবে। এতে হবে কী, আওয়ামী লীগ ভয় পাবে না। তা না হলে আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যে বলেছে কয়েক লাখ লোক মারা যাবে।

এসব ভয়ের অবসান এবং সুশাসনের জন্য জাতীয় সরকারে সবার প্রতিনিধি রাখার কথা আমি বলেছি। দুই বছরের জন্য জাতীয় সরকার বা সর্বদলীয় সরকার হলে দেশের পরিবর্তন হবে, সুশাসন ফিরে আসবে।

নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, এটা কোনো বিরোধের বিষয় নয়। বিএনপি নিজেই এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে। তারা বলছে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকার, মানে নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার। কোনো দলের নয় বলছে, আবার নিরপেক্ষও বলছে। এই যে ১৩ বছর ধরে দুঃশাসন চলছে, দুর্নীতি-লুটপাট চলছে-এগুলোর বিচার হবে না? পুরো প্রশাসন যে নিজের মতো করে সাজিয়ে ফেলছে, এই প্রশাসন রেখে তো ভোট করে জেতা যাবে না।

প্রশাসন তো সাজাতে হবে। এজন্য আমি একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে। সে সরকার নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে কাজ করবে। এর জন্য প্রশাসন ঠিক করতে হবে, দোষীদের সাজা দিতে হবে। তিনি বলেন, তবে বাস্তবতা হলো-আন্দোলনের মাধ্যমেই যদি সরকারকে ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে আন্দোলনের শক্তি দিয়েই সরকার হবে। আমরা যদি অতদূর যেতে না পারি, মাঝখানে যদি কেউ আসে, তাহলে তারা তাদের মতো সরকার করবে।

তখন যে সরকার করবে, মানুষ তার পক্ষে থাকবে। যারা জাতীয় সরকারের কথা বলছেন, তাদের মতলবটা ভালো মনে হয় না। এ ফর্মুলায় আওয়ামী লীগ তো থাকতে পারে না, এটা তো হয় না।

সূত্র জানায়, জাতীয় সরকারের পক্ষে সমমনা গণফোরাম (মন্টু), বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, গণসংহতি আন্দোলন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন প্রভৃতি দলও রয়েছে। তবে হঠাৎ করে জাতীয় সরকারের দাবিতে যেসব দল সরব, তাদের সন্দেহের চোখে দেখছে বিএনপি।

দলটির একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা জানান, জাতীয় সরকারের পক্ষে যারা কথা বলছেন, তারা নিজেদের স্বার্থেই কথা বলছেন। সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ক্ষমতায় এলে তারা আশানুরূপ মূল্যায়ন না পাওয়ার আশঙ্কা থেকে জাতীয় সরকারের দাবিতে একাট্টা হতে পারেন।

তাদের পেছনে একটি তৃতীয় গোষ্ঠীও রয়েছে বলে ধারণা করছেন। যাদের সঙ্গে সরকারেরও সম্পর্ক রয়েছে। নেতারা আরও বলেন, অনির্বাচিত জাতীয় সরকারের অধীনে দুই বছর রাষ্ট্র চলতে পারে না।

এক্ষেত্রে বিএনপি তাদের সঙ্গে আলোচনা করছে। আলোচনার মাধ্যমে জুনে মধ্যেই 'নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকার' কিংবা 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের' একটি রূপরেখা দিতে চান তারা। যেখানে দাবির পক্ষে যুক্তিসহ বিস্তারিত থাকবে। এ নিয়ে নীতিনির্ধারকরা কাজ করছেন।

জাতীয় পার্টিসহ সমমনাদের ভাবনা একই

এদিকে নির্বাচন কমিশন গঠন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বাহাস শেষ। এখন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন রূপরেখা কোন পদ্ধতিতে হবে, তা নিয়ে চলছে নানা হিসাবনিকাশ। তবে সংবিধানের বাইরে একচুলও সরতে নারাজ টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ।

ক্ষমতাসীন এই দলটির নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরিক দলগুলোও চায় সংবিধানের ভেতরে থেকেই নির্বাচন। পাশাপাশি সংবিধানের বাইরে অন্য কোনো ফর্মুলায় জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিপক্ষে আওয়ামী লীগের মিত্র বলে পরিচিত জাতীয় সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টিও।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাশ হয়। বিএনপি এবং তাদের শরিকরা এর পর থেকেই নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারব্যবস্থা পুনরায় চালু করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে।

এ অবস্থাতেই ২০১৪ ও ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে আরও প্রায় দুই বছর বাকি। ২০২৩ সালের শেষের দিকে অথবা ২০২৪ সালের শুরুতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। দীর্ঘ সময় বাকি থাকলেও কোন সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে, তা নিয়ে সরকার এবং বিরোধী পক্ষ ইতোমধ্যে রাজপথে সরব হয়েছে।

বিরোধী পক্ষের দলগুলোর একটি অংশ নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার চায়। আরেকটি অংশ চায় জাতীয় সরকার। তবে আওয়ামী লীগ, ১৪ দলীয় জোটের শরিকরা এবং জাতীয় পার্টি সংবিধানের বাইরে যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে।

জানতে চাইলে এ প্রসঙ্গে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতা জিএম কাদের এমপি বৃহস্পতিবার বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিপক্ষে আমরা সব সময় ছিলাম, এখনো আছি। আর জাতীয় সরকার বলতে কী বোঝায়, তাও জানি না। দেশ পরিচালনায় যাতে কোনো সাংবিধানিক সংকট তৈরি না হয়, তাই আমরা সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন চাই। কে কী বলল-এসব নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। তিনি আরও বলেন, জাতীয় পার্টি সব সময় নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল। ইতোমধ্যেই আমাদের মতো করে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছি। আমরা চাই মানুষ তার ভোটাধিকার নির্বিঘ্নে প্রয়োগ করুক। মানুষ তার পছন্দের প্রার্থী বেছে নিক ভোটের মাধ্যমে। এজন্য প্রয়োজন নির্বাচনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেন, সংবিধানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। কীভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তা সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে। যাদের সংবিধানে আস্থা নেই, যারা পেছনের দড়জা দিয়ে ক্ষমতায় আসার ষড়যন্ত্র করছেন, তারা নানা ফর্মুলা দিচ্ছেন। এতে আমাদের কিছু যায়-আসে না। তিনি আরও বলেন, সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতরে থেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য ইতোমধ্যে আমরা আমাদের প্রস্তুতি শুরু করেছি।

১৯৯৬ সালে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমেই নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানে যোগ করা হয়েছিল। তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগের আন্দোলনের মুখে নির্বাচন নিরপেক্ষ করার যুক্তি দেখিয়ে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। পরে এই আওয়ামী লীগের হাত ধরেই বিধানটি বাতিল করা হয়।

২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনকালীন সরকারের কথা বলেছিলেন। যেখানে বিএনপিকে স্বরাষ্ট্রসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু বিএনপি এতে সাড়া দেয়নি। বরং তারা নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারের দাবি জানিয়ে আসছে। তবে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো রূপরেখা দেয়নি দলটি। ২ মার্চ স্বাধীনতার প্রথম পতাকা উত্তোলন দিবসের ৫১ বছর উদ্যাপন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব বলেন, দলীয় সরকারের অধীনে আর নির্বাচন নয়। গণআন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তির সমন্বয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গড়ে তুলতে হবে। তবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন এখনো নির্দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন চান। সম্প্রতি তিনি তার দলের কর্মসূচিতেও বলেছেন, আমরা জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নেওয়ার দাবি জানাই। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য হয় না-এটা প্রমাণিত সত্য।

এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের অন্যতম প্রধান শরিক বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি বলেন, আমরা সংবিধানের বাইরে যেতে চাই না। সংবিধানের বাইরে যাওয়া ঠিকও হবে না। তিনি আরও বলেন, অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য সংবিধানের ভেতরে থেকেই সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হতে পারে। সংবিধানকে উপেক্ষা করে নির্বাচন-এটা কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে না।





ভারতীয় সিনেমায় বাংলাদেশের নাদিয়া

(শেষের পাতার পর)

এটি পরিচালনা করছেন শিব রাম শর্মা। গল্প লিখেছেন অর্পিতা রায় চৌধুরী। আগামী ২৩ মার্চ থেকে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় এর দৃশ্যধারণ হবে। নিরাপদ শৌচাগারের জন্য সামাজিক আন্দোলন নিয়েই ছবির গল্প।

নাদিয়া বলেন, 'ক্যারিয়ারের শুরু থেকে ভিন্নধর্মী গল্পে কাজ করতে চেয়েছি। 'সুনেত্রা সুন্দরম'-এর গল্প তেমনই। আশা করছি এটি সামাজিক সচেতনতামূলক ভালো একটি ছবি হতে যাচ্ছে। এর কাজে অংশ নিতে ২০ মার্চ কলকাতা যাচ্ছি।'

এতে আরও অভিনয় করবেন কলকাতার বরেণ্য অভিনেত্রী পার্ণো মিত্র, বাংলাদেশের নাট্যাভিনেত্রী ফারজানা চুমকিসহ আরও অনেকে।

হেলথ টিপ্স: ধনেপাতার

(শেষের পাতার পর)

জুড়ি মেলা ভার! ধনেপাতার প্রধান কয়েকটি স্বাস্থ্যগুণ হচ্ছে-

* এটি লিভার বা যকৃৎকে সুস্থ রাখতে অত্যন্ত কার্যকর একটি ভেষজ উপাদান। নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণে ধনেপাতা খেতে পারলে লিভারের একাধিক সমস্যা থেকে দূরে থাকা যায়।
* দাঁত ও মাড়ির সুস্থতায় ধনেপাতা অত্যন্ত কার্যকর একটি উপাদান। ধনেপাতা দাঁতের ফাঁকে ব্যাকটেরিয়াকে বাসা বাঁধতে বাধা দেয়। ফলে সুস্থ থাকে দাঁত ও মাড়ি।
* ধনেপাতায় থাকা আয়রন রক্তাল্পতা রোধে সাহায্য করে।
* ধনেপাতার মধ্যে অ্যান্টিসেপটিক উপাদান থাকায় তা শরীরে টক্সিন দূর করতেও সাহায্য করে। এর অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট উপাদান বিভিন্ন চর্মরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
* ধনেপাতার মধ্যে সিনিওল অ্যাসেনশিয়াল অয়েল এবং লিনোলিক এসিড থাকে। এগুলো শরীরের পুরনো ও নাছোড় ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।
* ধনেপাতা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
* ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য ধনেপাতা অত্যন্ত উপকারী। ধনেপাতা রক্তে ইনসুলিনের ভারসাম্য বজায় রাখে আর রক্তে শর্করার পরিমাণও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

প্রথম বাংলাদেশী রেসার হিসেবে ইতিহাস গড়লেন অভিক

(শেষের পাতার পর)

৩০শে জানুয়ারি রাউন্ড থ্রিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন বাংলাদেশি এই রেসার। তবে প্রোকার চ্যাম্পিয়নশিপের সংগঠকরা নিয়মে আকস্মিক পরিবর্তন আনেন। গিটি ৮৬তে অনেক পয়েন্টে এগিয়ে থাকায় অভিককে আরো দুই ক্লাস ওপরে রেস করানোর সিদ্ধান্ড়নেয় আয়োজকরা। এমন বৈষম্যমূলক আচরণে অভিক ক্ষোভ প্রকাশ করলেও সেটিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন। সেই পরীক্ষায় উতরে গেছেন তিনি, এনজিকে প্রো রেসিং চ্যাম্পিয়নশিপে ৮৬ ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হলেন অভিক। প্রথম বাংলাদেশি রেসার হিসেবে এই কীর্তি অর্জন করেন তিনি। দুর্দান্ড় অর্জনের পর অভিক সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রথম বাংলাদেশী রেসিং চ্যাম্পিয়ন হলাম আজকে। এনজিকে ইউএই প্রোকার চ্যাম্পিয়নশিপ।

এটি হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ন্যাশনাল রেসিং চ্যাম্পিয়নশিপ যেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক প্রতিযোগী আসে এবং অংশগ্রহণ করেন। এটি একটি মাল্টিক্লাস রেসিং প্রতিযোগিতা এবং এই টুর্নামেন্টে ৮৬ ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হলাম আজকে একজন বাংলাদেশি রেসিং ড্রাইভার হয়ে, বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম রেসিং টিমের সঙ্গে, বাংলাদেশ মটরসস্পোর্টস।'

দেশবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অভিক লিখেছেন, 'দেশবাসীর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ আমার জন্য দোয়া করেছেন এবং আমার স্পন্সরদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

বিশ্বমঞ্চে এমন অসাধারণ অর্জনে অভিক আনোয়ারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তারই বন্ধু এবং বাংলাদেশ ওয়ানডে দলের অধিনায়ক তামিম ইকবাল। তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, 'অভিক আনোয়ারকে প্রাণঢালা অভিনন্দন। তোমার এই ব্যতিক্রমী অর্জন দেশকে গর্বিত করেছে।'

গত বছরের নভেম্বরে দুবাইয়ের অটোড্রোমের প্রথম রাউন্ডের দুই রেসেই প্রথম হয়েছিলেন অভিক। এছাড়াও ইয়াস মেরিনা এফ১ ট্র্যাকে রেস ১-এ প্রথম হয়েছিলেন এবং রেস ২-এ তৃতীয় হয়েছিলেন।

এদিকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী ও মার্চের দুবাইয়ের অটোড্রোমের দুই রাউন্ডের রেসেই প্রথম স্থান অর্জন করেন বাংলাদেশী এই রেসার।

শরীর ও আত্মার খাদ্য

(শেষের পাতার পর)

হার্ডওয়্যার তথা বডি দুই, সফটওয়্যার তথা বডিতে ধারণকৃত প্রোগ্রাম। তেমনি মানুষের শরীর হলো একটা হার্ডওয়্যার এবং এই হার্ডওয়্যারে ধারণকৃত সফটওয়্যারটি নাম হলো, রুহ বা আত্মা। একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের জন্য মানুষকে এই দুটোরই সমান ও যথাযথ গুরুত্ব দিতে হয় এবং দু'টোর জন্যই তার সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। অন্যথায় এর একটি অসুস্থ হলে অন্যটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নষ্ট হয়ে যায়। আমরা সকলেই আমাদের হার্ডওয়্যার তথা শরীরের খাদ্য সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখি। এবং এই খাদ্য সংগ্রহের জন্য রাত-দিন মাড়িয়ে যাই সর্বদা। কিন্তু সেই তুলনায় আমাদের সফটওয়্যার তথা রুহ বা আত্মার খাদ্যের চেষ্টা অনেকটা কদাচিৎ ও নগন্য। ফলে বাইরে থেকে একজনকে সুঠাম ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মনে হলেও তার মধ্যে বাস করে একটি মৃত বা অসুস্থ আত্মা। ফলে তার দেহখানি একখান অসার কলাগাছ। যার মধ্যে কোন পরিপুষ্টতা নেই, নেই কোন উপকারী পদার্থ।

মানুষের শরীরকে মাটি থেকে তৈয়ার করা হয়েছে। তাই আমাদের খাদ্য সব মাটি। অর্থাৎ মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্য আমাদের শরীরকে পরিপুষ্ট করে রাখে। আবার আমার মাটিতেই চলে যাবো। মাটি থেকে আবার বের করে আনা হবে। আল্লাহর এই সাইকেল অনন্তকাল ধরে চলছে চলবে। এই প্রবন্ধে আপাতত: বডি তথা শরীরকে বাদ দিয়ে আত্মার সুষম খাদ্যের একটি তালিকা দেয়ার চেষ্টা করা হবে ইনশা'আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তিনিই তো সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্র থেকে। তারপর রক্তের পিণ্ড থেকে। অতপর তিনি তোমাদেরকে শিশুর আকৃতিতে বের করে আনেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেন যাতে তোমরা নিজেদের পূর্ণ শক্তিতে উপনীত হতে পারো। তারপর আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেন যাতে তোমরা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও। তোমাদের কাউকে আগেই ফিরিয়ে নেয়া হয়। এসব কাজ করা হয় এ জন্য যাতে তোমরা তোমাদের নির্ধারিত সময়ের সীমায় পৌছতে পারো এবং যাতে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারো।"(সুরা আল মু'মিন:৬৭)

আয়াতে জীবনের এসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে অতিক্রম করানোর কারণ এ নয় যে, আমরা পশুর মত জীবন যাপন করবো এবং পশুর মতো মরবো। বরং এসব পর্যায় অতিক্রম করানো হয় এ জন্য যে, আল্লাহ আমাদেরকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা কাজে লাগাবো।

আত্মা। আত্মা হলো রবের আমর বা হুকুমমাত্র। কাজেই আত্মার খাদ্য আসে রবের ইবাদাতের মাধ্যমে রবের নিকট থেকে। তাই আত্মাকে সজীব ও সতেজ রাখার জন্য আমাদেরকে দৈনন্দিন নিম্নের কাজগুলো আঞ্জাম দিতে হবে। মনে রাখতে হবে আত্মার খাদ্য গ্রহণের জন্য বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসী হওয়া যাবে না। বরং সমাজ সংসারের বিশাল চারণভূমিতে জীবনের পদচারনায়, শয়নে-স্বপনে, প্রকাশ্যে-নির্জনে, দিনে ও রাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কার্য সম্পাদনে বা কোন বক্তব্য পেশ কালে আল্লাহর হুকুমকে পর্যালোচনা করা হলেই আত্মার খাদ্য গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য কোন পথে তা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করা সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করা। যিনি তার ভেতর ও বাইরে কোন কোন জিনিস সাফল্যেও পথে বাধার সৃষ্টি করে তা প্রথমে চিহ্নিত করেন এরপর যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণ বা বাগে আনার চেষ্টা চালান। আর এর জন্য কোন বিরাণভূমি বা গভীর অরণ্যে নয় বরং সমাজ সংসারই হলো এর উপযুক্ত ক্ষেত্র। পরীক্ষার জন্য পরিক্ষার হলই উপযুক্ত স্থান। যেখানে অন্যান্য ছাত্র-শিক্ষক ও দায়িত্বশীলগণ থাকবে। যেখানে একটু পর পর পরিদর্শনের জন্য বিভিন্ন পরিদর্শক আসবে এবং বিসদৃশ কোন কিছু পরিলক্ষিত হলে শাস্তির ব্যবস্থাও করবে। সেখানে সার্বক্ষণিক অনেকগুলো চোখ প্রতিটি পরিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু কেউ যদি এর জন্য এমন নির্জন কক্ষ দাবী করেন যেখানে বইপত্র সবই আছে এবং কেউ তাকে কোন বিরক্তও করবে না। এটিকে অন্য কিছু বলা যেতে পারে কিন্তু পরীক্ষা বলা যাবে না। সমাজ সংসারের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করে আল্লাহর পথে ঠিকে থাকার পরীক্ষাই যার হলো না, তিনি আবার আত্মশুদ্ধি করেন কি ভাবে ? তাছাড়া যিনি এ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আধ্যাত্মিকতা হাছিল করবেন তিনি অবশ্যই এমন ব্যক্তি হবেন যিনি সর্বাস্থায় আল্লাহ ও মানুষের অধিকারকে আল্লাহরই ভয়ে সংরক্ষণ করবেন। যার হৃদয় বিশ্ব মানবতার দুরাবস্থা দেখে কেঁদে উঠবে। বিশ্বের যে কোন নিভৃত কোণে কোন একজন মুসলিমের গায়ে আঘাত লাগার সাথে সাথে তার গাঁয়ে সে আঘাত অনুভূত হবে। এবং এ দুরাবস্থা থেকে মানবতাকে মুক্তি দানের চিন্তা চেতনা তার অন্তরকে অস্থির করে তুলবে। এটিই হলো, সুস্থ সবল আত্মার পরিচয়। আত্মার খাদ্যের জন্য নিম্নের কাজগুলো নিয়মিত করা উচিত।

কুরআন ও সুন্নাহর অধ্যায়ন: বেশী বেশী কুরআন ও হাদীস অধ্যায়ন করা। এবং এই অধ্যায়ন বুঝে অর্থ অনুধাবন করে পড়তে হবে। জ্ঞান হলো আত্মার খোরাক। কারণ জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃতি লাভ করবে, আল্লাহর ভয় ততবেশী বৃদ্ধি পাবে। আর সেই জ্ঞান হলো, তাওহীদ, আল্লাহর ক্ষমতা, আল্লাহর গুণাবলী, রেসালাত ও আখিরাতের জ্ঞান। যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে যতবেশী অজ্ঞ হবে সে তাঁর ব্যাপারে ততবেশী নির্ভীক হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর শক্তিমত্তা, জ্ঞান প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানময়তা, ক্রোধ,পরাক্রম সার্বভৌম কর্তৃত্ব ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে যে ব্যক্তি যতবেশী জানবে সে ততবেশী তার নাফরমানী করতে ভয় পাবে।

মানবতার কল্যাণ করা: আল্লাহর রহমত, বরকত ও আত্মার আনন্দের জন্য মানুষের প্রতি কল্যাণ ও উপকারের হাত বাড়িয়ে দেয়া। মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, সেবা করা, বিপতে পড়লে উদ্ধার করা, ,মাজলুমকে সাহায্য করা, কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি সমাজ কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করলে আত্মার প্রশান্তি বেড়ে যায়।

হিংসামুক্ত কল্যাণ কামনা করা: হৃদয়কে বিদ্বেষ, হিংসা ও অন্যের অকল্যাণ কামনা থেকে মুক্ত রাখা। হিংসামুক্ত আত্মা পরোপকারী ও অন্যের কল্যাণকামী হয়। মুসনাদে আহমাদে রাসুলুল্লাহ সা: এ ধরণের ব্যক্তিকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। অন্য হাদীসে আনাস রা: বলেন, রাসুলুল্লাহ সা: আমাকে বলেন, বেটা! যদি পারো তবে এমনভাবে সকাল-সন্ধা পার কর যে, তোমার হৃদয়ে কারো প্রতি কোন বিদ্বেষ বা অকল্যাণের ইচ্ছা নেই। সম্ভব হলে এরূপ চলবে, কারণ এরূপ চলা আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করলো, সে আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসবে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"ইমাম তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যধারণ করা: ধৈর্য মু'মিন জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও ঈমানের অন্যতম অংশ। ধৈর্য বলতে নিষ্ক্রিয় নির্জীবতা বুঝানো হয় না। বরং সক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বুঝায়। পারিপার্শিক অবস্থা বা অন্যের আচরণ দ্বারা নিজের আচরণ প্রভাবিত না করে নিজের স্থির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিজেকে পরিচালিত করার ক্ষমতা। ইসলামী দৃষ্টিতে ধৈর্য তিন প্রকার: এক, বিপদ-আপদ ও কষ্টে ধৈর্য দুই, পাপ ও লোভ থেকে ধৈর্য এবং তিন, ক্রোধের মধ্যে ধৈর্য। ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ থাকেন।

হতাশা বর্জন ও আল্লাহর উপর ভরসা করা: আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্যই হতাশা ও উৎকণ্ঠার মূল কারণ। এটি পাপ। এজন্য হাদীসে বার বার এগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল কুরআনে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে নিষেধ করা হয়েছে। মানুষের মনে আল্লাহর উপর আস্থা যত গভীর হয় আত্মা বা মানসিক শক্তি ও স্থিরতা ততই বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত আল্লাহর ইবাদাত, কুরআন সুন্নাহ অধ্যায়ন ও আল্লাহর স্মরণ হতাশা ও নৈরাশ্য দূরীভূত করে।

কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি: আমাদের জীবনে অগণিত নিয়ামত রয়েছে। আবার কষ্টও রয়েছে। আমাদের একটি বড় দুর্বলতা হলো, আনন্দের কথা তাড়াতাড়ি ভুলে যাই আর কষ্ট বেদনাকে জিইয়ে রাখি। আত্মার পরিপুষ্টতার জন্য এই দুর্বলতা কাটাতে হবে। সর্বদা ইতিবাচক হতে হবে। আত্মতুষ্টির জন্য রাসুলুল্লাহ সা: এর নিচের হাদীসটি মনে রাখতে হবে। "সম্পদে, শক্তিতে তোমাদের চেয়ে উত্তম কারো দিকে যখন তোমাদের দৃষ্টি পড়বে, তখন সে যেনো তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় নিমজ্জিত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দেয়।"(বুখারী, কিতাবুর রিকাক)

নির্লোভ: সচ্ছলতা অসচ্ছলতা, সম্মান ও অসম্মান সর্বাবস্থায় স্থিতিশীল রাখা। আল্লাহ যখন যে অবস্থায় রাখবেন তখন সে অবস্থায় বান্দা তার দায়িত্ব পালন করবে। সম্পদ বা প্রতিপত্তি থাকলে তা দিয়ে আখিরাতের ঘর তৈয়ার করবে। সম্পদ বা প্রতিপত্তি না থাকলে তাতেই বান্দা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। সম্পদ বা প্রতিপত্তির লোভ যেনো কাউকে অন্ধ না করে।

সুন্দর আচরণ: উত্তম আচরণ প্রকৃত মুসলিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সকলের সাথে উত্তম ও শোভনীয় আচরণ করা আল্লাহর প্রিয় ইবাদাতসমূহের অন্যতম। কিয়ামতের দিন কর্মবিচারের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী ও মূল্যবান কর্ম হবে সুন্দর আচরণ।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সা: ভালবাসা: আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা: কে অন্য সকল কিছু এবং নিজের জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসা। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ক্রমাগত জীবনের শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। এই ভালবাসা দ্বারা আত্মার খোরাক সৃষ্টি হয়, আত্মা সর্বদা পুষ্ট ও সতেজ থাকে।

আল্লাহর যিক্র: জেনে বুঝে মনের আবেগ মিশিয়ে সকাল-সন্ধা ছাড়াও সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিক্র তথা আল্লাহকে স্মরণ করা। এটি আত্মার বিশাল খাদ্যভাণ্ডার। আত্মা সুস্থ ও সবল রাখার জন্য রাসুলুল্লাহ সা: সুন্নাহ মোতাবেক নিজেকে আল্লাহর যিকরে রত রাখতে হবে।

নিউইয়র্কের স্কুলে বন্ধ হচ্ছে চকলেট মিল্ক

(শেষের পাতার পর)

সিটি হলের দায়িত্বগ্রহণের আগেই পাবলিক স্কুল থেকে চকলেট দুধ নিষিদ্ধ করার আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন। সুস্থ জীবন-যাপনের প্রচারক এই মেয়র এখন আবার তার মনোযোগ লাঞ্চ-রুমের প্রধান অংশের দিকে ঘুরিয়েছেন এবং রাজ্যের শক্তিশালী দুগ্ধ শিল্পের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

অ্যাডামস জানুয়ারীতে বলেন, 'আমাদের স্কুলে কি শিশুদের চকলেট (উচ্চ চিনিযুক্ত) দুধ খাওয়া উচিত?- বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। এখন, আমি আয়া মেয়র হতে যাচ্ছি না। কিন্তু আমাদের সন্তানদের বিকল্প থাকতে হবে।'

অ্যাডামসই প্রথম কর্মকর্তা নন যার এই ধারণা রয়েছে। ওয়াশি-ংটন এবং সান ফ্রান্সিসকোর শহরগুলো ইতিমধ্যে চকলেট দুধ নিষিদ্ধ করেছে। এক দশক আগে ক্যাফেটেরিয়া থেকে চকোলেট দুধ সরিয়ে ফেলার জন্য দেশের প্রথম বড় স্কুল ডিস্ট্রিক্ট হয়ে ওঠে লসঅ্যাঞ্জেলেস।

অ্যাডামস এখনো নিউইয়র্ক সিটি স্কুলে চকলেট দুধ শেষ করার জন্য একটি আক্রমণাত্মক ও কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারেননি। তবে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আলোচনা চলছে।

দেশের অন্যতম বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদনকারী রাজ্য নিউইয়র্কে শুধুমাত্র চিনিযুক্ত পানীয়ের বিপদ সম্পর্কে আলোচনা ওঠায় নি-উইয়র্কজুড়ে কৃষকরা ভড়কে গেছেন। দুগ্ধশিল্প সম্ভবত এই ধরনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে এবং গভর্নর ক্যাথি হোচুলের সহানুভূতিও পেতে পারে। কারণ হোচুল ইতিমধ্যেই স্কুলের মধ্যাহ্নভোজকে একটি কৃষি সমস্যা হিসেবে দেখা শুরু করেছেন।

নিউইয়র্ক ফার্ম ব্যুরোর পাবলিক পলিসির ডেপুটি ডিরেক্টর এলিজাবেথ ওল্টারস সতর্ক করে দেন, 'শিশুরা স্কুলে যাওয়ার সময় তাদের পছন্দ অনুযায়ী সঠিক পুষ্টি পাচ্ছে কিনা- তা আমাদের নিশ্চিত করা প্রয়োজন।'

য়ের নির্বাচিত হওয়ার আগে ব্রুকলীন বরো প্রেসিডেন্ট হিসেবে, অ্যাডামস ২০১৯ সালে তার পূর্বসূরি বিল ডি ব্লাসিওর উত্থাপিত স্কুলে চকলেট দুধ নিষিদ্ধ করার একটি প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। তিনি ডি ব্লাসিওর শিক্ষা বিভাগকে একটি পাইলট প্রোগ্রাম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন যা স্কুলে ননডেইরি দুধ নিয়ে আসবে, কিন্তু প্রস্তাবটি কখনো কার্যকর হয়নি।

শিল্প গ্রুপ মর্নিং কনসাল্ট ও ইন্টারন্যাশনাল ডেইরি ফুডস অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে, নিউইয়র্ক সিটির ভোটারদের মধ্যে ৭৯ শতাংশ উত্তরদাতারা স্কুলে কম চর্বিযুক্ত, স্বাদযুক্ত দুধের সমর্থন করেন। ১৬ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে জরিপ করা নমুনাটিতে ৭৪৭ জন সিটি ভোটার রয়েছে, যাদের মধ্যে অনেকেই অভিভাবক।

গত মাসে একটি বাজেট শুনানিতে একজন আইনপ্রণেতা বলেন, স্কুলে বাচ্চাদের কী খাওয়া উচিত সে সম্পর্কে অ্যাডামসের মতামত দুগ্ধ চাষীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরিণত হতে পারে। তবে শিশু পুষ্টির উন্নতিতে তার উৎসর্গ তাকে রাজ্যের কৃষি খাতের জন্য একটি 'ভাল নতুন অংশীদার' করে তুলেছে।

আলবেনিতে আপস্টেট আইন প্রণেতারা নিয়মিত স্কুলে চকলেট দুধ অপসারণের যেকোনো প্রস্তাবের সমালোচনা করেছেন।

অ্যাসেম্বলি সদস্য ডোনা লুপার্দো (ডি-ইউনিয়ন) সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেন, 'কৃষি কমিটির সভাপতি হিসেবে, আমি নিউ-ইয়র্ক ডেইরির একজন উকিল। আমি শিক্ষার্থীদের জন্য দুধের বিকল্প সীমিত করা সমর্থন করি না।'

চকলেট মিল্ক কি আসলেই শিশুদের জন্য খারাপ?

ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা প্রোস্টেট ক্যান্সারের মতো ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে দুগ্ধজাত খাবারের ভূমিকার দিকে ইঙ্গিত করেছেন- যা জীবনের প্রথম দিকে শুরু হয়। ফিজিশিয়ানস কমিটি ফর রেসপন্সিবল মেডিসিনের মতে, আমেরিকান ডায়েটে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের জন্য দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যগুলো সবচেয়ে বড় অবদান রাখে। চকলেট দুধে থাকা স্যাচুরেটেড ফ্যাটও হৃদরোগের একটি বড় কারণ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সয়া দুধের মতো বিকল্প, কোলেস্টেরল এবং স্তন ক্যান্সার ও প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাসের মতো প্রকৃত স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে।

রেসপনসিভ মেডিসিন ফর ফিজিশিয়ানস কমিটি ফর প্রিভেনটিভ মেডিসিনের পরিচালক জোশ কুলিমোর বলেন, 'ডায়েটে দুধ সত্যিই প্রয়োজনীয় নয় এবং আপনি যখন চকলেট দুধে চিনি যোগ করেন, তখন এটি আরও বেশি অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। তাই আমি মনে করি এটি একটি ভালো দিক হবে। এমনও ভালো প্রমাণ আছে যে দুগ্ধজাত খাবার ব্রণের ঝুঁকি বাড়ায়, যা কিশোর-কিশোরীরা স্পষ্টতই এড়িয়ে চলতে চায়।'

করোনার মাঝেও যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে

(শেষের পাতার পর)

ঘটনা ব্যাপক হারে বেড়েছে। শুধুমাত্র গত বছরই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে ১০ লাখ ৬০ হাজারেরও বেশি অবৈধ অভিবাসী। যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশী বংশোদ্ভূত জনসংখ্যার নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

সর্বশেষ আদমশুমারির তথ্যানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ-অবৈধ অভিবাসীর সংখ্যা এখন ৪৬ লাখ ৬০ হাজারেরও বেশি। এ সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ১০ লাখ ৬০ হাজারেরও বেশি। সেন্টার ফর ইমিগ্রেশন স্টাডিজের বিশ্লেষণে আরও বলা হয়েছে, বিদেশি বংশোদ্ভূত জনসংখ্যা এখন আদমশুমারি দ্বারা গণনা করা দেশের সব লোকের ১৪.২ শতাংশ, যা ১১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

এর আগে ১৮৯০ সালে অভিবাসীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ১৪.৮ শতাংশ এবং ১৯১০ সালে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৪.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভিবাসী বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ডকে অতিক্রম করতে পারে। গত বছরের বেশির ভাগ সময় ধরে বেআইনি অভিবাসন শিরোনাম প্রাধান্য পেয়েছিল। কারণ ওই সময় প্রায় দুই মিলিয়ন অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত কর্মকর্তাদের জেরার মুখোমুখি হয়েছিল। আরও অনেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য শনাক্তকরণ এড়িয়ে গেছেন।

বাইডেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসী আগমনের প্রবাহকে ধীর করার অনেক প্রচেষ্টা ভেঙে দিয়েছেন। এর মধ্যে অন্যতম একটি প্রচেষ্টা- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ বন্ধ করে দিয়েছেন। এছাড়া এন্ট্রি এবং নির্বাসন উভয় নীতি উঠিয়ে দিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশী বংশোদ্ভূতদের নতুন রেকর্ডের একটি চালিকাশক্তি হিসেবে এই পরিবর্তনটিকে তুলে ধরা হয়। ফেডারেল কর্মকর্তারা বলেন, বাইডেনের দায়িত্ব নেওয়ার এক মাস আগে থেকেই অভিবাসীদের ঢেউ শুরু হয়।

সিআইএসের রিপোর্টে বলা হয়, অভিবাসী জনসংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে, আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ২০২০ সালের ডিসেম্বরে এবং তারপরে প্রতি মাসে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বেশ কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যে বাইডেনের অভিবাসীপন্থি নীতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে। উদাহরণস্বরূপ- গত ২ মার্চ বুধবার অ্যারিজোনার অ্যাটর্নি জেনারেল মার্ক ব্রনোভিচ সুপ্রিম কোর্টের সামনে যুক্তি দিতে যাচ্ছেন যে, প্রশাসনকে কেবল তাদের জন্য বিশেষ অভিবাসন মর্যাদা দেওয়ার একটি দশকব্যাপী নীতি পু-নরায় শুরু করা উচিত, শুধু যাদের দেশে বেঁচে থাকার জন্য কল্যাণ ব্যবহার করতে হবে না এবং ২০১৬ সালের প্রচারণায় সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ট্রাম্পও বাইডেনের নীতির নিন্দা করেছেন।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella



Blood test done in the office

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

কংগ্রেসের পরাজয়

পাক-ভারত-বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র নিয়ে আরো বিতর্কের জন্ম দেবে?

তারিক চয়ন: বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের। গত ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, উত্তরাখনমব এবং মনিপুরে ক্ষমতাসীন বিজেপি জয় তুলে নিয়েছে। অন্যদিকে পাঞ্জাব রাজ্যে জয় পেয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। অর্থাৎ, উত্তর প্রদেশ থেকে গোয়া সর্বত্রই ধরাশায়ী কংগ্রেস। এই অবস্থায় কংগ্রেস নেতারা ফের গান্ধী পরিবারের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব হবেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক সচেতন মহল।

যুক্তরাষ্ট্রের থিংক ট্যাংক উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মাইকেল কুগেলম্যান যেমন প্রশ্ন রেখেছেন, "শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেসের এমন পতন দলটির সামনে চলার পথে বেশ কয়েকটি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে যেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন- দলটি কি গান্ধীদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দিকে যাবে? এক টুইটবার্তায় মাইকেল কুগেলম্যান আরো লিখেছেনঃ ভারতের এই নির্বাচনগুলোতে কংগ্রেসের সর্বশেষ পরাজয় এই অঞ্চলের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের অবস্থা নিয়ে আরো বিতর্কের জন্ম দেবে যা পাকিস্তানে ঝুলে আছে, বাংলাদেশে খুব বেশি মাত্রায় ঢুকেছে এবং ভারতে মারা যাচ্ছে। আমরা কি কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অ-গান্ধী ব্যক্তিত্ব আনার প্রচেষ্টা দেখতে পাচ্ছি?



ওদিকে লোকসভা সাংসদ, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা, জাতিসংঘের সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শশী থারুর মনে করেন, কংগ্রসকে যদি টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে দলে রদবদল আনতেই হবে। দলের ভেতরে এবং বাইরে যে দাবিগুলো উঠছে সেগুলো নিয়ে পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

দলের সকলের কথায় গুরুত্ব দিতে হবে।

শশী থারুর টুইটে লিখেছেন- এখনও পর্যন্ত তাদের মতো অনেকেই কংগ্রেস দলটির ওপর আস্থা রাখতে চান। কিন্তু, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকে দল যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কংগ্রেস যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে দেশের জন্য ইতিবাচক এজেন্ডা নেওয়া আর লড়াই করা সম্ভব নয়। তাই, এমন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা দলের কর্মী ও ভারতের মানুষকে উজ্জীবিত করবে।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

কবর থেকে তোলা হবে হারিছ চৌধুরীর লাশ

(প্রথম পাতার পর)

জট খুলবে। সিআইডির একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা শনিবার (১২ মার্চ) এ তথ্য জানান। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণের আগে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলে হারিছের নামে যে রেড ওয়ারেন্ট ঝুলছে তা সরছে না।

বাংলাদেশ পুলিশের হয়ে ইন্টারপোলের সঙ্গে সার্বিক বিষয়ে কার্যক্রম সমন্বয় করে পুলিশ সদর দপ্তরের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো (এনসিবি)। এনসিবির সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি) মহিউল ইসলাম সমকালকে বলেন, সিআইডির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হারিছ চৌধুরীর নামে রেড নোটিশ জারি করা হয়। তার মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হতে সিআইডিকে চিঠি দিয়েছিলাম আমরা। সপ্তাহ তিনেক আগে এর জবাবও আমাদের কাছে এসেছে। তবে সিআইডি যে জবাব দিয়েছে তাতে হারিছের মৃত্যুর বিষয়টি অস্পষ্ট। তাই আমরা সিআইডিকে দ্বিতীয় দফায় চিঠি দিয়ে বলেছি, প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে জানাতে। মারা যাওয়ার বিষয়টি তারা শতভাগ নিশ্চিত না করলে রেড নোটিশ তোলা যাবে না।

সিআইডির অতিরিক্ত ডিআইজি ইমাম হোসেন বলেন, হারিছ চৌধুরীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হতে আদালতের অনুমতি নিয়ে কবর থেকে লাশ তোলা হবে। ডিএনএ টেস্টে সব রহস্যের জট খুলবে।

সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যমে এসেছে হারিছ চৌধুরী তার নাম-পরিচয় গোপন করে মাহমুদুর রহমান সেজেছেন। ওই পরিচয়ে জাতীয় পরিচয়পত্রও তৈরি করেন। ইন্টারপোলের রেড নোটিশধারী হারিছ সব গোয়েন্দার চোখে ধুলা দিয়ে প্রায় ১১ বছর ঢাকায় অবস্থায় করছিলেন। ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালেই গত ৩ সেপ্টেম্বর তার মৃত্যু হয়। এসব খবরে মাহমুদুর রহমান পরিচয়ে হারিছকে ঢাকার সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের জালালাবাদের কমলাপুর এলাকায় জামিয়া খাতামুন্নাবিয়ীন মাদ্রাসার কবরস্থানে ৪ সেপ্টেম্বর দাফন করা হয় বলেও দাবি করা হয়। গণমাধ্যমে এমন তথ্য প্রকাশের পর গতকাল পর্যন্ত পুলিশ নিশ্চিত হতে পারেনি মাহমুদুর রহমানই হারিছ চৌধুরী। তবে পরিচয় নিশ্চিত হতে শুরু হয়েছে নানামুখী তদন্ত। শিগগির কমলাপুর এলাকার ওই কবরস্থান থেকে তোলা হবে মাহমুদুর রহমান পরিচয়ে দাফন করা সেই মরদেহ। এ ছাড়া কীভাবে আরেকজনের তথ্য ব্যবহার করে হারিছ চৌধুরী নিজের পরিচয় গোপন করে এনআইডি তৈরি করলেন তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। গত বছরের শেষ দিকে কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে হারিছের মৃত্যুর খবর আসে। কোথাও বলা হচ্ছিল হারিছ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় মারা গেছেন। কোথাও বলা হয়, হারিছ মারা গেছেন লন্ডনে।

ইন্টারপোলের ওয়েবসাইটে শনিবার (১২ মার্চ) বিকেলেও ভিজিট করে দেখা যায়, হারিছের জন্ম ১৯৫২ সালের ১ নভেম্বর। জন্মস্থান সিলেটের কানাইঘাটের দর্পণ নগরে। সিআইডির একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, প্রথম এনসিবির যে চিঠির জবাব তারা দিয়েছেন তখন তাদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য ছিল না। এখন বিষয়টি নিশ্চিত হতে তারা ডিএনএ টেস্ট করাবেন। এরপর এনসিবিকে জানাবেন।

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলাটি তদন্ত করেছিল সিআইডি। ওই সংস্থার আবেদনের পর হারিছ চৌধুরীসহ ওই মামলার পলাতক কয়েক আসামির বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারির আবেদন করা হয় ইন্টারপোলে। সংস্থাটি যাচাই-বাছাই শেষে ছবিসহ রেড নোটিশ তাদের ওয়েবসাইটে দেয়।

যে ঠিকানা ব্যবহার করে মাহমুদুর রহমান অ্যাপোলো সেজে হারিছ চৌধুরীর মৃত্যু সনদ নেওয়া হয়েছে সেটি হলো রাজধানীর উত্তরার ৪ নম্বর সেক্টরের ১৩ নম্বর একটি বাসা। তবে বাসার এবি-২ নম্বর ফ্ল্যাটের মালিকের নাম মাহমুদুর রহমান। তিনি পেশায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। পৈতৃকভাবে তিনি ফ্ল্যাট পান। এখনও মাহমুদুর রহমান জীবিত আছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একজন কর্মকর্তা জানান, মাহমুদুর রহমান নামে হারিছ চৌধুরী পাসপোর্ট ও এনআইডি তৈরি করে বছরের পর বছর ঢাকায় আত্মগোপন করে থাকার খবরটি বিস্ময়কর। পাসপোর্টের তথ্য এসবি তদন্ত করে থাকে।

কিছুদিন আগে হারিছ চৌধুরীর মৃত্যু নিয়ে তার চাচাতো ভাই আশিক চৌধুরী ফেসবুক স্ট্যাটাসে ইঙ্গিত দিলেও সরাসরি কিছু বলেননি। পরে তিনি সাংবাদিকদের জানান, হারিছ চৌধুরী লন্ডনে মারা গেছেন। এরই মধ্যে হারিছ চৌধুরীর মেয়ে সামীরা তানজীন চৌধুরী (মুন্নু) জানান, তার বাবা গত ৩ সেপ্টেম্বরে ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা যান। হারিছ চৌধুরীর মৃত্যু, দাফন ও ঢাকায় আত্মগোপনে থাকাসহ নানা তথ্য তুলে ধরেন তিনি।

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় ২৪ জন নিহত হন। এতে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বহু নেতাকর্মী আহত হন। ওই হামলার ঘটনায় ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর আদালত ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও ১৯ জনকে যাবজ্জীবন এবং ১১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে দ দেন। দণ্ড পাওয়া এ আসামিদের মধ্যে হারিছ চৌধুরীসহ ১৮ জন ঘটনার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে আত্মগোপনে চলে যায়।

মওদুদ আহমদকে হত্যা করা হয়েছে,

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তার স্ত্রী হাসনা জসিম উদ্দিন মওদুদ। এমনকি মওদুদ যে আসনে নির্বাচন করেছেন, সে আসন খালি থাকতে দেবেন না বলে জানান তিনি। শনিবার (১২ মার্চ) জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে প্রয়াত আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

হাসনা জসিম উদ্দিন মওদুদ বলেন, তিনি (মওদুদ) করোনায় মারা যাননি। তার অসুখ ধরা যায়নি। আমি শুনেছি, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমাকেও হয়তো কেউ মেরে ফেলবে।

তিনি বলেন, মওদুদ সাহেবের শূন্য স্থান আমি শূন্য হতে দেবো না। আমি তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবো। আমি নোয়াখালী-৫ আসনের গরিব মানুষের পাশে থাকবো। আমি চেষ্টা করবো, মওদুদ যেভাবে গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে গেছেন, সেইভাবে কাজ করার।

সভায় অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা ড. জাফরুল্লাহ, নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বজুড়ে কোভিডে মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা ১ কোটি ৮২ লাখ

(প্রথম পাতার পর)

আসল সংখ্যা এর তিন গুন বা প্রায় ১ কোটি ৮২ লাখ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড‡ক মহামারি ঘোষণার দুই বছরের মাথায় ওই রিপোর্টটি প্রকাশ করা হলো। বিশ্বের ১৯১ দেশ ও অঞ্চলের উপরে গবেষণা করেই এমন দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। তাদের দাবি অনুযায়ী, কোভিডে মৃত্যুর সত্যিকারের সংখ্যা বর্তমান হিসেবের তিন গুন। সবাই সরাসরি ভাইরাসে মারা না গেলেও, তাদের মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে ভাইরাসটি দায়ি ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, অনেকেই কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার আগে হৃদরোগ বা ফুসফুসের রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু কোভিড আক্রান্ত হওয়ার পর তাদের শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়।

বিবিসি জানিয়েছে, স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় মহামারির বছরগুলোতে কী পরিমাণ বেশি মৃত্যু হয়েছে তার তুলনা করেই এ সিদ্ধান্তে এসেছেন গবেষকরা। এ জন্য তারা বিভিন্ন সরকারি ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এরমধ্যে আছে, ওয়ার্ল্ড মর্টালিটি ডাটাবেজ, দ্য হিউম্যান মর্টালিটি ডাটাবেজ এবং দ্য ইউরোপিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস। এই অতিরিক্ত মৃত্যুর সংখ্যা দেশ ও অঞ্চলভেদে আলাদা বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। তবে বৈশ্বিক হিসেবে এই সংখ্যা ছিল প্রতি এক লাখ জনে ১২০ মৃত্যু। অর্থাৎ, স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় প্রতি লাখে ১২০ জন মানুষের বেশি মৃত্যু হয়েছে মহামারি কালে। সামগ্রিক হিসেবে গত দুই বছরে মোট ১ কোটি ৮২ লাখ মানুষ অতিরিক্ত প্রাণ হারিয়েছে। যেসব দেশে সবথেকে বেশি অতিরিক্ত মৃত্যু দেখেছেন গবেষকরা তা হলো, বলিভিয়া, বুলগেরিয়া, এস্বাতিনি, উত্তর মেসিডোনিয়া ও লেসোথো। অপরদিকে সবথেকে কম পাওয়া গেছে আইসল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, নিউজিল্যান্ড ও তাইওয়ানে।

গবেষণা নিবন্ধের প্রধান লেখক ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিকস অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশনের গবেষক হেইডং ওয়াং বলেন, মহামারিতে প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা জানতে পারাটা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সুইডেন, নেদারল্যান্ডসসহ কয়েকটি দেশে চালানো গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ মৃত্যুর সরাসরি কারণ ছিল কভিড। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ জায়গার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। সরাসরি কভিডে কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তা বুঝতে আরও গবেষণা প্রয়োজন। গবেষকরা আশা করছেন, টিকা ও নতুন চিকিৎসাব্যবস্থার কারণে করোনা মহামারি সম্পর্কিত মৃত্যু কমে যাবে। তবে মহামারি এখনও শেষ হয়নি বলে সতর্ক করেছেন তারা। গবেষকরা বলছেন, করোনাভাইরাসের বিপজ্জনক নতুন ধরন আবার ছড়াতে পারে।

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



বিআইডিএসের আলোচনা সভায় অভিমত

ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে দেয়ার সময় এসেছে

ঢাকা ডেস্ক: ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে দেয়ার সময় এসেছে। এই বাঁধ ভারতেরও কোনো উপকারে আসেনি, বাংলাদেশের তো নয়ই। ভারতের লোকজনই এখন বলছে বাঁধটি ভেঙে দিতে। তা ছাড়া একটি বাঁধ নির্মাণের ৪০ বছর পার হলে সেটি নিয়ে পর্যালোচনা করতে হয়। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধের বয়স ৫০ বছর হয়ে গেছে। ফারাক্কা বাঁধের বিরূপ প্রভাব নিয়ে এখনই আমাদের আলোচনা করতে হবে এবং ফারাক্কা বাঁধের কারণে আমাদের বাংলাদেশের যে ক্ষতি হয়েছে এখনই তা তুলে ধরতে হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) আয়োজিত 'ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ : পাস্ট প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার' শীর্ষক বইয়ের আলোচনায় লেখক ড. নজরুল ইসলাম তার বক্তব্যে এসব প্রসঙ্গে তুলে আনেন।

ড. নজরুল ইসলাম আরো বলেন, ভারত বাংলাদেশকে পানি দেবে না সে কথা চিন্তা করেই বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান করেছে। এ চিন্তাটা ভুল। কারণ গঙ্গা একটি আন্তর্জাতিক নদী। এ নদীর প্রতি বাংলাদেশের অধিকার আছে। এটা ভারতের একক বিষয় নয়, কারণ এটা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সে কারণে এখনই গঙ্গা নদীর ওপর ভারতের এককভাবে বাঁধ নির্মাণের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরতে হবে।

আলোচনায় সঞ্চালন করেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সিপিডির চেয়ারম্যান ড. রেহমান সোবহান, সাবেক মন্ত্রী ড. মহিউদ্দিন আলমগীর, ড. সুলতান হাফিজ রহমান, ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ড. গোলাম রহমান, ড. মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেছেন, পানি বাংলাদেশের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পদ। এই পানি ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি। প্রতি বছর বাংলাদেশে বন্যা হয়ে থাকে। আবার জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে সাগর থেকে লবণাক্ত পানি ওপরে উঠে আসছে। পানি কোনো সময় আশীর্বাদ হলেও আবার কোনো কোনো সময় ক্ষতির কারণ হয়ে উঠছে। ফলে বাংলাদেশের পানি নিয়ে বিস্তর গবেষণা ও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

বক্তারা বলেছেন, কোনো কোনো সময় পানির ক্ষতি থেকে বাঁচতে আমরা কর্ডন অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করেছি আবার কখনো ওপেন অ্যাচ ব্যবহার করেছি। দেখা গেছে, কর্ডন অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে বাঁধ তৈরি করার কারণে কোনো কোনো এলাকায় দেখা দিয়েছে স্থায়ী জলাবদ্ধতা। আবার একই সাথে বলা হচ্ছে, বন্যা সব সময় ক্ষতির কারণ হয় না। বন্যা আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। বন্যা হওয়ার পর ফসল ভালো হয়ে থাকে। সে জন্য পানি নিয়ন্ত্রণ নয়, পানি ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করতে হবে। পানি ব্যবস্থাপনা করা হলে সবগুলো সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব।

সভায় বলা হয়, নদী বাংলাদেশের প্রতিবেশ রক্ষায় সহায়তা করে থাকে। নদীর পানি সাগরে চলে গেলে কোনো লাভ নেই। সাগরে পতিত হওয়ার আগেই নদীর পানিকে কাজে লাগাতে হবে। পানি নিয়ন্ত্রণে আমরা বাঁধ, ব্রিজ তৈরি করছি। এখন কেউ কেউ নদীর মধ্যে গড়ে তোলা এসব বাঁধ ভেঙে দেয়া এবং সেতু পর্যন্ত ভেঙে দেয়ার কথা বলছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, ভবদহে পানি আটকে আছে দীর্ঘদিন থেকে। কর্ডন প্রকল্পের কারণে এটা হতে পেরেছে।

বক্তারা বলেছেন, বাংলাদেশে শীতকালে বোরো মৌসুমে পানি প্রয়োজন হয় ধান উৎপাদনে। কিন্তু বন্যা হয়ে থাকে বর্ষা মৌসুমে। তাহলে বাঁধ নির্মাণে কর্ডন অ্যাপ্রোচ নেয়া হয় কেন জানতে চেয়েছেন একজন বক্তা।

বক্তারা বলেছেন, নদী ও পানি সবাইকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। আমাদের নদী ও পানি নিয়ে বড় বড় প্রজেক্ট হয়ে যায় নিজেদের মতো করে। দেশের মানুষকে এসব প্রকল্পের ব্যয়ভার গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রকল্পের বিনিয়োগ সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে না পারলে পুরো জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে দেয়ার ব্যাপারটি আরেক দেশের ইস্যু। এ ব্যাপারে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি একটি পরিকল্পনা করা উচিত। সে কারণে ডেল্টা প্ল্যান করা হয়েছে। আগামী দিনে ডেল্টা প্ল্যানই আমাদের গাইডলাইন হবে। তখন হয়তো পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা করা লাগবে না। তিনি বলেন, সিরাজগঞ্জে বাঁধ দেয়ার ফলে এখন সেখানে তিনটি ফসল হচ্ছে। নদীগুলোকে স্বাভাবিকভাবে চলতে দেয়ার উদ্দেশ্যে নদীতে ড্রেজিং হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে ডেল্টা প্ল্যানে।

সবশেষে ড. নজরুল ইসলাম বলেন, আমাদের দেশে বড় নদী ও পানি উন্নয়ন প্রকল্প পাস হয়ে যায় যাতে জনগণের কোনো লাভ হয় না। এক সময় দেশের মানুষকে এসব প্রকল্পের ব্যয়ভার বহন করতে হবে। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের হাতে এসব ছেড়ে দিতে পারি না। নদী যদি পুরো ঘেরাও করে ফেলি দীর্ঘমেয়াদের এটা কাজে লাগে না। ডিএনডি প্রকল্প, মেঘনা ধনাগোদা প্রকল্প কর্ডন (বেষ্টনীযুক্ত) প্রকল্প। ডিএনডি বাঁধে এক সময় শীতলক্ষ্যা থেকে পানি ভেতরে ফেলবেন আবার ডিএনডি থেকে পানি বের করে দেবেন। এটা খুব একটা কাজে লাগে না। পানি পাম্প না করে স্থানীয়ভাবে পানির উৎস থেকে পানি এনে আমরা সেচ করতে পারি, এটা পরিবেশ সম্মত।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM

IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC

IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO

ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর

৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বিশ্বের শীর্ষ ১০ তেল সরবরাহকারী দেশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউক্রেনে হামলার জের ধরে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। এতে করে দেশটি থেকে ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলেই তেল সরবরাহ বন্ধ হওয়ার উপক্রম। কারণ, ইউরোপে বেশিরভাগ তেল সরবরাহ হয় রাশিয়া থেকে।

তেল সরবরাহকারী দেশের মধ্যে বিশ্বে তৃতীয় রাশিয়া এবং ইউরোপের প্রথম। এমনকি শীর্ষ দশটি তেল সরবরাহকারী দেশের মধ্যে ইউরোপের একমাত্র প্রতিনিধি তারা। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার তথ্যমতে, এ তালিকায় শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র। তারা দৈনিক ১৮.৬১ মিলিয়ন ব্যারেল তেল সরবরাহ করে। যা বিশ্বের মধ্যে ২০ শতাংশ।

দ্বিতীয় স্থানে সৌদি আরব। তারা দৈনিক ১০.৮১ মিলিয়ন ব্যারেল তেল সরবরাহ করে। যা বিশ্বের মধ্যে ১২ শতাংশ। তৃতীয় স্থানে থাকা রাশিয়া দৈনিক ১০.৫০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল সরবরাহ করে। যা বিশ্বের মধ্যে ১১ শতাংশ।

একনজরে শীর্ষ ১০ তেল সরবরাহকারী দেশ

যুক্তরাষ্ট্র- ১৮.৬১ মিলিয়ন ব্যারেল (দৈনিক)- ২০ শতাংশ

সৌদি আরব- ১০.৮১ মিলিয়ন ব্যারেল (দৈনিক)- ১২ শতাংশ

রাশিয়া- ১০.৫০ মিলিয়ন ব্যারেল (দৈনিক)- ১১ শতাংশ

কানাডা- ৫.২৩ মিলিয়ন ব্যারেল (দৈনিক)- ৬ শতাংশ

চীন- ৪.৮৬ মিলিয়ন ব্যারেল (দৈনিক)- ৫ শতাংশ

ইরাক- ৪.১৬ মিলিয়ন ব্যারেল (দৈনিক)- ৪ শতাংশ

আরব আমিরাত- ৩.৭৮ মিলিয়ন ব্যারেল (দৈনিক)- ৪ শতাংশ

ব্রাজিল- ৩.৭৭ মিলিয়ন ব্যারেল (দৈনিক)- ৪ শতাংশ

ইরান- ৩.০১ মিলিয়ন ব্যারেল (দৈনিক)- ৩ শতাংশ

কুয়েত- ২.৭৫ মিলিয়ন ব্যারেল (দৈনিক)- ৩ শতাংশ

ইমাম আবশ্যক

সানিসাইড উডসাইড জামে মসজিদের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (হফেজ-এ-কোরআন ও ইংরেজীতে পারদর্শী)

একজন ইমাম আবশ্যক

যোগাযোগ: 917-400-4415, 917-602-5397, 917-834-6274

Please Send Your RESUME to:
swjamemasjid@gmail.com

SUNNYSIDE WOODSIDE JAME MASJID
Institution of Islamic Education and Daily Prayer Services (Non Profit Organization)
45-18 48 Avenue, Woodside, NY 11377, Telephone: 718-482-7364



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course, 4 Hours Each Class, Total 32 Classes (4 days/week), Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course, 5 days/week, Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade, 8 weeks course, 3 Hrs./day, 4 days/week, Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশনের নিকটে ৩৫ এভিনিউ ও ৭১ স্ট্রীটে নিরিবিলি পরিবেশে প্রাইভেট হাউজে একটি আলাদা রুম ১/২ জন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৬৪৬-৭৩৩-৭২৭৯
মা-০৭/১৪

কন্ডোমনিয়াম ভাড়া বা বিক্রয়

৩ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম বিক্রয় অথবা ভাড়া হবে। ১৫৯৪ মেট্রোপলিটান এভিনিউ, পার্কচেস্টার, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২. মসজিদ, সুপারমার্কেট সাবওয়ে কাছে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪০-২৪৬৩, ৩৪৭-৫৬৭-৮৭১০

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ের কাছে সিঙ্গেল ওয়ার্কিং কর্মজীবী তরুনদের কাছে দুটি আলাদা রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৩৫০ ও ৪০০ ডলার। গ্যাস ও বিদ্যুত বিল আলাদা। কোন ভিজিটর আসতে পারবে না।
যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এ-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-২৪/৩১

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

বিউটি শপ বিক্রয়

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ওভাল সংলগ্ন (১৫০৬ মেট্রোপলিটন এভিনিউ) এর উপর চালু অবস্থায় 'নিউ বিউটি সাপ্লাই হেয়ার এন্ড গিফ্ট শপ' বিক্রয় হবে। সিরিয়স ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। মুল্য আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগঃ রাজ/আলম। ফোন: ৭১৮-৮২৯-৯৭৩৭ (দোকান) অথবা ৩৪৭ ৭০১ ৮৯৬৩
জা-৩১/ফে-০৮

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি







পরিচালনা করেন হাফেজ রফিকুল ইসলাম। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর সম্মানিত অতিথিদের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে সম্মান জানানো হয়।





অনুষ্ঠানে বক্তারা ফ্রেন্ডস সোসাইটির বিভিন্ন কর্মকান্ড বিশেষ করে করোনা মহামারীতে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে জ্যামাইকাবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তার প্রশংসা করেন। বক্তারা কমিউনিটির বিনির্মাণে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবদানের কথাও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

কমিউনিটি বিনির্মাণকারীদের সম্মাণনা প্রদান

(শেষের পাতার পর)

জেম এফ জিনারো, কাউন্সিলম্যানের স্ত্রী, প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওনমান গণি, ফার্মাসিস্ট মোহাম্মদ আমিনুল্লাহ, ফার্মাসিস্ট কাজী আব্দুল হালিম, ফার্মাসিস্ট জায়েদুর রহমান, ডা. এম এম বিল্লাহ, প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, ছদরুন নূর, ফার্মাসিস্ট আনোয়ারুল কবীর, হেলথ ফাস্ট-এর ডিষ্টিক্ট ম্যানেজার সালেহ আহমেদ, কুইন্স বরো অফিসের চীফ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদিক। এছাড়াও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজুল আহসান, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ রশীদ, ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, উপদেষ্টা শাহ নেওয়াজ, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, সাবেক সভাপতি বেলাল আহমেদ চৌধুরী, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ও বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবীব ও মূলধারার রাজনীতিক সাবুল উদ্দিন।

'আমাদের কৃতজ্ঞতা ও আগামীর প্রত্যাশা' শীর্ষক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল। এরপর পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়াবে না যুক্তরাষ্ট্র

(শেষের পাতার পর)

সুরক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন বাইডেন। গত ১১ মার্চ শুক্রবার হাউস ডেমোক্রেটিক ককাসের সদস্যদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বাইডেন এসব কথা বলেন। খবর এএফপির।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সতর্ক করে বলেছেন, ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে ন্যাটো জোট সক্রিয় হলে যে সংঘাত সৃষ্টি হবে, তা হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সে পথে হাঁটবে না। এর পরিবর্তে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাশিয়াকে পরাস্ত করতে চান তিনি। এর আগেও রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ না করার কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। গত মাসে তিনি জানিয়েছিলেন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা একে অপরের দিকে গুলি ছুড়লে তা হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

বাইডেন বলেছেন, ন্যাটো দেশগুলোর সুরক্ষায় রাশিয়া সীমান্তে ১২ হাজার সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া ও রোমানিয়া সীমান্তে এসব সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের ৩০টি দেশের জোট নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন (ন্যাটো)। এ জোটের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ও সামরিক উপায়ে এর সদস্যদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

বাইডেন আরও বলেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ সূচনা করেছেন, তাতে তিনি বিজয়ী হতে পারবেন না।

ইউক্রেনের জনগণ রাশিয়ার সামরিক আক্রমণের মুখে অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে উল্লেখ করে বাইডেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যে নিরাপত্তা সহায়তা দিচ্ছে, তা ইউক্রেনের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, 'ইউক্রেনকে সমর্থনের পাশাপাশি আমরা ইউরোপে মিত্রদের পাশে থাকব। ঐক্যবদ্ধ ন্যাটোর সঙ্গে কাজ করে যাবে যুক্তরাষ্ট্র।'

ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোতে সেনা মোতায়েন প্রসঙ্গে বাইডেন বলেন, 'ন্যাটো দেশগুলোর সুরক্ষা বিবেচনায় রাশিয়া সীমান্তের লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, রোমানিয়ার মতো দেশগুলোতে ১২ হাজার সেনা পাঠানো হয়েছে। যদি রাশিয়ার হামলার প্রতিক্রিয়া জানানো হতো, তবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতো। কিন্তু ন্যাটো অঞ্চলের সুরক্ষায় আমাদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।'

এর আগে ইউক্রেনের দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়ে মস্কো ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনে হামলা শুরু করে। বাইডেন বলেন, 'আমরা যদি আক্রমণাত্মক সরঞ্জাম, যুদ্ধবিমান, ট্যাংক পাঠাতাম তবে তাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যেত।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ইউক্রেনে রুশ হামলা নিয়ে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো ও এশিয়ার নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেছেন। এ কারণেই পুতিনের ওপর অর্থনৈতিক চাপ দিতে পেরেছেন। এতে বৈশ্বিক মঞ্চে রাশিয়া আরও একঘরে হয়ে পড়বে। জি-৭ দেশগুলোর মধ্যে কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে।

বাইডেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া নিষেধাজ্ঞার ফলে রাশিয়ার অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। ইতিমধ্যে রাশিয়ান মুদ্রা রুবলের মান অর্ধেকে নেমে গেছে। তাদের শেয়ারবাজার বন্ধ হয়ে গেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশগুলো বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য একজোট হচ্ছে। আমরা শক্তি দেখাতে পেরেছি। আমরা কখনোই এখান থেকে নড়ব না। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পুতিনের যুদ্ধ কখনোই বিজয়ী হবে না। পুতিন ভেবেছিলেন ন্যাটোকে দুর্বল করে ফেলবেন, কিন্তু এখানেও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে ভাগ করে ফেলবেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।'

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-২৩)

(শেষের পাতার পর)

ঘুরে আসি। নিউইয়র্কে এসেছি প্রায় ১৬ মাস, যাই যাচ্ছি যাব করে কোথাও যাওয়া হয় না। অথচ এই আমি লন্ডনে আর দেশে হুটহাট করে ঘুরতে যেতাম, কখনো একা, কখনো দলবেঁধে।

সেদিন মনে হলো নদী আমার এত প্রিয় অথচ কত্তদিন নদী দেখি না। বৃষ্টি ভেজা নদী, নদীর পাড়, সবুজ বন ভীষণ প্রিয়। বৃষ্টির পর গাছগুলোকে সদ্যস্নাত তরুণীর মতো স্নিগ্ধ, সবীজ আর প্রাণবন্ত লাগে।

চলে গেলাম রিভারসাইড ন্যাশনাল পার্কে। টম হ্যাংকস আমার প্রিয় অভিনেতাদের একজন। তার ফরেষ্ট গাম, টার্মিনাল, আ স্লিপলেস ইন সিয়াটেল, ইউ হ্যাভ গট মেইল ভীষণ প্রিয়। পার্কে যাবার আগেই শেষের দুইটা মুভি আবার দেখলাম। You have Got mail মুভির লাস্ট সিনটা এই রিভারসাইড পার্কেই শুট হয়েছিল। যদিও সেটা সামারে আর আমি গেলাম উন্টারে।

মেগ রায়ানকে কার কেমন লাগে জানি না। আমার কিন্তু ভালোই লাগে, মনেই হয় না অভিনয় করছে, এত ন্যাচারাল। এন্ড লাষ্ট বাট নট লিষ্ট - দ্যা লাস্ট লাইন, উফফফফ I wanted it to be you so badly. সে যখন জো কে দেখার পর খুশিতে কান্না করে তখনই মন ভালো হয়ে যায়। তারপরও এই বিখ্যাত লাইনটা যখন বলে মনে হয় প্রিয় ভেলভেট কেকের উপর ক্রিম আর চেরি বসিয়ে দিল।

মুভিগুলো সেই কত বছর আগের দেখা তারপরও যতবার দেখি ততবারই একই অনুভূতি হয়, হয়তো আমার মনটা এখনো সেই তারণ্যে আটকে আছে, এখনো মরে যায়নি।

যাইহোক এমন বৃষ্টির দিনেও পার্কে বেশ লোকজন ছিল, কেউ তার প্রিয় কুকুরকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন, কেউ বা জগিং করে নিজেকে ফিট রাখতে। কয়েকজনের সাথে হাই হ্যালো হল। অনেকক্ষণ হাটলাম। পার্কের লম্বা বেঞ্চে বসতেই ভেজা পাতার গন্ধ আর তা থেকে মৃদুমন্দ হাওয়ায় টুপ করে গায়ের বৃষ্টির পানিতে কেমন অদ্ভুত সুন্দর একটা অনুভূতি হচ্ছিল, যেন বা ওরা আমায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিলাম। মেঘলা বলেই ওইপাড়টা দেখতে পেলাম না। ভীষণ কুয়াশাজড়ানো স্বপ্নের মতো মনে হলো। কিছুতেই ফিরতে ইচ্ছে করেনি সেদিন। কি যে শান্তি পেলাম বলে বুঝাতে পারব না।

পুরো পার্কে ঘুরে বেশ কিছু ছবি তোললাম। চড়ুই পাখির কিচিরমিচির আরও নাম না জানা পাখিরা শান্ত নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশটাকে যেন সুরের মূর্ছনায় ভরিয়ে দেয়।

ফিরতে ইচ্ছে না করলেও এক সময় আপন নীড়ে ফিরতে হয়।

পার্কে যাবার সময় অন্তত দুইটা স্টারবাক্সে গেলাম কফি খেতে একটা চিরদিনের জন্য বন্ধ, আরেকটা বিকেলে ৪টাতেই বন্ধ! আশেপাশে অনেক দোকানপাট বন্ধ দেখলাম সেই বিকেলেই অথচ সেটা ছুটির দিন ছিল না।

তবে একটা বইয়ের দোকান চোখে পড়ল, ঢুকে বেশিক্ষণ ছিলাম না যদিও কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে। হয়তো আবারও যাব ইনশাআল্লাহ, সেই বইয়ের দোকানে, তবে সামারে এই পার্কটাতে যাবার ইচ্ছে রইল।

যদিও পরিকল্পনা করে জীবনে আসলে কিছুই হয় না। আমরা ভাবি এক, হয় আরেক। মহান রাব্বুল আলামিন তার মতো করে পরিকল্পনা করেন আর জীবন তার মতোই চলে। কারো জন্য, কোনকিছুর জন্য কিছুই থেমে থাকে না। Show must go on so keep smiling.

সবার দৃষ্টি অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪

(শেষের পাতার পর)

মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশী-আমেরিকানদেন অংশগ্রহণও বাড়ছে। বিশেষ করে আগামী প্রাইমারী নির্বাচনে অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ কমিউনিটির সম্ভাব্য জয়ের আসন। তবে এই আসনে একজন প্রার্থী হলেই জয়ী হওয়া সম্ভব বলে সচেতন প্রবাসীদের অভিমত। কিন্তু মার্ট পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এই আসনের বিভিন্ন পদে একাধিক প্রার্থী নিজেদের প্রার্থীতা ঘোষণা করছেন। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে এই আসনে ষ্টেট অ্যাসেম্বলী সদস্য পদে মিজান চৌধুরী, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল সদস্য পদে রাব্বী সৈয়দ, জুডিশিয়াল ডেলিগেট পদে সাবুল উদ্দিন, সাইফুর খান হারুন, দরুদ মিয়া রনেল, ডিষ্ট্রিক্ট লীডার লায়ন শাহ নেওয়াজ, মাজেদা উদ্দিন, মাহতাব খান প্রমুখ প্রার্থী হচ্ছেন। এদের মধ্যে মিজান চৌধুরী ইতিপূর্বে ইউএস কংগ্রেস সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। অপরদিকে ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে মাহতাব খান গত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। এছাড়াও জুডিশিয়াল ডেলিগেট পদে সাবুল উদ্দিনের বিজয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

'ডে লাইট সেভিং টাইম' শুরু

(শেষের পাতার পর)

গেছে। সে অনু(বাকি অংশ ০০ পাতায়)

(শেষের পাতার পর)যায়ী ১৩ মার্চ রোববার থেকে 'ডে লাইট সেভিং' সময় শুরু হলো। আগামী ৪ নভেম্বর রাত ২টার সময় ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পিছিয়ে 'স্ট্যান্ডার্ড টাইম'-এ প্রত্যাবর্তন করা হবে। অর্থাৎ ৫ নভেম্বর থেকে গণনা হবে স্ট্যান্ডার্ড টাইম। যুক্তরাষ্ট্রে ডে লাইট সেভিংয়ের সময়সূচি চালুর ফলে বাংলাদেশে যখন বেলা ১২টা বাজবে, নিউইয়র্কে তখন রাত ২টা হবে।

ডে লাইট সেভিং টাইম হচ্ছে কোন অঞ্চলের ভৌগলিক সময়ের সাথে কিছু সময় যোগ করে সময়ের কাঁটা এগিয়ে দেয়া। এটি সাধারণতঃ পৃথিবীর সেসব অঞ্চলে দেখা যায়, যেসব অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল ক্ষণস্থায়ী, অর্থাৎ শীতপ্রধান দেশসমূহে। সাধারণতঃ বসন্তকালের শেষে এ সময় সংযোজনটি করা হয়।

ইতিহাস বলে: 'ডে লাইট সেভিং' নামে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেয়া বা গ্রীষ্মকালের পর এক ঘণ্টা পিছিয়ে নেয়া আমেরিকার শতাব্দী-প্রাচীন ঐতিহ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা এবং ইউরোপের একাংশজুড়ে দিনের আলো সাশ্রয়ের জন্য 'ডে লাইট সেভিং' চালু হয়। ১৯১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে এ নিয়ে বিল উপস্থাপন করে দিনের আলো সাশ্রয়ের এ নিয়ম গৃহীত হয়। আমেরিকায় দীর্ঘদিন এটি চালু ছিল এপ্রিলের শেষ রোববার থেকে অক্টোবর মাসের শেষ রোববার পর্যন্ত। ২০০৫ সালে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সময় জ্বালানি আইনের সঙ্গে 'ডে লাইট সেভিং' সময় আরো চার সপ্তাহ বাড়িয়ে দেয়া হয়। এখন যা মার্চ মাস থেকে শুরু হয়ে নভেম্বর মাস পর্যন্ত চালু থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এটি মানা হয় না। ৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে অ্যারিজোনা এবং হাওয়াই ছাড়া ৪৮টি অঙ্গরাজ্যে 'ডে লাইট সেভিং' চালু আছে। বর্তমানে বিশ্বের ৭০টি দেশে পুরো না হলেও আংশিকভাবে চালু আছে এ নিয়মটি।



নামকরা লেখকদের পুরনো বইয়েরই বিক্রি বেশি

আবুল কালাম: বইমেলায় প্রায় ২৫ শতাংশ নারী লেখকদের বই থাকলেও ক্রেতা কম। বিক্রেতারা বলছেন, আগের নামকরা লেখিকাদের বই ছাড়া নতুনদের আসা বইয়ের ক্রেতা নেই বললেই চলে। গত ১১ মার্চ বৃহস্পতিবার ছিল সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস। যানজটের নগরীতে মেলায় তেমন লোক ছিল না। তবে বেলা ৩টায় বইমেলার গেট খোলার পর প্রবেশকারী প্রত্যেকের গন্তব্য ছিল সোহরাওয়ার্দীর লেকপাড়। কঠিন রোদের তাপ উপেক্ষা করে আগতরা আড্ডা গল্পেই বেশি সময় ব্যস্ত ছিলেন। বিকেলে সূর্য ডোবার মুহূর্ত থেকে স্টলগুলোতে দর্শনার্থীর আনাগোনা শুরু হয়। এদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া বেশির ভাগই ক্রেতা নন। স্টলে রাখা বই হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে আবার রেখে চলে যাচ্ছেন। এর মধ্যে যারা কিনছেন তাদের প্রত্যেকেই ঘুরেফিরে নামকরা পুরনো লেখকদের পুরনো বই কিনেছেন।

রাজধানীর লালমাটিয়া থেকে আসা কলেজ ছাত্রী সুইটি জানান, তার পছন্দের শীর্ষে হুমায়ুন আহমেদ। আর কবিতায় আল মাহমুদ। নারী লেখকদের বই কেন কেনেননি এমন প্রশ্নে তার জবাব, পছন্দের লেখিকা নেই। তা ছাড়া নারী লেখক যারা আছেন তাদের মধ্যে সেলিনা হোসেন, ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ এ রকম দু'একজন ছাড়া সবাই তার অচেনা। এদের নামও জানেন না তিনি। তাই কেনার আগ্রহ নেই। প্রায় একই জবাব ছিল নয়াপল্টন থেকে আগত গৃহিণী নাজমা আক্তারের। তিনি জানান, প্রতি বছর তিনি মেলায় আসেন। তবে এ পর্যন্ত কোনো নারী লেখকের বই কেনা হয়নি। নাজমার ভাষ্য, 'নারী লেখকদের চিনি না। নামও জানি না। কি বই আছে তাও জানা নেই। কি কিনব বলুন। হুমায়ুন, জাফর ইকবাল এসবই পছন্দ।'

বিষয়টি স্বীকার করে একাধিক প্রকাশক জানান, প্রতি বছরই মেলায় লেখক বাড়ছে। এর মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ হলেন নারী। কিন্তু সমস্যাটা হলো বিক্রিতে। একজন নবাগত লেখক বা লেখিকা যা লিখছেন তার মধ্যে নারী লেখিকাদের প্রতি কোথায় মনে হচ্ছে পাঠকের একটা অনীহা কাজ করছে। ফলে তারা স্টলে এসে নারী লেখকদের বই আছে কি না সে বিষয়টি জানতেও চান না। যারাই আসছেন ঘুরেফিরে নামকরা লেখকদের বই কিনছেন। আর নারীদের মধ্যেও যাদের বই সামান্য বিক্রি হয় তাদের মধ্যেও নবীন লেখিকা একবারেই কম। এর কারণ জানতে চাইলে একজন প্রকাশক জানান, বিষয়টি তাদেরও অজানা। কারণ নবীনদের সবাই যে খারাপ লিখছেন তাও না। ভালো লেখকও আছেন। কিন্তু পাঠকের মন জয় করাটা কঠিন মনে হচ্ছে। তার ভাষ্য, এর অন্যতম কারণ হতে পারে প্রচার। অর্থাৎ কোনো কোনো লেখিকা যে ভালো লিখছেন তা পাঠকের কাছে যাচ্ছে না। যার কারণে পুরনো কিছু লেখিকাই পাঠকের আস্থায় স্থান করে নিয়েছেন। নবীনরা পাঠকের আস্থায় না এলে একসময় লেখক-লেখিকা ঝরে পড়বেন মন্তব্য করে তিনি বলেন, তাতে উভয় সঙ্কট বাড়বে। লেখক না থাকলে পাঠকও থাকবে না। তাই উভয়ের স্বার্থে নতুনদের প্রমোট করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। অবশ্য পাঠকের মনমতো লেখা নারীদের কলমে উঠে আসছে না মন্তব্য করে তিনি বলেন, এ পর্যন্ত নারী লেখকদের যত বই আসছে তার মধ্যে কবিতার বই বেশি। কিন্তু পাঠক পছন্দ করে সিরিয়াস বই। যা নেই বললেই চলে। এদিকে মেলায় রাফাত পাবলিকেশন্স এনেছে 'জীবনের আতর গোলাপ'। বইটির লেখক ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ। লেখক, কবি সাংবাদিক শান্তা মারিয়ার 'আমি বেগম বাজাতের মেয়ে'। এ বইটিতে রয়েছে লেখিকার শৈশব কিশোরবেলা। আছে প্রিয় ঢাকার কথা, পুরোনো ও নতুন ঢাকার বিকাশের গল্প। বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছেন প্রতিভাবান তরুণ শিল্পী শতাব্দী জাহিদ। মেলার পলল প্রকাশনীর স্টলে বইটি পাওয়া যাচ্ছে। সাংবাদিক, লেখক, নাট্যকর্মী নাসরীন গীতির বই 'অসংগতি দূরে থাক'। এটি সমসাময়িক ইস্যুভিত্তিক বই। বিশেষ করে শিশু, নারী নির্যাতন এবং সমাজ রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণগুলোই বইয়ের উপজীব্য। এটি ইউফোরিয়া পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া অনন্যা প্রকাশনী এনেছে অভিনেত্রী শানারেই দেবী শানুর সমকালীন উপন্যাস 'ঘুণমানুষ'।







বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা // The Weekly Bangla Patrika // Monday // March 14 // 2022

পাগলা মসজিদের সিন্দুকে রেকর্ড পরিমাণ টাকা, সোনা ও হীরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: টাকা গণনায় মাদ্রাসার দেড় শতাধিক ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও রূপালী ব্যাংকের প্রায় ৫০ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। এবার কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদের দান সিন্দুকে রেকর্ড পরিমাণ ৩ কোটি ৭৮ লাখ ৫৩ হাজার ২৯৫ টাকা পাওয়া গেছে। চার মাস ছয় দিন পর শনিবার (১২ মার্চ) পাগলা মসজিদের আটটি সিন্দুক খোলা হয়। সেখানে পাওয়া ১৫ বস্তা টাকা দিনভর গুনে সন্ধ্যায় এ হিসাব পাওয়া যায়। বিপুল পরিমাণ দানের এই নগদ টাকা ছাড়াও দান হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা, হীরা ও বেশ কিছু স্বর্ণালংকার পাওয়া গেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এর আগে কখনো একসঙ্গে এত টাকা পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ৬ নভেম্বর দান সিন্দুক খোলা হয়েছিল। তখন স্বর্ণালংকার, বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়াও ৩ কোটি ৭ লাখ ১৭ হাজার ৫৮৫ টাকা পাওয়া গিয়েছিল।





বিটিএ'র প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে 'তীর্থযাত্রা'

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ থিয়টার অফ আমেরিকা (বিটিএ) এর প্রযোজনায় জনপ্রিয় নাট্য এবং চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব তৌকির আহমদের নির্দেশনায় নিউইয়র্কে 'তীর্থযাত্রা' মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে। বাংলা এবং ইংরেজিতে দ্বিভাষিক নাটকটি মঞ্চায়িত হবে কমিউনিটি হল এবং অফ অফ ব্রডওয়েতে আগামী জুন মাসে। এ ব্যাপারে রোববার জ্যাাইকায় তৌকির আহমদের উপস্থিতিতে বিটিএ'র সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়াও নতুন তরুন অভিনেতা/অভিনেত্রীদের সুযোগ দেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয় বলে শামীম লিটন বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান।

সভায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কাওসার মন্টু, স্বপ্না কাউসার, ডা. ফারক আযম, শামীম মামুন সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সভায় কেক কেটে তৌকির আহমেদের 'সারপ্রাইজ জন্মদিন'ও পালন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

ষ্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড উইপ্রিনের সাথে কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলামের বৈঠক

নিউইয়র্কে স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের লক্ষ্যে পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল এর নবনিযুক্ত কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম শুক্রবার (১১ মার্চ) নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড উইপ্রিন-এর কার্যালয়ে তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

সাক্ষাকারের সময় বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নানাবিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় দু'দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সহযোগিতা ও রোহিঙ্গা ইস্যু প্রাধান্য পায়। রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশকে সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য তিনি আমেরিকার সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আলোচনাকালে তিনি অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড উইপ্রিনকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে অবহিত করেন। এসময় তিনি বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিনিয়োগবান্ধব নীতি ও পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হওয়ায়, এ বছরটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ করে কনসাল জেনারেল আগামীতে দু'দেশের মধ্যেকার বিরাজমান সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ আরো সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কনসাল জেনারেল ড. ইসলাম অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড উইপ্রিন এর নির্বাচনী এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার সক্রিয় ও গঠনমূলক ভূমিকার প্রশংসা করেন। কনসাল জেনারেল এসময় কমিউনিটির কল্যাণে আগামী দিনগুলিতে একসাথে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া তিনি নিউইয়র্ক সিটির উপযুক্ত স্থানে একটি স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের লক্ষ্যে তার পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করেন।

অ্যাসেম্বলিম্যান সদ্য যোগদানকৃত কনসাল জেনারেলকে অভিনন্দন জানান এবং যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর কর্মকালীন সময় সাফল্যমন্ডিত হবে মর্মে আশা প্রকাশ করেন। অ্যাসেম্বলিম্যান আগামী দিনগুলোতে তার অফিস ও বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের মধ্যেকার চলমান সহযোগিতা আরো মজবুত ও গভীর হবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড উইপ্রিনকে পারস্পরিক সুবিধাজনকসময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

উক্ত সাক্ষাতকালে কনস্যুলেট জেনারেলের কাউন্সেলর আয়েশা হক উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





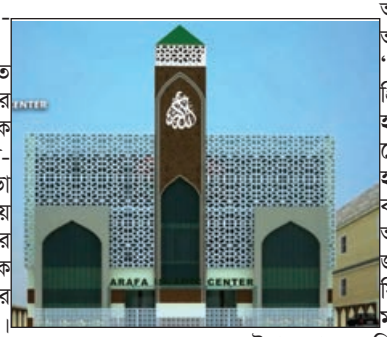


আরাফা ইসলামিক সেন্টার-এর স্থায়ী ভবন নির্মাণের

(শেষের পাতার পর)

মহলের আর্থিক সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। ভবনটি নির্মাণে তিন দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন বলে জানানো হয়। খবর ইউএ-নএ'র।

উদ্যোগটি সফল করতে গত ২৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় আরাফা ইসলামিক সেন্টার-এর অস্থায়ী মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিউইয়র্কের বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ উপস্থিত থেকে পরামর্শ দেন এবং তাদের সহযোগিতার কথা জানান।



সভায় বক্তারা সকল মসজিদ থেকে মুসল্লীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আলাফা ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার পরামর্শ দেন। এছাড়ার ফান্ড রেইজিং আয়েজন, পবিত্র রমজান মাসে বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভায় জানানো হয় যে, ৩০ হাজার স্কয়ার ফিটের এই ভবনটি হবে ৫ তলা বিশিষ্ট। ভবনটি হবে পূর্নাঙ্গ ইসলামিক সেন্টার। এতে থাকবে পাচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা, ইসলামিক স্কুল, লাইব্রেবী, জিমনেশিয়াম, সিনিয়ার সেন্টার প্রভৃতি। এছাড়াও থাকবে গাড়ি পার্কিং-এর ব্যবস্থা।

এদিকে আল আরাফা ইসলমিক সেন্টারের উদ্যোগে আগামী ১৯ মার্চ শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় আসন্ন পবিত্র রমজান উপলক্ষে 'ওয়েলকাম রমাদান এন্ড ফাস্ট প্রিপারেশন' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কুইন্স বুলেভার্ডস্থ আগ্রা প্লেস রেষ্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হলে এই অনুষ্ঠান হবে।

ব্যতিক্রমী এই সভায় উল্লেখযোগ্য আলেমদের মধ্যে ইমাম আতাউর রহমান জালালাবাদ, মওলানা শাহ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী, হাফেজ রফিকুল ইসলাম, ইমাম মনজুরুল করীম, ইমাম আব্দুল্লাহ কামাল, ইমাম আব্দুল মুকিত, মুফতি জামাল উদ্দিন, ইমাম সাঈদুর রহমান, শেখ আব্দুল্লাহ মাক্কী, মুফতি ইসমাইল, ইমাম মাহমুদুল ইসলাম, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ সহ আরাফা ইসলামিক সেন্টার পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে হাসান শফিক ও ইমাম সোয়াইব শেখ বক্তব্য রাখেন। বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে।

ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগের অনেক ক্ষতি করে যাচ্ছেন- এমপি একরাম

ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অনেক ক্ষতি করে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, নোয়াখালী-৪ (সদর-সুবর্ণচর) আসনের এমপি একরামুল করিম চৌধুরী।

জেলা আওয়ামী লীগের এই সাবেক সাধারণ সম্পাদক বলেন, কাদের ভাই নোয়াখালী আওয়ামী লীগকে বাঁচান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে বাঁচান। আপনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অনেক ক্ষতি করে যাচ্ছেন। যে ক্ষতি আওয়ামী লীগকে পুষিয়ে নিতে অনেক কষ্ট হবে। আপনি কেন বুঝেন না- নেত্রী বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনাকে চুপ থাকার জন্য বলছেন। এগুলো কেন বুঝেন না- আপনার এ এক্টিভিটিজ কেউ পছন্দ করছে না। নোয়াখালীর মানুষ তো না-ই। নোয়াখালীর কয়েকজন সু-বিধাবাদী লোক ছাড়া ম্যাক্সিমাম মানুষের কাছে আপনি ঘৃণিত লোক।



গত ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় সকাল পৌনে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর থেকে ফেসবুক লাইভে এসে এমপি একরাম এসব কথা বলেন। ইতিমধ্যে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। একরামুল চৌধুরী অভিযোগ করে বলেন, কাদের ভাই তার ভাইকে লেলিয়ে দিয়েছেন আমার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য। তিনি আমাকে এক টাকার বেনিফিটও দেন নাই। বরং আমি ওনার কাছে যে কাজটা চেয়েছি সেই কাজগুলো আমি যেন না পাই সে ব্যবস্থাও করেছেন। তবে উনাকেও জবাবদিহি করতে হবে। জবাব তো অলরেডি দিচ্ছেন উনার ভাইয়ের কাছে। ভাবীর সম্বন্ধে একজন অভদ্র লোক ছাড়া কোনো লোক এভাবে কথা বলতে পারে না। ওবায়দুল কাদের সাহেব আপনাকে আমি ঘৃণা জানাই। আপনি বিচার করতে জানেন না। কাদের মির্জার বক্তৃতাকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, আমার দুঃখ লাগে বাংলাদেশ সম্বন্ধে। আমরা কোন দেশে আছি। যেভাবে এসপিকে বলা হয় কুলাঙ্গার এসপি, ওসিকে বলা হয় কুলাঙ্গার ওসি, ইউএনওকে বলা হয় কুলাঙ্গার ইউএনও। উনি কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী, যে উনি প্রশাসনকে এভাবে কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের সাহেব আপনি কন্ট্রোল করতে না পারলে একটা দিন আমাকে দেন। আপনার ভাইকে ওই পিচঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে আনবো। আপনার কারণে আমাদের অনেকের মুখ বন্ধ।

তিনি বলেন, আমার মুখ বন্ধ বিশেষ করে জননেত্রী শেখ হাসিনা ৪-৫ বার খবর পাঠিয়েছেন নানক ভাইয়ের মাধ্যমে। আমি যেন কোনো কথা না বলি। আজকে কথাগুলো বলছি যেহেতু হার্ট অপারেশন। বাঁচতেও পারি, মরেও যেতে পারি। কাদের মির্জাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনি কাদের ভাইয়ের ছোট ভাই হয়ে আপনি আপনার বুকে হাত রেখে বলেন তো গত ১০-১৫ বছরে কত টাকা আমার কাছ থেকে নিয়েছেন? কোটি কোটি টাকা নিয়েছেন। আর এখন সাধু বাবা সেজেছেন। এখন আপনি যেগুলো করে যাচ্ছেন কোম্পানীগঞ্জের মানুষ সারা জীবন আপনাকে ঘৃণা করবে। তিনি আরও বলেন, আপনি কথায় কথায় বলেন আমার ছেলের হাতে অস্ত্র। আমি ২৬টি খুন করেছি। একটি খুনের কথা বলেন তো কোথায় আমি খুন করেছি। আপনাদের পরিবার কী আপনি নিজেই বলেন, আপনার ভাগনেও বলেন- আপনারা রাজাকারের ফ্যামেলি। আমি বলছি, এতে আপনার বড় ভাই আমাকে জেলা আওয়ামী লীগ থেকে বাদ দিয়ে দিছে। কিন্তু ইতিহাস কি আপনারা বদলাতে পারবেন। এই যে আপনার বাবা তিনটা লোকরে যে স্কুলে মারলো- পাঞ্জাবীদের হাতে ধরা পড়ার পর। যখন বলছে, না এরা আমার স্কুলের না। তখন পাঞ্জাবীরা মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিং নেয়ার জন্য যাচ্ছিল। তাদের গুলি করে মেরে ফেললো। আপনি নিজেই তো বলছেন, আমার বাবা আমার চাচা উনারা রাজাকার ছিল। বড় বড় গাভী হিন্দুদের ঘর থেকে নিয়ে আসতো। এগুলো তো ফেসবুকে চলতেছে।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির উদ্দেশ্যে বলেন, নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যক্ষ এএইচএম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম একটা জালিমের থেকেও খারাপ। চল্লিশ বছর সে চরবাটাকে শাসন করেছে। কিন্তু কি দুঃশাসন করেছে সেটা আমি এমপি হওয়ার পর জেনেছি। কাদের সাহেবের বিরুদ্ধে আমি ২০০১ সালে ভোট করেছিলাম। ওই অবস্থান থেকে ২০০৮ সালে আমাকে দলে নেয়া হলো। ২০০৮ সালে এসে নোয়াখালী-৪ আসন থেকে ভোট করার ব্যবস্থা করে দেন কাদের ভাই। উনি মনে করেছিলেন- ওটাতো বিএনপি'র ঘাঁটি। একরাম জিতবে না। তখন অনেক বড় বড় নেতা আমাকে ইঙ্গিত-আকারে বলেছেন তাকে হারিয়ে দেয়ার জন্য। অনেক কষ্টে কাদের ভাই ১১শ' ভোট নিয়ে জিতলেন।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International



Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates · ETIHAD AIRWAYS · SAUDIA · QATAR AIRWAYS · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · SINGAPORE AIRLINES · AmericanAirlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA



তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়াবে না যুক্তরাষ্ট্র -বাইডেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন স্পষ্ট করে বলেছেন ইউক্রেনের জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ জড়াবে না তাঁর দেশ। তবে ন্যাটো অঞ্চলের প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র। ইতিমধ্যে মিত্রদেশ ও ন্যাটোর সদস্যদেশগুলোর (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

মুক্তারা বেগম নদীর কলাম

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-২৩



দুই সপ্তাহ আগে আবার ম্যানহাটন গিয়েছিলাম। সেদিন সকাল থেকে ঝিরি-ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছিল। দুই দুইটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট শেষে মনে হল কোথাও (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উদ্যোগে

কমিউনিটি বিনির্মাণকারীদের সম্মাণনা প্রদান

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির স্বনামধন্য জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উদ্যোগে কমিউনিটি বিনির্মাণকারীদের সম্মাণনা প্রদান করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে রোববার অপরাহ্নে জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সভাপতিত্বে ও পরিচালনায় ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন কাউন্সিলম্যান (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়



প্রবীণ প্রবাসী ছদরুন নূরের হাতে ফুলের তোড়া তোলে দিচ্ছেন কাউন্সিলম্যান জিম জিনারো



করোনার মাঝেও যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে অভিবাসীর সংখ্যা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে মহামারি করোনার মাঝেও দিন দিন বাড়ছে অভিবাসীর সংখ্যা। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শিথিল নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্ত অতিক্রম করে অবৈধ অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



নিউইয়র্কের স্কুলে বন্ধ হচ্ছে চকলেট মিল্ক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ও ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের পর এবার নিউইয়র্কের স্কুলগুলোতে শিগগির বন্ধ হচ্ছে চকলেট মিল্ক সরবরাহ। নিউইয়র্কের নতুন মেয়র এরিক অ্যাডামস এ উদ্যোগ নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। তিনি (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচন-২০২২

সবার দৃষ্টি অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট দলীয় আগামী প্রাইমারী নির্বাচন ঘিরে সরব হয়ে উঠছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। আগামী ২৮ জুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশী অধ্যুষিত অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ আসনটি এখন বাংলাদেশী আমেরিকানদের জন্য টার্গেট। সেই লক্ষ্যে সবার দৃষ্টি এখন অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪। এই আসনের জন্য ইতিমধ্যেই একাধিক বাংলাদেশী-আমেরিকান তাদের প্রার্থীতা ঘোষণা করেছেন। জানা গেছে, নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিধি বাড়ার সাথে সাথে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

আনুষ্ঠানিকভাবে শাহ নেওয়াজের প্রার্থীতা ঘোষণা



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের আসন্ন ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনে ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪এ থেকে ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে বাংলাদেশী-আমেরিকান শাহ নেওয়াজ-কে সমর্থন জানালেন **(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)**

আরাফা ইসলামিক সেন্টার-এর স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় প্রতিষ্ঠিত আরাফা ইসলামিক সেন্টার-এর স্থায়ী ভবন নির্মানের প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে। ইতিমধ্যেই স্থানীয় ১৭৯ স্ট্রীটে নিজস্ব জায়গা ক্রয় করে সেখানে পাচ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই মসজিদ ভবন নির্মানের জন্য কমিউনিটির সকল **(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)**

'ডে লাইট সেভিং টাইম' শুরু



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে 'ডে লাইট সেভিং টাইম' কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শনিবার (১২ মার্চ) দিবাগত রাত দুইটায় ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে এসেছে। অর্থাৎ ওইদিন (১২ মার্চ) রাত একটায় ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দুইটা হয়ে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



শরীর ও আত্মার খাদ্য

জাফর আহমাদ

মানুষের জীবনের দু'টি দিক। একটি হলো, মানুষের শরীর বা অবয়ব। অন্যটি হলো, আত্মা বা রুহ। বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে একে কম্পিউটার যন্ত্রের সাথে তুলনা করা যায়। কম্পিউটারের যেমন দু'টো দিক রয়েছে এক, (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

খেলার খবর

প্রথম বাংলাদেশী রেসার হিসেবে ইতিহাস গড়লেন অভিক

স্পোর্টস ডেস্ক: ফর্মুলা রেসের আন্তর্জাতিক ট্র্যাকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন অভিক আনোয়ার। আরব আমিরাতে এনজিকে প্রোকার চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম দুই রাউন্ড জেতার পর গত (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

হেলথ টিপস

ধনেপাতার স্বাস্থ্যগুণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অনেকেরই ধারণা, ধনেপাতা শুধু রান্নার স্বাদ বাড়াতে কাজে লাগে। ধারণাটি একেবারে ভুল নয়; কিন্তু একই সাথে একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা দূর করতেও এর (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বিনোদন

ভারতীয় সিনেমায় বাংলাদেশের নাদিয়া

বিনোদন ডেস্ক: কলকাতার ছবিতে অভিনয় করতে যাচ্ছেন মডেল ও অভিনেত্রী সালহা খানম নাদিয়া। ছবির নাম 'সুনেত্রা সুন্দরম'। (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com


ASHIF CHAWDHURY
Licensed Realtor
Buy Rent Sell
EXIT REALTY PRIME
Cell: 917-741-5308
e-mail: ashif.choudhury@gmail.com
169-24 Hillside Ave. 2Fl
Jamaica, NY 11432
www.EXITPrimeNY.com
Fax : 718-262-0254
Office : 718-262-0254
MLS
Each office is independently owned and operated

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
Kuwait Airways
BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার
Authorized Agent of WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com